ইসলামের
বাস্তব
কাহিনী-৪
আল্লামা আবুন নূর মুহাম্মদ বশীর (রহঃ)
মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
www.AmarIslam.com http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ইসলামের বাস্তব কাহিনী-৪

মূল ঃ আল্লামা আবুন নূর মুহাম্মদ বশির
(রহমতুল্লাহে আলাইহে)

অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬১৮৮৭৪

প্রকাশনায়

নিশান প্রকাশনী
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল

১ অক্টোবর ২০০২ ইং

হাদিয়া ঃ ৮০/-

কম্পিউটার কম্পোজ

মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

মুদ্রণে

এনাম প্রিন্টার্স এন্ড কম্পিউটার
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ০১৮-১৭১৮০৪

প্রারম্ভিক বক্তব্য

ইসলামের বাস্তব কাহিনী ১, ২ ও ৩ এর পর ৪ প্রকাশিত হলো। আশা করি এটাও পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হবে। ৫ এর কাজ শুরু হয়েছে। ইনশা আল্লাহ অচিরেই বের হবে।

এ খন্ড আওলীয়ায়ে কিরামের বিভিন্ন কাহিনীতে ভরপুর। প্রতিটি কাহিনী সংক্ষিপ্ত হলেও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও শিক্ষনীয়। ইসলাম প্রসারে আওলীয়ায়ে কিরামের ভূমিকা অতুলনীয়। ওলী বিদ্বেষীরা যত কিছু বলুক না কেন, তাঁদেরকে কেউ খাটো করতে পারবে না। বরং দিন দিন তাঁদের শানমান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পেতেই থাকবে। তলোয়ার নয়, আধ্যাত্মিক শক্তিই হচ্ছে তাঁদের প্রধান হাতিয়ার। তাঁরা জীবনে-মরনে সর্বক্ষেত্রে সর্ব ক্ষমতার অধিকারী। তাই ওলী প্রেমিকগণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাঁদের দরবার ও মাযারে গিয়ে আর্জি পেশ করে থাকেন এবং উপকৃত হন। জনৈক বৃটিশ কর্মকর্তা আজমীর শরীফ গিয়ে খাজা আজমীরীর শানমান ও প্রভাব দেখে এ মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন– "খাজা সাহেব কবরে শায়িত অবস্থায় সারা ভারতবর্ষ শাসন করছেন"।

এ খন্ড পাঠে আওলীয়ায়ে কিরামের শানমান সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে এবং সেই আলোকে নিজেদের জীবন গড়তে সহায়ক হবে। ওলী বিদ্বেষ নয়, ওলী প্রেমই উন্নতির সোপান।

অনুবাদক

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ওয়ায়িস করনী (রাঃ)	৭
মনি মুক্তার ব্যবসায়ী	১০
জ্বীনদের সমাবেশে ওয়াজ	১২
মসজিদে খায়ফের সেই বৃদ্ধ বুযুর্গ	১২
অগ্নি উপাসক শমউন	১৪
দজলা নদীর পাড়ে	১৬
গীবতের বদলা	১৬
পাদ্রীর সাথে মুনাজেরা	১৭
ইহুদীর ড্রেন	১৮
হযরত হাবীব আযমী (রহঃ)	১৮
হযরত রাবেয়া বসরী	২০
চোরের দৃষ্টি শক্তি হরণ	২১
বলখ রাজ্যের বাদশাহ	২২
টক আনার	২৪
অপরের খেজুর	২৪
আল্লাহ ওয়ালাগণের আনার	২৫
সত্যবাণী	২৬
চতুষ্পদ পশুর সম্মান	২৭
হযরত যুন নুন মিসরী	২৭
মহাজন	২৮
বেহালা	২৯
মানুষ ও কুকুর	২৯
হযরত বায়েজিদ ও কুকুর	৩০
আলো	৩১
নামের মুসলমান	৩২
মনকির নকীরের প্রশ্নের উত্তর	৩২
ধনী ও দরবেশ	৩৩
রহস্যময়ী বৃদ্ধা	৩৩
রোগী, না ডাক্তার	৩৫
সর্বজন প্রিয়	৩৫
বাদশাহ হারুনুর রশীদকে উপদেশ	৩৬
দরবেশের আস্তানায় বাদশাহ হারুনুর রশীদ	৩৭
নিশাপুরের গভর্নর	৪০
অগ্নি উপাসক- বাহরাম	৪১
কাফন চোর	৪৩
এক নাস্তিক ও হযরত হাতেম	৪৪
শয়তানের ব্যর্থতা	৪৫
ওলীর স্ত্রী	৪৬
পথের সম্বল	৪৬
মৃতদের সম্পদ	৪৭
বুজুর্গানে কিরামের নামায	৪৭
বুজুর্গানে কিরামের জ্ঞান	৪৮
বুজুর্গানে কিরামের দুআ	৪৮
অপূর্ব দুআ	৪৯
লজ্জা	৫০
স্থানান্তর	৫১
আলোকসজ্জা	৫১
ভাইকে উপদেশ	৫২
স্বপ্নের তাবীর	৫৩
ঈমানের বাতি	৫৪
চারটি দুআ	৫৪
মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি	৫৬
বদগুমান	৫৬
মুখের কালিমা	৫৭
দু'তলোয়ার	৫৮
সহনশীলতা	৫৮
শয়তানের ফাঁদ	৫৯
আনাড়ী ব্যক্তি	৫৯
নাবুয়াত যুগের পর	৬০
দু'জন সূফী	৬১
সাদা বাজপাখী	৬২
তৈল ও পানি	৬৩
বুদ্ধিমান মুরিদ	৬৪
চোখের পানি	৬৪
বান্দার সাহায্য	৬৫
সুলতান মাহমুদ হযরত খেরকানীর আস্তানায়	৬৬
সোমনাথের মন্দির	৬৭
সরওরে আলম (দঃ) ও গাউছে আযম	৬৯
বৃষ্টি	৭০
দজলা নদীতে বন্যা	৭১
গাউছে পাকের জ্ঞান ভান্ডার	৭১
ডাকাত দলের সরদার	৭২
রমযানের চাঁদ	৭৩
গাউছে পাকের ফুফী	৭৩
আল্লাহর হুকুমে উঠে যাও	৭৪
চিলের মাথা	৭৫
হযরত বায়েজিদ ও সময়ানের মূর্তিশালা	৭৫
একটি পাখি ও এক অন্ধ সাপ	৮৩
বাঘের উপর হুকুমধারী	৮৪
ইয়া-লতিফু	৮৫
মেহমান, নাকি মেজবান	৮৬
জ্ঞানী পাগল	৮৭
কাপড়ের পুঁটলী	৮৮
আত্ম গোপনকারী ওলী	৮৯
হেরেমের ভিখারী	৯০
রহস্যময় যুবক	৯১

বাগদাদের ব্যবসায়ী ---------- ৯৩
বাঘ নির্দেশ পালন করলো ---------- ৯৪
বাঘ কদম বুচি করলো ---------- ৯৫
নেককার যুবক ---------- ৯৫
পাপের মহৌষধ ---------- ৯৬
সুস্বাস্থ্য ---------- ৯৭
সুন্দরী ক্রীত দাসীর মূল্য ---------- ৯৮
শাস্তি বিহীন গুনাহ করার উপায় ---------- ৯৯
বেহেশতের সাথী ---------- ১০০
আল্লাহর সৌন্দর্য ---------- ১০০
এক অবশিষ্ট ---------- ১০১
ওলীর হস্তক্ষেপ ---------- ১০১
ধনী ও গরীব ---------- ১০২
ওয়াদা রক্ষা ---------- ১০২
দুশমনের অপবাদ---------- ১০৩
বাদশাহকে উপদেশ ---------- ১০৪
শরাবীর মুখ ---------- ১০৪
হক কথা ---------- ১০৫
জেলখানা থেকে বাগানে ---------- ১০৬
শাহী মহল ---------- ১০৭
পরীক্ষা ---------- ১০৮
গোস্ত ও হালুয়া ---------- ১০৯
নূরানী মহিলা ---------- ১১০
অল্প বয়স্ক বালক ---------- ১১১
আল্লাহ ওয়ালাগণ অমর ---------- ১১২
কূঁয়া ---------- ১১৩
পশুও অনুগত ---------- ১১৪
বালির চিনি ---------- ১১৪
বাঘ ও ছাগলের সহ অবস্থান ---------- ১১৫
শরাবী ---------- ১১৬
মুখ থেকে যা বের হলো, তা অবধারিত হয়ে গেল ---------- ১১৭
মাটির পাত্র ---------- ১১৮
সম্পর্কের খাতিরে ---------- ১১৮
বৃদ্ধ গোলাম ---------- ১১৯
জিন্দা পীর ---------- ১১৯
তিন কলন্দর ---------- ১২০
খাজা, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ ---------- ১২১
মনের কথা ---------- ১২১
চার পংক্তি কবিতার জবাব ---------- ১২২
আত্মসাৎ ---------- ১২৩
গ্রেপ্তার ---------- ১২৪
এক বুজুর্গ সৈয়দ সাহেব ---------- ১২৫
আবদাল ---------- ১২৫
বন্ধুর খাতিরে জায়েয ---------- ১২৬
জানাযা ---------- ১২৭
গাউছে আযম ---------- ১২৮

ইসলামের বাস্তব কাহিনী

চতুর্থ ভাগ

আওলীয়ায়ে কিরাম সম্পর্কিত কাহিনী

কাহিনী নং-৪০৯

হযরত ওয়ায়িস করনী (রাদি আল্লাহ আনহু)

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বেসাল শরীফের সময় যখন ঘনিয়ে আসলো, তখন সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন- ইয়া রসুলল্লাহ! আপনার চাদর মুবারকটা আমরা কাকে দেব? হুযূর ফরমালেন- ওয়ায়িস করনীকে দিও। সে মতে হুযূরের বেসালের পর হযরত ওমর ও হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহুমা) তাঁর চাদর খানি নিয়ে ইয়ামনে গেলেন এবং লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- এখানে করন অঞ্চলের কেউ আছে কিনা? লোকেরা বললো- হ্যাঁ আছে। হযরত ওমর পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন- ওয়ায়িস করনী নামে কেউ আছে কিনা? লোকেরা বললো- আমরা এ নামের কাউকে চিনি না। তবে লোকালয়ের বাইরে জংগলে এ নামের একজন পাগল আছে। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহ আনহু) বললেন, আমাদেরকে ওর কাছে নিয়ে চলো। লোকেরা তাঁদেরকে ওখানে নিয়ে গেল। তাঁরা সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, হযরত ওয়ায়িস করনী নামায পড়ছেন। তাঁরা সেখানে বসে রইলেন। নামায শেষ হলে, তাঁরা 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বললেন। হযরত ওয়ায়িস করনীও 'ওয়ালাই কুমুস সালাম' বলে জবাব দিলেন। হযরত ওমর ওনার নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন- আমার নাম ওয়ায়িস। হযরত ওমর ওনার ডান হাতটি একটু দেখতে চাইলে তিনি তাঁর ডান হাতটি সামনে বাড়িয়ে দেন। হযরত ওমর ওনার হাতে সেই নিদর্শন দেখলেন, যা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন। হযরত ওমর ওনার হাতে চুমু দিলেন এবং বললেন, আপনাকে মুবারকবাদ, আপনাকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, সালাম দিয়েছেন এবং এ চাদর মুবারক আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। আপনাকে তাঁর

উম্মতের জন্য দুআ করতে বলেছেন।

হযরত ওয়ায়িস করনী (রাদি আল্লাহ আনহু) এ পয়গাম শুনে আনন্দে বিভোর হয়ে গেলেন, চাদরখানি নিয়ে ওনাদের থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে সিজদায় পতিত হলেন এবং দুআ করতে লাগলেন- হে ইশক্-মহব্বতের সৃষ্টিকর্তা! হে আপন হাবীবের প্রত্যাশী, তোমার মাহবুব স্বীয় চাদর মুবারক এ আত্মভোলা, পাগল, নিঃস্ব ফকীরের জন্য পাঠিয়েছেন। অনুমতি ফেলে এ ফকীর তা পরতে পারি। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো- হ্যাঁ পর। আরয করলেন- হে মওলা, হে দয়াবান ক্ষমাকারী, আমি এ চাদর মুবারক ততক্ষণ পরবো না, যতক্ষণ তুমি তোমার মাহবুবের সমস্ত উম্মতকে ক্ষমা না কর। ইরশাদ হলো- আমি কয়েক হাজার ক্ষমা করে দিলাম। আরয করলেন- ইলাহী, সমস্ত উম্মতকে ক্ষমা কর। ইরশাদ হলো- এ চাদর মুবারকে যে পরিমান সূতার আঁশ রয়েছে, এর দু'তিন গুন ক্ষমা করে দিলাম। আরয করলেন- ইলাহী! যতক্ষণ সমস্ত উম্মতকে ক্ষমা করা হবে না, ততক্ষন এ চাদর পরবো না। গায়েবী আওয়াজ আসলো- আরও কয়েক হাজার ক্ষমা করে দিলাম। আরয করলেন- আমিতো সবের ক্ষমা চাচ্ছি। এ ভাবে রহস্যে ভরা গোপন সংলাপ চলছিল। এ দিকে হযরত ওমর ও হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহুমা) বিলম্ভ দেখে তথায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি ওনাদেরকে দেখে বললেন, আপনারা এখানে কেন আসলেন? আমি তো এ চাদর কক্ষণো পরতাম না, যতক্ষণ সমস্ত উম্মতের ক্ষমা আদায় করে না নিতাম। অতঃপর তিনি সেই চাদর মুবারক পরলেন এবং বললেন- আমার শাফায়াত ও এ চাদর মুবারকের বরকতে রবীয়া ও মজর গৌত্রের ভেড়াগুলোর পশমের বরাবর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উম্মতকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি আনন্দে কাঁদতে লাগলেন।

হযরত ওয়ায়িস করনীর এ শান ও আচরণ দেখে হযরত ওমর ও হযরত আলীও কাঁদতে লাগলেন। এক পয্যায়ে তাঁরা ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন- এ রকম একান্ত উৎসাহ ও আন্তরিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কোন্ জিনিসটা আপনাকে মাহবুবের নূরানী চেহারা দর্শনে বাঁধা দান করেছিল? কেন আপনি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাত করেন নি? হযরত ওয়ায়িস করনী পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন- আপনারা কি হুযূরকে দেখেছেন? হযরত ওমর বললেন- হ্যাঁ, নিশ্চয় দেখেছি। ওয়ায়িস করনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন- যদি মাহবুবের নূরানী চেহারা স্বচক্ষে দেখে থাকেন, তাহলে বলেন দেখি, মাহবুবে খোদার পবিত্র ভ্রূদ্বয়

পরস্পর মিলানো ছিল, নাকি আলাদা আলাদা ছিল? হযরত ওমর ও হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহুমা) এর জবাব দিতে পারলেন না। হযরত ওয়ায়িস করনী (রাদি আল্লাহু আনহু) ভ্রূ মুবারকের পরিপূর্ণ নূরানী চিত্র অঙ্কন করে বলে দিলেন। তিনি আরও বললেন- যদিওবা আমি প্রকাশ্য ভাবে পবিত্র খেদমতে হাজির হতে পারিনি কিন্তু মাহবুবের নূরানী ঝলক কক্ষনো আমার থেকে অদৃশ্য থাকেনি। (তাজকিরাতুল আউলীয়া-২৪পৃঃ)

সবক ঃ হযরত ওয়ায়িস করনী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শান অনেক উচু ছিল। যদিওবা তিনি বাহ্যিক চোখে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে দেখেননি, কিন্তু ইশক ও মহব্বতের বদৌলতে বাতেনী চোখের দ্বারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দীদার লাভ করেন। এ কাহিনী থেকে এটা জানা গেল যে হুযূরের প্রতি ইশক মহব্বতধারী ও বাতেনী চোখের অধিকারী ব্যক্তিদের সামনে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হাজির নাজির। এটাও জানা গেল যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র শরীর স্পর্শিত চাদর মুবারকের বরকতে এবং বুজুর্গানে কিরামের দুআর বদৌলতে আমরা গুনাহগারদের নাজাত মিলে।

বিঃদ্রঃ যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ঈমানের দৃষ্টিতে বাহ্যিক চোখে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে দেখেছেন বা যে ঈমানদার ব্যক্তির উপর হুযূরের দৃষ্টি মুবারক পড়েছে, তিনি সাহাবী। যিনি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে দেখেননি কিন্তু তাঁর সাহাবীকে দেখেছেন, তিনি তাবেয়ী। এ হিসেবে হযরত ওয়ায়িস করনী (রাদি আল্লাহু আনহু) তাবেয়ী। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ তাবেয়ী বলেছেন। (মিশকাত শরীফ-৫৭৪)

হযরত ওয়ায়িস করনী (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর যুগেই ছিলেন কিন্তু ওনার আম্মা বৃদ্ধা ও দুর্বল হওয়ায় ওনাকে রেখে কোথাও যেতে পারতেননা বিধায় হুযূরের খেদমতে হাজির হতে পারেন নি। (মিশকাত)

যদিওবা হযরত ওয়ায়িস করনী (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূরের খেদমতে হাজির হতে পারেননি কিন্তু হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওনার শানকে অনেক উর্দ্ধে তুলে ধরেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন مَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ওর দেখা পাও, তোমাদের জন্য মাগফেরাতের দুআ করাইও।

কাহিনী নং- ৪১০

মনি মুক্তার ব্যবসায়ী

হযরত হাসন বসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) জীবনের প্রথমে মনি মুক্তার ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি নানা রকম মনি মুক্তার ব্যবসা করতেন এবং বড় বড় রাজা-বাদশাদের কাছে এ সব মনি মুক্তা নিয়ে যেতেন। একবার রোমের বাদশাহ হারকলের কাছে কিছু মনি মুক্তা নিয়ে গেলেন। প্রথমে তিনি উজীরের সাথে দেখা করলেন এবং বাদশাহের সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। উজীর বললেন, আজকে বাদশার সাথে দেখা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তিনি আগামী কালের একটি মনোরম অনুষ্ঠান নিয়ে খুবই ব্যস্ত। তিনি অনুষ্ঠানটি দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে উজীর পর দিন সকালে তাঁকে এমন এক মাঠে নিয়ে দাঁড় করায়ে দিলেন, যেখান থেকে অনুষ্ঠানটি পরিপূর্ণ ভাবে দেখা যায়। মাঠে সোনালী রং এর একটি তাবু স্থাপিত ছিল। তাবুর আশে পাশে খুবই উন্নত মানের মখমলের চাদর বিছানো ছিল। তাবুর জোড়া গুলো ছিল জরীর। চারি দিকের রশিগুলো ছিল চান্দির এবং খুটি গুলো ছিল স্বর্ণের। তাবুটা মূলতঃ বাদশাহ হারকলের প্রিয় পুত্রের কবরের উপর স্থাপন করা হয়েছিল। কারণ সে দিন ছিল ছেলের মৃত্যু বার্ষিকী। বাদশাহ প্রতি বছর এ ভাবে মৃত্যু বার্ষিকী পালন করে থাকেন। হযরত হাসন বসরী লক্ষ্য করলেন, প্রথমে খ্রীষ্টান পাদরীগনের একটি প্রতিনিধি দল তাবুর অভ্যর্ন্তরে প্রবেশ করলো এবং কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কিছু পাঠ করে ক্রন্দনরত অবস্থায় বের হয়ে গেল। এরপর ডাক্তার ও বুদ্ধিজীবীদের একটি দল আসলো এবং খালি মাথায় কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো এবং কিছুক্ষণ পর বের হয়ে চলে গেল। অতঃপর সেনাবাহিনীর অফিসারদের একটি চৌকশ দল খোলা তলোয়ার নিয়ে তাবুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। তারাও কবরকে অভিবাদন করে ফিরে গেল। এর পর এক ঝাঁক সুন্দরী যুবতী আসলো, যাদের মাথার চুল খোলা ছিল, তাদের হাতে মনি মুক্তা ভর্তি সোনার থালা ছিল। তারাও তাবুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কবরের চারি দিকে চক্কর দিল এবং অনেক কান্না কাটি করে তাবু থেকে বের হয়ে গেল। সর্বশেষে বাদশাহ নিজেই তাবুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো এবং কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো- বৎস, তুমি আমার খুবই আদরের ছিলে কিন্তু আফসোস, তুমি মারা গেলে। যদি আমাকে এ রকম বলা হতো, যে তোমার প্রাণ হরণ করেছে, সে ওসব বড় বড় পাদরী ও ধর্মযাজকদের কথা শুনে তোমার প্রাণ ফিরায়ে

দিবে, তাহলে এ সব বড় বড় খ্রীষ্টান পাদরীরা এ কাজের জন্য তোমার কাছে উপস্থিত আছে। কিন্তু আমি জানি যে ওদের কথার দ্বারা কোন কাজ হবে না। যদি আমাকে এ রকম আশ্বাস দেয়া হতো, জ্ঞানী ও ডাক্তারেরা চেষ্টা করলে, আল্লাহ তোমার প্রাণ ফিরায়ে দেবে, তাহলে তো বড় বড় ডাক্তার ও জ্ঞানীগণ তোমার সহায়তা করার জন্য তোমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আমি জানি যে-তোমাকে এমন এক মহা শক্তিধর সত্বা মৃত্যু দান করেছে, যার সামনে কারো কোন তদবীর চলে না। হে বৎস, যদি আমি বুঝতাম, যে তোমার প্রাণ অপহরণ করেছে, সে বড় কোন সৈন্যবাহিনীর ভয়ে তোমাকে ছেড়ে দেবে, তাহলে তো এ যে সেনা বাহিনী তোমাকে মুক্ত করার জন্য তোমার কবরের পাশে উপস্থিত আছে। কিন্তু যে তোমাকে বন্দী করেছে, সে এমন শক্তি শালী খোদা, তার সামনে কোন বাহিনী কোন শক্তি রাখে না। হে বৎস, আমি যদি বুঝতাম, যে তোমাকে মেরে ফেলেছে, যে যদি সুন্দর রূপসী মহিলার জন্য ললায়িত হতো, এবং রূপসী মহিলাদের বিনিময়ে তোমাকে ছেড়ে দিত, তাহলে তো এক ঝাঁক অতি রূপসী মহিলা তোমার কবরের পাশে উপস্থিত আছে। কিন্তু আমি জানি যে সে সুন্দরীদের জন্য ললায়িত নয় এবং কোন ধন-সম্পদেরও প্রত্যাশী নয়। এখন সে কোন অবস্থায় তোমাকে মুক্তি দেবে না। তাই কি আর করতে পারি, পুনরায় তোমার থেকে এক বছরের জন্য বিদায় নিচ্ছি। এ বলে বাদশাহ তাবু থেকে বের হয়ে আসলো এবং সবাই সেখান থেকে চলে গেল। হযরত হাসন বসরীর মনে এ দৃশ্য এমন রেখাপাত করলো যে মূহুর্তের মধ্যে তাঁর দুনিয়াবী ধ্যান ধারনা পরিবর্তন হয়ে গেল। এর পর থেকে তিনি দুনিয়াবী মনি মুক্তার ব্যবসা ত্যাগ করে পরকালের মনি মুক্তা ক্রয় করতে শুরু করলেন এবং দুনিয়াবী সমস্ত কাজ কারবার ত্যাগ করে পরকালের সম্বল সংগ্রহে মনোযোগী হলেন। বসরায় ফিরে এসে মনে মনে সংকল্প করলেন যে এ পৃথিবীতে কখনো হাসবেনা। এর পর ইবাদত বন্দেগীতে এমন ভাবে নিয়োজিত হয়ে গেলেন যে সে যুগে তাঁর মত আর কেউ ছিল না। তিনি সত্তর বছর অর্থাৎ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত কখনও অযুবিহীন থাকেননি। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৭৭০ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলা মহাশক্তি ও কুদরতের অধিকারী। তাঁর সামনে যত বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, সমরবিদ হোক না কেন, সবই তুচ্ছ। কেউ তাঁর কাজে নাক গলাতে পারে না। বড় ছোট কারো মৃত্যু থেকে রেহায় নেই। এ ক্ষনস্থায়ী দুনিয়ার ঘটনাবলী থেকে আল্লাহ ওয়ালাগণ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন এবং পরকালের কল্যান সাধনে নিয়োজিত থাকেন।

কাহিনী নং- ৪১১

জ্বীনদের সমাবেশে ওয়াজ

হযরত হাসন বসরী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বিশিষ্ট শিষ্য হযরত আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, আমি একদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামায জমাত সহকারে পড়ার উদ্দেশ্যে হযরত হাসন বসরীর মসজিদে গেলাম। তখনও দরজা খোলা হয়নি। হযরত হাসন বসরী মুনাজাত করছিলেন এবং লোকেরা 'আমীন' বলছিলেন। আমি মনে করলাম হযরত হাসন বসরীর ঘনিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এখানে মওজুদ আছেন। আমি কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। ফজরের নামাযের সময় হয়ে যাওয়ায় আমি দরজায় হাত রাখলাম। সাথে সাথে দরজা খুলে গেল। ভিতরে গিয়ে হযরত হাসন বসরীকে একাকী দেখে বিস্মিত হলাম। নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর আরয করলাম- আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বলুন, তখন 'আমীন' বলছিল কারা? তিনি বললেন- কাউকে বলনা, আমি প্রতি জুমারাত জ্বীনদের মধ্যে ওয়াজ করার জন্য নির্ধারন করে রেখেছি। ওরা প্রতি জুমা রাতে এখানে আসে। আমি ওদের সমাবেশে ওয়াজ করি এবং ওয়াজ শেষে যখন মুনাজাত করি, তখন ওরা 'আমীন' বলে। (তাজকিরাতুল আউলীয়া–৩৬ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগনের শান মান অনেক বড়। জ্বীনেরাও ওনাদের অনুগত হয়ে থাকে। এ কাহিনী থেকে এটাও জানা গেল যে কোন নেক কাজের জন্য নির্দিষ্ট দিন বা রাত নির্ধারন করা বেদআত নয় বরং জায়েয।

কাহিনী নং- ৪১২

মসজিদে খায়ফের সেই বৃদ্ধ বুযুর্গ

বসরার অন্তর্গত জাহ্‌র অঞ্চলে আবু আমর নামে এক হাফেজে কুরআন বাস করতেন। তিনি লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। একদিন এক সুন্দর ছেলে তাঁর কাছে এসে কুরআন শিক্ষার আগ্রহ প্রকাশ করলো। তিনি ছেলেটির দিকে কুনযরে থাকালেন। খোদার কী মহিমা, সাথে সাথে কুরআন শরীফ ভুলে গেলেন। এতে তিনি খুবই ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং একান্ত পেরেশানী অবস্থায় হযরত হাসন বসরী (রহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর খেদমতে হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে দুআ চাইলেন। হযরত হাসন বসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বললেন, হজ্বের সময়

ঘনিয়ে এসেছে, হজ্বটা করে নাও। যখন হজ্ব করতে যাবে, তখন মসজিদে খায়ফে যেও। ওখানে মেহরাবে বসাবস্থায় এক বৃদ্ধকে দেখবে। ওনার সময় নষ্ট করিওনা। যখন উনি ওজিফা ও দুআ দরূদ পাঠ থেকে ফারেগ হবেন, তখন তুমি তোমার আর্জি পেশ করিও এবং তোমার জন্য দুআ করতে বলিও। আবু আমর তা-ই করলেন। হজ্ব করে মসজিদে খায়ফে গেলেন, মেহরাবে ঠিকই নূরানী চেহারার এক বৃদ্ধকে বসাবস্থায় দেখলেন, যার আসে পাশে অনেক লোক বসে আছেন। তিনিও ওদের পাশে বসে গেলেন। অল্প কিছুক্ষণ পর তথায় সাদা পোষাকধারী এক বুযুর্গ আসলেন। লোকেরা সবাই ওনার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সালাম করলেন এবং পরস্পর কথাবার্তা বললেন। যখন নামাযের সময় হলো, সেই বুযুর্গ ব্যক্তি চলে গেলেন এবং ওনার সাথে অন্যান্য লোকেরাও চলে গেলেন। বৃদ্ধ বুযুর্গ ব্যক্তিটি একা রয়ে গেলেন। আবু আমর এ সুযোগে এগিয়ে গেলেন এবং ওনাকে সালাম করে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং কান্না জড়িত কণ্ঠে আরয করলেন- হুযূর, আমার বাজেয়াপ্ত সম্পদ (হেফজে কুরআন) ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। বৃদ্ধ লোকটি ওনার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে একনিষ্ট মনোযোগ সহকারে আসমানের দিকে তাকালেন। ওনার দৃষ্টি নীচের দিকে করার আগেই আবু আমরের কাছে পুরা কুরআন শরীফ আগের মত স্মরণে এসে গেল। আবু আমর আনন্দে ওনার কদমে ঝুকে পড়লেন। বুযুর্গ লোকটি ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে আমার কথা কে বলেছে? আবু আমর বললেন, আমাকে হযরত হাসন বসরী বলেছেন। এ উত্তর শুনে তিনি বললেন, হাসন বসরী আমাকে হেয় করলো এবং আমার রাজ ফাঁস করে দিল। ঠিক আছে, আমিও ওকে হেয় করবো এবং ওর রাজ ফাঁস করবো- এ বলে তিনি বললেন, যোহরের আগে সাদা পোষাকধারী যে বুযুর্গটি এখানে এসেছিলেন, তুমি ওকে দেখেছ? আবু আমর বললেন, হ্যাঁ দেখেছি। বললেন, তিনি হলেন হাসন বসরী। প্রতি দিন বসরায় যোহর নামায পড়ে এখানে আসেন এবং আমার সাথে কথাবার্তা বলে পরবর্তী নামাযের সময় বসরায় চলে যান। পুনরায় বললেন, হাসান বসরীর মত ব্যক্তি যার ইমাম, ওর আমার দুআর কি প্রয়োজন? (তাজকিরাতুল আউলীয়া– ৩৮ পৃঃ)

সবক ঃ বিপদের সময় বুযুর্গানে কিরামের খেদমতে হাজির হয়ে ফরিয়াদ করার দ্বারা এবং বুযুর্গানে কিরামের দুআর দ্বারা বড় বড় মুশকিল আসান হয়ে যায়। এ কাহিনী থেকে এটাও জানা গেল যে কুদৃষ্টির কারণে বড় বড় বলা মসীবত নাযিল

হয় এবং দ্বীনি ইলম লুপ্ত হয়ে যায়। কেননা ইলম হচ্ছে আল্লাহর নূর আর এ নূর গুনাহগারদের জন্য নয়। এ কাহিনী থেকে এটাও জানা গেল যে আল্লাহ ওয়ালাগনের মনে অহংকার বোধ সৃষ্টি হয় না। বরং তাঁরা সব সময় অন্যান্য বুযুর্গগণকেই বড় মনে করেন। এটাও জানা গেল যে আল্লাহ ওয়ালাগণ মূহুর্তের মধ্যে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করতে পারেন।

কাহিনী নং- ৪১৩

অগ্নি উপাসক শমউন

হযরত হাসন বসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর মহল্লায় শমউন নামে এক অগ্নি উপাসক বাস করতো। একবার সে রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল। হযরত হাসন বসরী ওর রোগের কথা জানতে পেরে ওকে দেখতে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে ওর পাশে আগুন জ্বলছে এবং আগুনের ধোয়ায় ওর শরীর কালো হয়ে গেছে। তিনি ওকে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং মুসলমান হয়ে যাও। সারা জীবনতো আগুন ও ধোয়ার পূজা করলে। এবার দীনে ইসলামকে একবার যাচাই করে দেখ। হয়তো আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করতে পারে। শমউন বললো, দীনে ইসলামের সত্যতার কোন নিদর্শন দেখাও। তিনি বললেন- দেখ, তুমি সত্তর বছর আগুনের পূজা করেছ এবং আমি এক দিনও সেটার পূজা করিনি। এখন আমি ও তুমি উভয়ে আগুনে হাত রাখবো এবং দেখবো সে আগুন কাকে দগ্ধ করে এবং কাকে ছেড়ে দেয়। তুমি যেহেতু আগুনের পূজারী, সেহেতু তোমাকে দগ্ধ না করা চায় কিন্তু আমি যেহেতু পূজারী নই, সেহেতু আমাকে দগ্ধ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহর উপর আমার পূর্ণ ভরসা আছে যে আগুন আমাকে কখনও দগ্ধ করবে না। তুমি যদি আমার খোদার কুদরত এবং এ আগুনের দুর্বলতা দেখতে চাও, তাহলে দেখ- এ বলে তিনি তাঁর হাত জ্বলন্ত আগুনে অনেক্ষণ রাখলেন। শমউন দেখলো যে তাঁর হাত মোটেই দগ্ধ হয়নি। এ দৃশ্য দেখে শমউন অস্থির হয়ে গেল এবং আল্লাহর মহব্বতের নূর ওর কপালে চমকাতে লাগলো। সে আরয করলো, সত্তর বছর আমি এ আগুনের পূজা করলাম। এখন জিন্দেগীর কয়েক মূহুর্ত বাকী আছে। এ অল্প সময়ে আমি আল্লাহর কি ইবাদত করতে পারি? হযরত হাসন বসরী বললেন, এ জন্য কোন চিন্তা করনা, কলেমা পড়ে নাও। এতে আমার খোদা সঙ্গে সঙ্গে সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং বিগত সত্তর বছরের অগ্নি পূজার গুনাহ মাফ করে দেবেন। শমউল বললো- আপনি যদি আমাকে লিখিত ভাবে এ

রকম একটি স্বীকৃতি পত্র দিতে পারেন যে আল্লাহ আমাকে শাস্তি দেবে না, তাহলে আমি ঈমান আনতে পারি। হযরত হাসন বসরী একটি স্বীকৃতিপত্র লিখে শমউনকে দিলেন। শমউন সেটা পেয়ে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। মুসলমান হওয়ার পর সে হযরত হাসন বসরীকে অনুরোধ করে বললো- আমি যখন মৃত্যুবরণ করবো, তখন গোসল দেয়ার পর আপনি নিজেই আমাকে কবরে নামাবেন এবং এ স্বীকৃতি পত্র আমার হাতে দিবেন যেন আমি কেয়ামতের দিন এটা দেখায়ে আজাব থেকে রক্ষা পাই। কিছুক্ষণ পর সে কলেমা শাহাদত পাঠ করে মারা গেল। হযরত হাসন বসরী ওর অনুরোধ মুতাবেক স্বীকৃতি পত্র হাতে দিয়ে দাফন করলেন। অনেক লোক ওর জানাযায় শরীক হয়। ওকে দাফন করার পর হযরত হাসন বসরী সারাদিন অস্থিরতার মধ্যে কাটান এবং রাত্রে অনেক্ষণ পর্যন্ত জাগ্রত রয়ে নামায পড়তে রইলেন আর মনে মনে চিন্তা করছিলেন যে আমি তো নিজের ধন সম্পদের উপরও ক্ষমতা রাখিনা। এমতাবস্থায় আল্লাহর মালিকানার উপর কি করে মোহর করে দিলাম ও স্বীকৃতি পত্র লিখে দিলাম। এ সব চিন্তা করে ঘুমায়ে পড়লেন। স্বপ্নে শমউনকে দেখলেন- ওর মাথায় রাজমুকুট শোভা পাচ্ছে এবং নূরানী পোষাক পরিধান করে জান্নাতের বাগান সমূহে ঘুরাফেরা করছে। হযরত হাসন ওকে জিজ্ঞেস করলেন- হে শমউন, তুমি কি অবস্থায় আছ? সে উত্তরে বললো, আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি বড় মেহেরবানী করেছেন, আমাকে একটি বড় প্রাসাদে আশ্রয় দিয়েছেন এবং স্বীয় সাক্ষাতও দান করেছেন। আমার প্রতি যে করুনা করেছেন, তা বর্ণনাতীত। 'হে হাসন, এখন আর আপনার উপর কোন জিম্মাধারীর বোঝা রইলো না। আপনার স্বীকৃতি পত্র বড় কাজে এসেছে। এখন আপনার স্বীকৃতিপত্র আপনি নিয়ে নেন। কেননা এটার আর প্রয়োজন নেই- এ বলে স্বীকৃতি পত্রটি হযরত হাসন বসরীকে দিয়ে দিল। তিনি ভোরে ঘুম থেকে জাগ্রত হলে, স্বীকৃতি পত্রটি তাঁর হাতে দেখলেন। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৩৯ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ যদি কোন বদকার, গুনাহগার লম্পট এমনটি কোন কাফিরের প্রতি সুনযর দান করেন, তাহলে সে কামিয়াব হয়ে যায় এবং জান্নাতের অধিকারী হয়ে যায়। আল্লাহ ওয়ালাগণ কোন বিষয়ে ওয়াদা ও স্বীকৃতি প্রদান করলে, আল্লাহ তাআলা তাঁর ওলীর ওয়াদা ও স্বীকৃতি পরিপূর্ণ করেন। ওনাদের মুখ থেকে যে কথা বের হয়, সেটা বাস্তবায়িত করেন। অতএব যিনি নবী ও ওলীগনের সরদার অর্থাৎ সৈয়্যদুল আম্বিয়া, তিনি কেন জান্নাতের মালিক ও মুখতার হবেন না? যাকে ইচ্ছে জান্নাতে প্রবেশ করানো এবং যাকে ইচ্ছে জান্নাত থেকে বের করাটা কেন তাঁর শান হবে না?

কাহিনী নং – ৪১৪

দজলা নদীর পাড়ে

একদিন হযরত হাসন বসরী (রাদি আল্লাহু আনহু) দজলা নদীর পাড় দিয়ে যাবার সময় দেখলেন যে এক নিগ্রো এক মহিলাকে ওর পাশে শোয়ায়ে রেখেছে এবং একটি বোতল থেকে কিছু সে নিজে পান করছিল এবং কিছু সেই মহিলাকেও পান করাচ্ছিল। হযরত হাসন বসরী মনে মনে বললেন, আমি এ লোকটা থেকে অনেক উত্তম, আমি এ ঘৃনিত অভ্যাস থেকে মুক্ত। এ লোকটি মহিলার সাথে মদ পান করছে এবং মদের বোতল সাম্‌নে রেখেছে। তিনি এ সব চিন্তা করছিলেন। ইত্যবসরে একটি মাল বোঝাই নৌকা নদীর কিনারে এসে চক্কর খেয়ে ডুবে গেল। সেই নৌকায় দশ জন আরোহীও ছিল, ওরা সবাই পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছিল। নিগ্রো লোকটি এ দৃশ্য দেখে জটপট নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক এক করে নয় জনকে পাড়ে উঠায়ে আনলো এবং হযরত হাসন বসরীকে লক্ষ্য করে বললো– হে হাসন বসরী, হে সিদ্ধ সাধক, আমিতো নয়জনকে উদ্ধার করলাম। তুমি যেহেতু আমার থেকে উত্তম, দশম ব্যক্তিকে উদ্ধার কর। হে মুসলমানদের ইমাম, বদগুমানী ভাল নয়। এ মহিলা আমার মা এবং এটা পানির বোতল। হযরত হাসন বসরী ওর পায়ে পড়লেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৪০ পৃঃ)

সবক ঃ কোন বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে কারো ব্যাপারে খারাপ ধারনা করা অনুচিত। এ কাহিনী থেকে এটাও জানা গেল যে আল্লাহ ওয়ালাগণের দৃষ্টির সাম্‌নে মনের ধারনাও গোপন থাকে না।

কাহিনী নং – ৪১৫

গীবতের বদলা

কোন এক ব্যক্তি এসে হযরত হাসন বসরী (রাদি আল্লাহ আনহু) কে বললো– অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে। হযরত হাসন বসরী তখনই তাজা খেজুর আনালেন এবং একটি পাত্রে রেখে সেই ব্যক্তির কাছে তোহফা হিসেবে পাঠালেন এবং এ খবর দিলেন– আমি আপনার কাছে বড় কৃতজ্ঞ। আপনি আমার গীবত করে আপনার নেকী গুলো আমার আমল নামার দফতরে স্থানান্তর করেছেন। আপনার এ ইহসানের বদলা দিতে আমি অক্ষম। আশা করি– আমার এ নগন্য

তোহফা গ্রহণ করবেন। লোকটি হযরত হাসন বসরীর এ আচরণ দেখে খুবই লজ্জিত হলো এবং তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চাইলো। (তাজকিরাতুল আউলীয়া– ৪১ পৃঃ)

সবক ঃ কারো গীবত করার দ্বারা সরাসরি নিজেরই ক্ষতি হয় এবং যার গীবত করা হয়, সে উপকৃত হয়। তাই গীবত থেকে বিরত থাকা উচিত।

কাহিনী নং– ৪১৬

পাদ্রীর সাথে মুনাজেরা

একবার হযরত মালেক বিন দিনার (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর সাথে এক পাদ্রীর মুনাজেরা (বির্তক) হয়েছিল। দীর্ঘক্ষন তর্কবিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত উভয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনিত হলো যে উভয়ের হাত এক সাথে বেঁধে আগুনের মধ্যে রাখবে। অতঃপর দেখবে যে কার হাত আগুনে পোড়া গেল এবং কার হাত পোড়া গেল না। যার হাত পোড়া যাবে না, সে সঠিক এবং যার হাত পোড়া যাবে সে ভ্রান্ত। সে মতে উভয়ের হাত এক সাথে বেঁধে আগুনের উপর রাখলো। খোদার কি মহিমা, কারো হাত পোড়া গেল না বরং আগুন ঠান্ডা হয়ে গেল। হযরত মালেক বিন দিনার (রাদি আল্লাহু আনহু) এ অবস্থা দেখে খুবই মর্মাহত হলেন এবং সিজদায় পতিত হয়ে আল্লাহর কাছে আর্জি পেশ করলেন- হে আল্লাহ! এ রকম কেন হল? অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো– হে মালেক, পাদ্রীর হাত তোমার হাতের সাথে বেঁধে আগুনের মধ্যে রাখা হয়েছিল। যেটা তোমার হাতের সাথে সংযুক্ত, সেটাকে আমি কি করে জ্বালাতে পারি। তোমার হাতের বরকতে ওর হাত আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছে। তোমরা আলাদা ভাবে হাত রেখ, তখন কি তামাশা হয় দেখবে। পুনরায় দ্বিতীয় বার পৃথক ভাবে হাত রাখলো। তখন হযরত মালেকের হাত নিরাপদ রইলো কিন্তু পাদ্রীর হাত জ্বলে গেল এবং ওর ভ্রান্ত হওয়াটি প্রমানিত হলো (তাজকিরাতুল আউলীয়া– ৫০ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণের সংশ্রবে এবং তাঁদের বরকতে গুনাহগার নাজাত পেয়ে যায়। ওনাদের থেকে দূরে থাকলে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন– كُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ (সত্যবাদীদের সাথে থেকো) মওঃ রুমী বলেন- সৎসঙ্গ মানুষকে সৎ করে।

কাহিনী নং- ৪১৭

ইহুদীর ড্রেন

হযরত মালেক বিন দিনার (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এমন জায়গায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে ছিলেন, যার পাশে ছিল এক ইহুদীর ঘর। হযরত মালেক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) যে কামরাতে থাকতেন, সেটা ইহুদীর ঘরের দরজার কাছাকাছি ছিল। ইহুদী লোকটি তার ঘরের পাশে ইচ্ছাকৃত ভাবে এমন এক ড্রেন তৈরী করেছিল, সেটায় নিক্ষিপ্ত ময়লা-আবর্জনা হযরত মালেকের কামরার সামনে এসে যেত। কিন্তু হযরত মালেক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) কোন দিন এর জন্য প্রতিবাদ করেননি। শেষ পর্যন্ত সেই ইহুদী লোকটি একদিন নিজেই হযরত মালেকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো- আমার ড্রেনের দ্বারা কি আপনার কোন অসুবিধা হয় না? তিনি বললেন, নিশ্চয় হয়। তবে আমি আমার কাছে একটি ঝুড়ি ও একটি ঝাড়ু রেখেছি। ময়লা-আবর্জনা যা আসে, তা সঙ্গে সঙ্গে পরিস্কার করে ফেলি। ইহুদী বললো, আপনি এ কষ্টটা কেন করেন, আপনার কি রাগ আসে না? তিনি বললেন, আমার প্রভূ ইরশাদ করেছেন- যে রাগ হজম করে এবং লোকদেরকে ক্ষমা করে, সে খুবই ভাল লোক। এ কথা শুনে ইহুদী লোকটি বললো- যে ধর্ম এ রকম শিক্ষা দেয়, সে ধর্ম নিশ্চয় উত্তম। আমাকে আপনার ধর্মে দীক্ষিত করুন। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৫২ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নেক বান্দাদের স্বভাব চরিত্রও নেক হয়ে থাকে। তাঁরা রাগ হজম করেন এবং অপরাধীদেরকে ক্ষমা করে দেন। নেক বান্দাদের উত্তম চরিত্র দ্বারা ইসলামের প্রসার ঘটে।

কাহিনী নং - ৪১৮

হযরত হাবীব আযমী (রহমতুল্লাহে আলাইহে)

হযরত হাবীব আযমী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) জীবনের প্রথমাবস্থায় ধনী ছিলেন এবং বসরায় সূদের ব্যবসা করতেন। প্রতি দিন আদান প্রদানের জন্য তাঁর গ্রাহকদের দুয়ারে ধর্না দিতেন এবং কিছু না কিছু আদায় না করে ফিরতেন না। কিছু আদায় করতে না পারলে কমচেকম তাঁর যাওয়ার পারিশ্রমিকটা হলেও আদায় করে

নিতেন। এ ভাবে তিনি জীবন যাপন করতেন। একদিন সূদ আদায়ের জন্য এক ঘরে গেলেন কিন্তু কর্জ গ্রহিতা তখন ঘরে ছিল না। ওর স্ত্রী বললো, আমার স্বামীতো ঘরে নেই এবং আপনাকে দেয়ার মত আমার কাছে কিছু নেই। তবে আজকে সকালে একটি ভেড়া জবেহ করা হয়েছিল। সেটার মাথাটা আমার কাছে আছে। আপনি চাইলে তা দিয়া দিতে পারি। তিনি বললেন, ঠিক আছে, দিয়ে দাও। কি আর করা, মহিলাটি মাথাটা ওনাকে দিয়ে দিল। তিনি মাথাটা নিয়ে ঘরে এসে স্ত্রীকে বললেন, এটা সূদ বাবত পেয়েছি, খুব ভাল করে পাকাও। স্ত্রী বললো, পাক করার জন্য লাকড়ী নেই আর এ মাথা কি দিয়ে খাবেন, রুটিতো নেই। তিনি বললেন, কোন পরওয়া নেই, এখন গিয়ে আমি সূদ বাবত লাকড়ী ও রুটি নিয়ে আস্তেছি। কথামত তিনি ঠিকই লাকড়ী ও রুটি নিয়ে এলেন। অতপর স্ত্রী মাথাটা ভাল মতে পাকালেন এবং পরিবেশন করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে এক ভিক্ষুক এসে দরজায় হাঁক দিল এবং আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চাইলো। হযরত হাবীব আযমী ওকে বললেন, চলে যাও। আমি তোমাকে কিছু দিলে তুমিতো ধনী হবে না। কিন্তু আমিতো অভাবী হয়ে যাব। এ কথা শুনে ভিক্ষুক ফিরে গেল। এদিকে হযরত হাবীব আযমীর স্ত্রী যখন ডেক্‌সী থেকে চামুচ দিয়ে কিছু নিতে চাইলো, তখন দেখা গেল, সেখানে রক্ত ছাড়া আর কিছু নেই। সাথে সাথে স্বামীকে ডেকে দেখালো এবং বললো, আপনার কুকর্মের কারণে এ রকম হয়েছে। এ অবস্থা দেখে সাথে সাথে তাঁর মনে আমূল পরিবর্তন এসে গেল এবং স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি সাক্ষী থেকো, আজ থেকে আমি সমস্ত কুকর্ম থেকে তওবা করলাম। অতপর তিনি কর্জগ্রহিতাদের যাবতীয় বন্ধকী জিনিসপত্র ও অলংকারাদি ফেরত দেয়ার জন্য ঘর থেকে বের হলেন। দিনটি জুমাবার ছিল, ছেলেরা রাস্তায় খেলাধূরা করছিল। ছেলেরা যখন হযরত হাবীব আযমীকে দেখলো, তখন একে অপরকে বললো, সূদ খোর আসতেছে, চলো এক কিনারে সরে যাই, যাতে ওর পা স্পর্শিত ধূলা আমাদের গায়ে না পড়ে এবং যাতে আমরা ওর মত বদবখত হয়ে না যাই। এ কথা শুনে তিনি খুবই মর্মাহত হলেন এবং এদিক সেদিক না গিয়ে সোজা হযরত হাসন বসরীর দরবারে চলে গেলেন। হযরত হাসন বসরী তাঁকে তওবা করালেন এবং কিছু উপদেশ দিলেন। এতেই তাঁর জীবনের ধারা পাল্টে গেল এবং ওখান থেকে আল্লাহর মাহবুব হয়ে ফিরে এলো। ফিরে আসার সময় রাস্তায় তাঁকে দেখে কর্জ গ্রহীতারা পালিয়ে যাচ্ছিল। তিনি ডাক দিয়ে বলতে লাগলেন, ভাই, পালিয়ে যেওনা বরং এখন আমার পালানো দরকার। ফেরার পথে ওসব ছেলেদেরকে পুনরায় দেখলেন, তারা রাস্তায় খেলছিল। তাঁকে দেখে তারা একে অপরকে বললো, রাস্তা

থেকে সরে যাও.হাবীব আযমী তওবা করে আসতেছে। আমাদের পায়ের আঘাতে উড়ন্ত ধূলাবালি ওনার গায়ে পড়লে আমরা গুনাহগার হবো। হযরত হাবীব আযমী এ কথা শুনে মনে মনে বলতে লাগলেন– হে গফুরুর রহীম, তোমার অপূর্ব রহমত। আমি মাত্র আজই তওবা করে আসলাম। কিন্তু তুমি তোমার মখলুকের অন্তরে এর প্রভাব সৃষ্টি করে দিয়েছ; আমার বদনাম গুছিয়ে সুনাম প্রসিদ্ধ করে দিয়েছ। তিনি ঘরে ফিরে এসে সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে কর্জ গ্রহিতারা এসে যেন তাদের বন্ধকী জিনিসপত্র ফেরত নিয়ে যায়। এ ভাবে তিনি সবের জিনিসপত্র ফেরত দিয়া দিলেন। (তাজকিরাতুল আউলীয়া– ৫৯ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর রহমত বড় ব্যাপক। গুনাহগার বান্দা খালেস নিয়তে তওবা করলে সাথে সাথে ওর জন্য রহমতের ভান্ডার উন্মোচিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর মকবুল বান্দাদেরকে খুবই ভালবাসেন। দুনিয়াবাসীরাও তাঁদেরকে ভালবাসেন। যারা ওসব আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের প্রতি অবজ্ঞা করে, তারা বড় বদনসীব।

কাহিনী নং – ৪১৯

হযরত রাবেয়া বসরী

হযরত রাবেয়া বসরী (রাদি আল্লাহু আনহা) এর পিতা ছিলেন একজন গরীব লোক। রাবেয়া বসরী ছাড়া তাঁর আরও তিন কন্যা ছিল। হযরত রাবেয়া ছিলেন চতুর্থ কন্যা। আরবীতে রাবেয়া অর্থ চতুর্থ। হযরত রাবেয়া পিতার চতুর্থ কন্যা হওয়ায় রাবেয়া নাম রাখা হয়েছিল। যে রাত্রে হযরত রাবেয়া বসরী জন্ম গ্রহণ করেন, সে রাত্রে তাঁর পিতার হাতে খরচ করার মত কিছু ছিল না। এ নিয়ে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওনাকে বললেন, তুমি চিন্তিত হয়ো না। তোমার ঘরে যে কন্যা জন্ম হয়েছে, সে খুবই পরহিজগার ও নেককার হবে। তুমি সকালে বসরার আমীরের কাছে যেও এবং এ বক্তব্যটুকু লিখে ওনাকে পৌঁছায়ে দিও – "তুমি প্রতিরাত আমার প্রতি একশ বার এবং প্রতি জুমারাতে চারশ বার দরূদ প্রেরন করে থাক, কিন্তু গত জুমারাতে দরূদ পড়তে ভুলে গেছ। এর কাফফারা হিসেবে চারশ দীনার এ লোকটাকে দাও।" হযরত রাবেয়ার পিতা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে কেঁদে উঠলেন এবং হুযূরের নির্দেশ মুতাবেক উপরোক্ত বক্তব্য একটি কাগজে লিখে আমীরের দরবারে গেলেন। একজন দারোয়ানের মাধ্যমে লিখিত কাগজটি আমীরের কাছে

পাঠালেন। আমীর এ কাগজ দেখে হতবাক হয়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ অধমকে স্মরণ করেছেন। তাই এর শুকরীয়া হিসেবে এ মুহূর্তে দশ হাজার দেরহাম ফকীর মিসকিনদের মধ্যে বণ্ঠন করে দেয়া হোক এবং চারশ দেরহাম সে ব্যক্তিকে দেয়া হোক, যিনি এ খবর এনেছেন এবং ওনাকে দরবারের ভিতরে আসতে বলা হোক, যাতে আমি ওনাকে এক নজর দেখি। পর মুহূর্তে আবার বললেন, এটা আদবের বরখেলাপ হবে, বরং আমি নিজেই ওনার কাছে গিয়ে ওনাকে ডেকে নিয়ে আসবো। অতপর বসরার আমীর দরবারের বাইরে এসে হযরত রাবেয়ার পিতার হাতে চুমু দিলেন এবং ওনাকে খুবই ইজ্জত সম্মান সহকারে দরবারে নিয়ে এসে শাহী মসনদে বসালেন এবং একান্ত বিনয়ের সাথে বললেন- আগামীতে কোন সময় কোন কিছুর প্রয়োজন হলে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার খেদমত গ্রহণ করবেন।

সবক ঃ হযরত রাবেয়া বসরী (রাদি আল্লাহু আনহা) আল্লাহর এমন প্রিয় ও গৃহীত বান্দা ছিলেন, যার প্রসংশা স্বয়ং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) করেছেন। এ কাহিনী থেকে এটাও জানা গেল, যে ঘরে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের পদার্পন হয়, সে ঘরে নানা বরকত ও রহমত নাযিল হতে থাকে। এটাও জানা গেল যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আজও উম্মতের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত আছেন এবং অভাবীদের সাহায্য করেন। হুযূরের প্রতি কে কতবার দরূদ শরীফ পড়ে তাও তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জানেন। এত কিছুর পরও, যে হুযূরের অদৃশ্য জ্ঞানের ব্যাপারে সন্দিহান, তার থেকে বড় মূর্খ আর কে হতে পারে?

কাহিনী নং – ৪২০

চোরের দৃষ্টি শক্তি হরণ

এক রাত হযরত রাবেয়া বসরী (রাদি আল্লাহু আনহা) নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘটনাক্রমে সে রাত্রে ঘরে চোর ঢুকলো এবং তাঁর আসবাব পত্র সব নিয়ে একটি গাইট বেঁধে যখন কাঁধে উঠায়ে চলে যেতে চাইলো, তখন অন্ধ হয়ে গেল এবং ঘর থেকে বের হবার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। ভীত হয়ে জিনিস পত্র গুলো রেখে দেয়ার সাথে সাথে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেল। পুনরায় সে গাইটটি কাঁধে উঠালো, সাথে সাথে সে আবার অন্ধ হয়ে গেল। এ রকম ২/৩ বার হলো। এর পরও সে লোভ সামলাতে পারছিল না। পরিশেষে অদৃশ্য থেকে ওর

কানে এ আওয়াজ ভেসে আসলো- বোকা, এক বন্ধু নিদ্রারত হলে কি হবে, অন্য বন্ধু জাগ্রত আছে। রাবেয়া নিজেকে যতক্ষণ আমার হেফাজতে রেখেছে,ততক্ষণ ওর কাছে ঘেষার ক্ষমতা ইবলিসেরও নেই। তাই জিনিস পত্র গুলো নিয়ে যাবার ক্ষমতা তোমার কি করে থাকতে পারে। জলদি বের হয়ে যা। চোর এ আওয়াজ শুনে ওখান থেকে পালিয়ে গেল। (তাজকিরাতুল আউলীয়া–৭৭ পৃঃ)

সবক ঃ অলীগণের কারামাত হক।

কাহিনী নং – ৪২১

বলখ্ রাজ্যের বাদশাহ

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম ছিলেন বল্খের বাদশাহ এবং সমগ্র রাজ্য ছিল তাঁর ফরমানের অধীন। যখন তিনি কোথাও বের হতেন তাঁর আগে পিছে চল্লিশটি সোনার বর্ম ও চল্লিশটি সোনার লাঠি নিয়ে খাদেমরা যেতেন। এক রাত্রে তিনি তাঁর শাহী বিচানায় নিদ্রা যাচ্ছিলেন। রাতের মাঝামাঝি সময় তিনি ছাদের উপর মানুষের পায়ের আওয়াজ অনুভব করলেন। তিনি ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– ছাদের উপর কে? জবাব আসলো– আমার উট হারিয়ে গেছে। আমি আমার উট তালাশ করছি। তিনি বললেন, আরে বোকা, উট ছাদে কেন আসবে। কোন সময় কি ছাদের উপর উট খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল? জবাব আসলো- আরে নিষ্কর্মা, তুমিতো আল্লাহকে আরামদায়ক পোষাক ও শাহী সিংহাসনে খুঁজতেছ। এটা কি ছাদের উপর উট খুঁজা থেকে আরও অযুক্তিক নয় কি? বাদশাহ এ অদৃশ্য আওয়াজ শুনে খুবই চিন্তাযুক্ত ও প্রভাবান্বিত হলেন। সকালে যখন শাহী সিংহাসনে বসলেন, তখন এক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অপরিচিত ব্যক্তি দরবারে প্রবেশ করলো। লোকটির এমন ব্যক্তিত্ব ও শান শওকত ছিল যে দরবারে প্রবেশ করতে কেউ বাঁধা দিতে সাহস পেল না। দরবারে প্রবেশ করে বললো– এ মুসাফির খানাটা আমার পছন্দ নয়। বাদশাহ বললেন– এটাতো মুসাফির খানা নয়, এটাতো আমার রাজ প্রাসাদ। অপরিচিত লোকটি বাদশাহকে জিজ্ঞেস করলো, এ রাজ প্রাসাদটি আপনার আগে কার কাছে ছিল? বাদশাহ বললেন, আমার আব্বা জানের কাছে। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনার আব্বাজানের আগে কার কাছে ছিল? বাদশাহ জবাব দিলেন- আমার দাদাজানের কাছে। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন- আপনার দাদা জানের আগে কার কাছে

ছিল? বাদশাহ জবাব দিলেন- আমার দাদাজানের আব্বার কাছে। অপরিচিত লোকটি বললো- বাদশাহ মহোদয়, আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, এ মহলে আপনার আগে আপনার বাপ, দাদা, দাদার দাদা অনেকেই ছিল। মুসাফির খানাতো ওটাকেই বলা হয়, যেখানে একজন যায়, একজন আসে। এ কথাটুকু বলে লোকটি মহল থেকে বের হয়ে চলে গেল। বাদশাহ এ রহস্যভরা কথা গুলো শুনে অস্থির হয়ে গেলেন এবং সিংহাসন থেকে নেমে সেই অপরিচিত লোকটির সন্ধানে ছুটে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলেন। তিনি লোকটির পরিচয় জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে সেই অপরিচিত লোকটি ছিলেন হযরত খিজির (আলাইহিস সালাম)।

এ সব ঘটনাবলী হযরত ইব্রাহীম বিন আদহামের মনে দারুন রেখাপাত করলো এবং তাঁর চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন এসে গেল। তিনি দুনিয়াবী বাদশাহী ত্যাগ করে নির্জন এক পর্বত গুহায় আশ্রয় নিয়ে দীর্ঘ নয় বছর অনেক রেয়াযত-মুশাহাদা করলেন এবং বেলায়তের উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি একদিন নদীর কিনারে বসে নিজ হাতে নিজের কাপড় শিলাই করছিলেন। সেই সময় তাঁর পাশ দিয়ে এক আমীর যাবার সময় তাঁর এ অবস্থা দেখে মনে মনে বললো, ওনাকে কি ভূতে পেল যে বাদশাহী ছেড়ে এ ফকীরী জীবন গ্রহণ করলো। হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম কশ্ফের মাধ্যমে ওনার সেই ধারনাটা জেনে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতের সূইটা নদীতে নিক্ষেপ করলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন, হে নদীর মৎস্যকূল! আমার সূইটা খুঁজে এনে দাও। আমীর ওনার এ সব আচরণ দেখে মনে মণে ভাবছিলেন উনি হয়তো বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, নদীর হাজার হাজার মাছ প্রত্যেকে মুখে একটি করে সোনার সূই নিয়ে এগিয়ে এলো। বললেন এ সব সূই এর আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি আমার সেই আসল সূইটা চাই। এর পর দেখা গেল একটি ছোট মাছ তাঁর সেই আসল সূইটি মুখে নিয়ে তাঁর সামনে এনে রেখে দিল। এ বার তিনি সেই আমীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার সেই রাজত্ব উত্তম ছিল, নাকি এটা? (তাজকিরাতুল আউলীয়া– ১০৪ পৃঃ)

সবক ঃ আরাম আয়েশ ও বিলাসিতার জীবন যাপন করে আল্লাহকে পাওয়ার আশা করাটা বৃথা। আল্লাহ ওয়ালাগণ দুনিয়াবী শান শওকতকে আদৌ পাত্তা দেন না। অথচ তাঁরা খোদা প্রদত্ত অনেক অসাধারণ ক্ষমতা রাখেন। পশু-পাখী জীব-জন্তু সব কিছুর উপর তাঁদের হুকুমত চলে।

কাহিনী নং – ৪২২

টক আনার

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম শাহী সিংহাসন ত্যাগ করার পর কিছু দিনের জন্য একটি আনার বাগানে চাকুরী নিয়ে ছিলেন। বাগানের রক্ষনা বেক্ষন ও দেখা শুনাই ছিল তাঁর দায়িত্ব। তিনি যে ইব্রাহীম বিন আদহাম, বাগানের মালিক তা জানতোনা। একদিন বাগানের মালিক বাগানে এসে হযরত ইব্রাহীম বিন আদহামকে বললো, আমার জন্য বাগান থেকে একটি সুস্বাদু আনার নিয়ে এসো। তিনি গিয়ে বাগান থেকে একটি আনার ছিঁড়ে আনলেন। মালিক সেটা মুখে দিয়ে দেখলেন যে খুবই টক। তাই অন্য আর একটি আনার জন্য বললেন। তিনি গিয়ে আর একটি আনলেন। সেটাও ছিল টক। মালিক ওনাকে বকুনি দিয়ে বললেন, এত দিন চাকুরী করতেছ অথচ বাগানের কোন্ গাছের আনার সুস্বাদু ও কোন্ গাছের আনার টক তাও জানতে পারলে না, কি চাকুরী করতেছ? তিনি বললেন, আমাকে তো বাগান দেখা শুনা করার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে। আনার খাওয়া ও টক-মিষ্টি যাচাই করার জন্যতো বলা হয়নি। মালিক এ উত্তর শুনে ব্যঙ্গ করে বললো- সুবহানাল্লাহ, তুমি এত মুক্তাকী, পরহিজগার! তুমি দেখছি একেবারে ইব্রাহীম বিন আদহাম। হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম এ কথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে বাগান থেকে বের হয়ে গেলেন। মালিক ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলো না এবং চিন্তা করতে লাগলো, লোকটা কে ছিল?

সবক ঃ আল্লাহর নেক বান্দাগণ বড় মুক্তাকী ও আমানতদার হয়ে থাকেন। ওনারা কারো আমানত খেয়ানত করেন না।

কাহিনী নং – ৪২৩

অপরের খেজুর

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একবার বায়তুল মুকাদ্দাসে রাত্রি যাপন করছিলেন। তখন তিনি মসজিদে একাকী ছিলেন। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি দেখতে ফেলেন যে এক দুর্বল নূরানী ব্যক্তি চল্লিশজন সাথী সহ মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং মেহরাবের কাছে গিয়ে সবাই নফল নামায পড়লেন। অতঃপর সবাই মেহরাবের দিকে পিঠ করে বসলেন।

ওনাদের মধ্যে একজন বললেন, আজ মসজিদের মধ্যে এমন একজন লোকও আছেন, যিনি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নন। সেই দুর্বল ও নূরানী চেয়ারার লোকটি মুছকি হেসে বললেন, হ্যাঁ, লোকটির নাম ইব্রাহীম বিন আদহাম। তিনি চল্লিশ দিন যাবত ইবাদতে কোন তৃপ্তি পাচ্ছেন না। হযরত ইব্রাহীম আদহাম এ কথা শুনে সেই দুর্বল লোকটির সামনে হাজির হলেন এবং বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে এর কারণটা কি? ওনি বললেন, অমুক দিন তুমি বসরার বাজার থেকে খেজুর ক্রয় করে ছিলে। সে দিন অন্য জনের একটি খেজুর তোমার সামনে পড়ে ছিল কিন্তু তুমি তোমার মনে করে সেটা উঠায়ে তোমার খেজুরের সাথে নিয়ে এসেছ। ফলে অপরের খেজুর তোমার খেজুরের সাথে মিশে যাওয়ায় তোমার ইবাদতের স্বাদ চলে গেছে। হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম এ কথা শুনা মাত্র বসরা রওয়ানা হয়ে গেছেন এবং সেই লোকটিকে খুঁজে বের করে মাফ চেয়ে নিলেন। (তাজকিরাতুল আউলীয়া– ১২৫ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নেক বান্দাগনের কাজ কর্ম খুবই পবিত্র হয়ে থাকে। ওনারা পরের জিনিস ও সন্দেহজনক কোন কিছু জেনে শুনে স্পর্শ করেন না। কারণ এ গুলো ইবাদতের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

কাহিনী নং – ৪২৪

আল্লাহ ওয়ালাগণের আনার

হযরত মুহাম্মদ মুবারক ও হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম (রহমতুল্লাহে আলাইহিমা) এক দিন বায়তুল মুকাদ্দসের দিকে যাচ্ছিলেন। চলার পথে রাস্তার এক পাশে জংগলে একটি আনার গাছ দেখলেন। তখন দ্বিপ্রহরের সময় ছিল। তাঁরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার জন্য সেই বৃক্ষের নিচে বসে পড়লেন। ইত্যবসরে সেই বৃক্ষ থেকে আওয়াজ আসলো, "হে ইব্রাহীম, আমাকে সম্মানিত করলেন, আমার দু'একটি আনার গ্রহণ করুন"- এ ভাবে তিনবার আবেদন করলো। পরিশেষে তাঁরা সেই বৃক্ষ থেকে একটি আনার ছিঁড়ে উভয়ে ভাগ করে খেলেন এবং গন্তব্য পথে যাত্রা দিলেন। এর পর থেকে সেই বৃক্ষটি খুবই মোটাসোটা হয়ে গেল এবং বছরে দুবার ফল ধরতে লাগলো। লোকেরা সেই বৃক্ষটির নাম রাখলো রুমানুল আবেদীন অর্থাৎ আল্লাহ ওয়ালা গণের আনার। (তাজকিরাতুর আউলীয়া– ১২৬ পৃঃ)

কাহিনী নং – ৪২৫

সত্য বাণী

হযরত বশর হাফী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) প্রথম জীবনে বড় মদখোর ছিলেন। একবার মদ খেয়ে বিভোর অবস্থায় কোন এক জায়গায় যাবার সময় রাস্তায় 'বিসমিল্লাহির রমমানির রাহিম' লেখা সম্বলিত একটি কাগজের টুকরা দেখলেন। তিনি সেই কাগজে আল্লাহর নাম দেখে সম্মানের সাথে সেটা উঠায়ে নিলেন এবং আতরের দোকান থেকে আতর নিয়ে সেটাকে সুগন্ধময় করে একটি উচু জায়গায় রেখে দিলেন। সেই দিবাগত রাত্রেই এক বুজুর্গ স্বপ্ন দেখলেন, কে যেন বলছেন– বশর হাফীকে গিয়ে বল- তুমি আল্লাহর নামকে সুগন্ধময় করেছ, সে নামের তাজীম করেছ এবং সেটাকে উচ্চস্থানে রেখেছ। এর প্রতিদানে আল্লাহও তোমাকে পবিত্র করবেন, দুনিয়া, আখেরাতে তোমাকে বুজুর্গী দান করবেন এবং তোমাকে উচ্চস্থান প্রদান করবেন। ঘুম ভাঙ্গার পর সেই বুজুর্গ লোকটি মনে মনে চিন্তা করলেন, বশর হাফীতো একজন মদখোর ও ফাসিক ব্যক্তি। সম্ভবত: আমি ভুল স্বপ্ন দেখেছি। তিনি উঠে অযু করে নফল নামায পড়ে পুনরায় শুয়ে পড়লেন। দ্বিতীয় বার সেই একই স্বপ্ন দেখলেন। এ রকম তিনবার স্বপ্ন দেখলেন এবং সেই একই আওয়াজ শুনলেন– যাও, আমার এ পয়গাম বশর হাফীকে পৌছায়ে দাও। সেই বুজুর্গ লোকটি বশর হাফীর সন্ধানে বের হলেন এবং খবর পেলেন যে সে শরাবের মজলিসে বসে আছে। তিনি ওখানে গেলেন এবং বশর হাফীকে ডাক দিলেন। লোকেরা বললো সেতো শরাব খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। তিনি বললেন, তোমরা ওকে গিয়ে বল, ওর নামে একটি জরুরী বার্তা আছে এবং বার্তাবাহক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বশর হাফী বললেন- ওনাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর- কার বার্তা এনেছে। বুজুর্গ লোকটি বললেন, আল্লাহর বার্তা নিয়ে এসেছি। এ কথা শুনে বশর হাফী বাইরে আসলেন এবং বার্তা বাহকের মুখে খোদার পয়গাম শুনে আন্তরিকভাবে তওবা করলেন এবং এমন উচ্চস্তরে গিয়ে পৌছলেন যে খোদায়ী ধ্যানের আধিক্যের কারণে জুতা পরা ত্যাগ করলেন। জীবনে আর কখনো জুতা পরেননি। এ জন্য তিনি হাফী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। হাফী মানে খালি পা ওয়ালা। লোকেরা তাঁকে জুতা না পরার কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমায়েছেন- 'আমি জমীনকে তোমাদের বিছানা বানায়েছি।' তাই আমি মনে করি যে বাদশাহের বিছানো বিছানায় জুতা পরিধান করে চলাফেরা করা

বেআদবী। (তাজকিরাতুল আউলীয়া– ১২৯ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নাম লিখিত একটি কাগজের টুকরার প্রতি সম্মান দেখানোর ফলে হযরত বশর হাফী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) আল্লাহর ফজল ও করমে উচ্চস্তরের ওলীতে পরিনত হয়ে গেলেন। আমরা গুনাহগার বান্দারাও যদি আল্লাহর পবিত্র নামের প্রতি বা ওসব পবিত্র ব্যক্তিদের প্রতি যাদের হৃদয়ে আল্লাহর নাম খুঁদিত আছে, সম্মান করি, নিশ্চয় আমরাও আল্লাহর ফজল ও করম থেকে বঞ্চিত হবো না। যে বিষয়ে শরীয়তে নিষেধাজ্ঞা নাই, সেটা কিছুতেই বেদআত নয়। নতুবা হযরত বশর হাফী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর খালি পায়ে চলাফেরা করাটাও বেদআত বলে গণ্য হতো।

কাহিনী নং– ৪২৬

চতুষ্পদ পশুর সম্মান

হযরত বশর হাফী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) সব সময় খালি পায়ে চলাফেরা করতেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, বাগদাদ নগরীতে কোন চতুষ্পদ জন্তু তাঁর সম্মানে রাস্তায় মল ত্যাগ করেনি। একদিন একটি চতুষ্পদ জন্তু রাস্তায় মল ত্যাগ করলো। পশুটির মালিক তা দেখে শিউরে উঠলো এবং মনে দৃঢ় ধারনা হলো যে হযরত বশর হাফী নিশ্চয় মারা গেছেন। নতুবা পশুটি এ ভাবে রাস্তায় মল ত্যাগ করতো না। ঠিকই কিছুক্ষণ পর জানা গেল যে হযরত বশর হাফী ইন্তেকাল করেছেন। (তাজকিরাতুল আউলীয়া– ১৩৭ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণকে পশু পাখিও সম্মান করে। যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে অসম্মান করে, তারা চতুষ্পদ জন্তু থেকেও অধম।

কাহিনী নং– ৪২৭

হযরত যুন নুন মিসরী

হযরত যুন নুন মিসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একবার নৌকা করে কোন এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। নৌকার যাত্রীদের কাছে তিনি ছিলেন অপরিচিত। সেই নৌকায় একজন ব্যবসায়ীর একটি মুক্তা হরণ হয়েছিল। সেই ব্যবসায়ী লোকটি হযরত যুন নুন মিসরীকে সন্দেহ করলো এবং বললো যে তিনি ছাড়া এ মুক্তা অন্য

কেউ নেয়নি। তিনি অস্বীকার করলেন কিন্তু সেই ব্যবসায়ী কিছুতেই তাঁর কথা মানতে রাজি নয়, তাঁর সাথে খারাপ ব্যবহার করতে লাগলো। অগত্যা হযরত যুননুন আসমানের দিকে তাকিয়ে আরয করলেন-হে আল্লাহ, তুমি জান, আমি নির্দোষী। এটা বলার সাথে সাথে নদীর অগনিত মাছ প্রত্যেকের মুখে এক একটি মুক্তা নিয়ে নৌকার চারিদিকে ভিড় করলো। হযরত মিসরী একটি মাছের মুখ থেকে একটি মুক্তা নিয়ে সেই ব্যবসায়ীকে দিয়ে দিলেন। নৌকার আরোহীরা তাঁর এ শান ও কারামত দেখে সবাই তাঁর কদমে লুটিয়ে পড়লো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলো। উল্লেখ্য যে 'নুন' মাছকে বলা হয়। তাঁর এ কারামতের কারণে তিনি যুন নুন হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ১৪৪ পৃঃ)

কাহিনী নং - ৪২৮

মহাজন

এক ব্যক্তি আওলীয়া কিরামকে অস্বীকার করতো। একদিন ঘটনাক্রমে হযরত যুন নুন (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর সাথে ওর সাক্ষাত ঘটে। হযরত যুন নুন (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ওকে স্বীয় আংটিটা দিয়ে বললেন, এটা কোন রুটি ওয়ালার কাছে বন্ধক রেখে কিছু টাকা নিয়ে এসো। লোকটি আংটিটা নিয়ে এক রুটি ওয়ালার কাছে গেল এবং সেটা বন্ধক রেখে কিছু টাকা প্রদান করার জন্য বললো। রুটি ওয়ালা আংটিটা দেখে বললো, এটার বিনিময়ে এক দেরহাম থেকে অধিক দিতে পারবো না। লোকটি ফিরে এসে হযরত যুন নুন (রহমতুল্লাহে আলাইহে) কে জানালো যে রুটি ওয়ালা আংটির বিনিময়ে এক দেরহামের অধিক দিতে রাজি নয়। হযরত যুন নুন তা শুনে বললেন, এটা কোন মহাজনের কাছে নিয়ে যাও এবং সে কত টাকা দিতে রাজি তা জেনে এসো। লোকটি আংটিটা এক মহাজনের কাছে নিয়ে গেল। মহাজন আংটিটা দেখে বললো, আমি এটা এক হাজার দিনার দিয়ে রাখতে রাজি আছি। লোকটি হযরত যুন নুন (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে ফিরে এসে তা জানালো। হযরত যুননুন ওকে বললো- আংটি বিক্রি বা বন্ধক আমার মূল উদ্দেশ্য নয়। আমার আসল অভিপ্রায় হলো তোমাকে এটা বুঝানো যে আওলীয়া কিরাম সম্পর্কে তোমার জ্ঞান ততটুকু, যতটুকু আংটি সম্পর্কে রুটি ওয়ালার। লোকটা নিজের ভুল বুঝতে পেরে খুবই লজ্জিত হলো এবং তওবা করলো। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ১৪৫ পৃঃ)

সবক ঃ আওলীয়া কিরামকে অস্বীকার করা মানে নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দেয়া। আওলীয়া কিরামের বদৌলতেই পৃথিবী এখনও বহাল আছে।

কাহিনী নং- ৪২৯

বেহালা

এক যুবক রাস্তার দ্বারে বসে বেহালা বাজাচ্ছিল। হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ওকে বেহালা বাজাতে দেখে, 'লা হাওলা ওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লা' পড়লেন। এতে সেই যুবকটি রাগান্বিত হয়ে বেহালা দিয়ে হযরত বোস্তামীর মাথায় আঘাত করলো। ফলে বেহালাটা ভেঙ্গে গেল এবং হযরত বোস্তামীর মাথাও ফেটে গেল। তিনি ওকে কিছু না বলে ঘরে ফিরে আসলেন এবং একজন লোক মারফত যুবকটির কাছে কিছু টাকা ও মিষ্টি পাঠালেন এবং খবর দিলেন যে আমাকে আঘাত করতে গিয়ে ওর বেহালাটা যে ভেঙ্গে গেল, এ টাকা দিয়ে যেন একটি নতুন বেহালা ক্রয় করে এবং বেহালা ভেঙ্গে যাওয়ায় সে যে মনঃকষ্ট পেয়েছে, সেটা দূরীভূত করার জন্যই এ মিষ্টিটুকু পাঠালাম। এ কথা গুলো শুনে যুবকটির মনে আমূল পরিবর্তন এসে গেল এবং দৌড়ে গিয়ে হযরত বায়েজীদের কদমে লুঠে পড়লো এবং তওবা করলো ও খুবই কান্নাকাটি করলো। ওর দেখা দেখি আরও অনেক যুবক তওবা করলো। (তাজকিরাতুল আওলীয়া- ১৭৫ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নেক বান্দাগণের চরিত্র খুবই উন্নত হয়ে থাকে। তাঁদের মহত চরিত্র ও আচরণ দ্বারা অনেক বিপথগামী লোক হেদায়েত প্রাপ্ত হয়।

কাহিনী নং - ৪৩০

মানুষ ও কুকুর

একবার হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর কয়েকজন মুরিদ সহ একটি সরু পথ দিয়ে যাচিছলেন। তাঁর সামনের দিক থেকে একটি কুকুর আসতে দেখে, তিনি পিছে হটে গিয়ে কুকুরের জন্য রাস্তা খালি করে দিলেন। তাঁর মুরিদগণের মধ্যে একজনের মনে এ ধারনাটি আসলো যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে বুজুর্গী ও শরাফত দান করেছেন। তা সত্ত্বেও হযরত বায়েজিদ বোস্তামী কুকুরকে পথ খালি করে দিবার জন্য এ ভাবে কেন পিছে ফিরে আসলেন।

মনে হলো যেন তিনি কুকুরকেই অগ্রাধিকার দিলেন। কাশফের মাধ্যমে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহমতুল্লাহ আলাইহে) ওনার ধারনা সম্পর্কে অবগত হয়ে গেলেন এবং ওনাকে লক্ষ্য করে বললেন- কুকুরটি আমাকে ওর ভাষায় বলেছে 'হে বায়েজিদ, এ সব খোদারই শান যে তিনি সৃষ্টিলগ্নে আমাকে কুকুর বানিয়েছেন এবং আপনাকে বানিয়েছেন মানুষ। অতপর আপনাকে সুলতানুল আরেফীনের পদমর্যাদায় ভূষিত করেছেন। দেখুন, আমিও সেই খোদার সৃষ্টি।' কুকুরের এ কথা শুনে আমি খুবই দুঃখিত হলাম এবং আল্লাহর ফজল ও করমের শুকরীয়া জ্ঞাপনার্থে পিছনে হটে গিয়ে কুকুরের জন্য রাস্তা খালি করে দিলাম। (তাজকিরাতুর আউলীয়া- ১৭১ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ অন্যদের মনের ধারনা সম্পর্কেও অবগত হয়ে যান। তাঁরা কখনও অহংকারী হন না।

কাহিনী নং - ৪৩১

হযরত বায়েজিদ ও কুকুর

একবার হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) কোন এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। পথে সামনের দিক থেকে একটি কুকুর আসতে দেখলেন। কুকুরটি যখন তাঁর পাশ দিয়ে যাচিছল, তখন তিনি তাঁর কাপড় সংযত করে নিলেন, যাতে কুকুরের গায়ে না লাগে। কুকুরটি দাঁড়িয়ে গেল এবং হযরত বায়েজিদকে লক্ষ্য করে বললো- 'হুযূর, আপনি কাপড় কেন সরায়ে নিলেন?' তিনি বললেন, 'তুমি নাপাক।' কুকুর বললো- 'হুযূর, যদি আমার কারণে আপনার কাপড় নাপাক হয়ে যায়, তাহলে পানি দ্বারা ধুইয়ে নিলে পাক হয়ে যাবে। আর যদি আমাকে নিকৃষ্ট মনে করে এবং আপনাকে উৎকৃষ্ট মনে করে অহংকারের বসবর্তী হয়ে কাপড় সরায়ে নেন, তাহলে আপনার অন্তরে গর্ব ও অহংকারে যে নাপাকী সৃষ্টি হবে, সেটা সাত সমুদ্রের পানি দ্বারা ধৌত করলেও পাক হবে না।' হযরত বায়েজিদ কুকুরের এ কথা শুনে বললেন- 'তুমি ঠিকই বলেছ। বাস্তবিকই তুমি বাইরে অপবিত্র কিন্তু অহংকারী মানুষ ভিতরে অপবিত্র।' তিনি আরও বললেন- 'হে কুকুর! তোমার থেকে একটি বড় শিক্ষা পেলাম। চল, তুমি আর আমি এক সাথে থাকি।' কুকুর বললো- 'হুযূর আপনি আমার সাথে থাকতে পারেন না, কারণ, আমি হলাম নিকৃষ্ট

প্রাণী। আমাকে দেখলে সবাই পাথর নিক্ষেপ করে আর আপনি হলেন আল্লাহর মকবুল বান্দা। আপনাকে দেখে সবাই 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বা 'সুলতানুল আরেফীন' বলে। তা ছাড়া আমি আগামী কালের জন্য হাড্ডি সংগ্রহ করে রাখি না কিন্তু মানুষ শস্য দানা সংগ্রহ করে রাখে। হযরত বায়েজিদ এ কথা শুনে বললেন- 'হে কুকুর! তোমার কথা গুলো খুবই শিক্ষনীয়। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ১৭২ পৃঃ)

সবক ঃ মানুষের কখনো গর্ব বা অহংকার করা উচিত নয়। অহংকার এমন একটি বিষয়, যেটার দ্বারা মন অপবিত্র হয়ে যায় এবং যার ফলে খোদার কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ জীবজন্তুদের ভাষা বুঝেন এবং ওদের সাথে কথা বলেন।

কাহিনী নং- ৪৩২

আলো

হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর এক প্রতিবেশী ছিল অগ্নি উপাসক। ওর এক দুদ্ধ পোষ্য শিশু ছিল। শিশুটি রাত্রির অন্ধকারে কান্নাকাটি করতো। গরীব অগ্নি-উপাসকটির বাতি জ্বালানোর মত সামর্থ ছিল না। এক রাত্রে শিশুটি খুবই কান্নাকাটি করছিল। হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর দরদী মন বিচলিত হয়ে উঠলো। তিনি স্বীয় চেরাগটি জ্বালিয়ে ওর ঘরে দিয়ে আসলেন। এতে শিশুটি শান্ত হয়ে গেল। এ রকম দু'তিন রাত করলেন। তাঁর এ আচরণে অগ্নিউপাসকের মনে দারুন রেখাপাত করলো। সে তার স্ত্রীকে বললো- শেখ বায়েজিদের আলো যখন আমাদের ঘরে এসে পৌঁছলো, তখন আমাদের উচিত নয় যে কুফরীর অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়া। চলো, শেখের কাছে গিয়ে আমরা মুসলমান হয়ে যাই। অতঃপর উভয়ে হযরত বোস্তামীর কাছে গিয়ে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। (তাজ কিরাতুল আউলীয়া- ১৮১ পৃঃ)

সবক ঃ বুজুর্গানে কিরামের আচরণ দ্বারা অনেকের ঈমান নসিব হয়।

কাহিনী নং– ৪৩৩

নামের মুসলমান

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর যুগে বুস্তাম শহরে এক কাফির বসবাস করতো। তার সাথে এক নাম সর্বস্ব মুসলমানের ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। এক দিন সেই মুসলমানটি কাফির লোকটাকে বললো– তোমাকে শয়তান গোমরাহ করে রেখেছে। কেন তুমি ঈমান আনতেছনা? তুমি খোদাকে কি জবাব দিবে? শিরক ত্যাগ করে ভাল হয়ে যাও। দুনিয়াতে শিরক থেকে নিকৃষ্ট জিনিস আর কিছু নেই। এবার কাফির লোকটি বললো– আমার সামনে ইসলামের দুটি মডেল আছে- একটি হচ্ছে বায়েজিদ বোস্তামীর ইসলাম যেটায় ইসলামের শান শওকত প্রকাশ পায়। আমি এ ধরণের ইসলামের আনুগত্য করতে রাজি কিন্তু এটা যার তার কাজ নয়। অপরটি হচ্ছে তোমার ইসলাম। এ রকম মুসলমান হওয়ার থেকে কাফির ভাল। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ১৭১ পৃঃ)

সবক ঃ প্রত্যেকে নিজেকে মুসলমান দাবী করে কিন্তু সত্যিকার মুসলমান হওয়া তত সহজ নয়।

কাহিনী নং– ৪৩৪

মনকির নকীরের প্রশ্নের উত্তর

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর ইন্তেকালের পর তাঁর এক বিশিষ্ট মুরীদ তাকে স্বপ্নে দেখেন এবং জিজ্ঞেস করেন- হুযুর, আপনি মনকির নকীরের প্রশ্নের কি উত্তর দিলেন? তিনি বললেন, ওনারা যখন আমাকে প্রশ্ন করলেন– مَنْ رَبُّكَ তোমার প্রভূ কে? তখন আমি ওদেরকে বললাম, তোমাদের এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কোন লাভ নেই। যদি আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তরে বলি, আল্লাহ আমার প্রভূ আর আল্লাহ যদি আমাকে তাঁর বান্দা হিসেবে স্বীকার না করেন, তাহলে আমার এ বলার দ্বারা কোন কাজ হবে না। তাই তোমরা প্রথমে আল্লাহকে জিজ্ঞেস কর যে বায়েজিদ তাঁর বান্দা কি না? যদি তিনি আমাকে তাঁর বান্দা হিসেবে স্বীকার করেন,তাহলে আমার আর কিছু বলা নেই, আমি কামিয়াব। (তাজকিরাতুল আউলীয়া– ২১৭ পৃঃ)

সবক ঃ সত্যিকার মুসলমান সে, যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুসলমান বলে স্বীকার করবেন। নাম সর্বস্ব মুসলমান হওয়া মানে অন্ধ ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখা।

কাহিনী নং– ৪৩৫

ধনী ও দরবেশ

হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) পার্থিব দিক দিয়েও অনেক উচ্চস্তরের ছিলেন। একবার তিনি হজ্বে যাচ্ছিলেন। এক দরবেশও তাঁর সাথে যাচ্ছিলেন। তিনি দরবেশকে বললেন, আমি ধনী এবং আমাকে আল্লাহর ঘরে ডাকা হয়েছে বলে যাচ্ছি কিন্তু আপনি কেন যাচ্ছেন? দরবেশ উত্তরে বললেন, সাহেবে মেজবান যদি দয়ালূ হয়ে থাকেন, তাহলে দাওয়াতকৃত মেহমানদের সাথে আগতদেরকে অধিক খাতির করেন। আপনাকে তাঁর ঘরে ডেকে থাকলে, আমাকে তাঁর কাছে ডেকেছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক পুনরায় বললেন, আল্লাহ তাআলা আমরা ধনীদের কাছে কর্জ তলব করেন। দরবেশ বললেন, আপনি জানেন, আল্লাহ তাআলা সেই কর্জ কার জন্য তলব করেন? আল্লাহ তাআলা সেই কর্জ আমরা দরবেশদের জন্য তলব করেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক এ উত্তর শুনে খুবই প্রভাবান্বিত হলেন এবং ওনার কাছে ক্ষমা চাইলেন। (তাজকিরাতুল আউলীয়া– ২২০ পৃঃ)

সবক ঃ দরবেশ, মিসকিন ও গরীবদেরকে কখনো অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। দুনিয়াবী সম্পদের দিক দিয়ে ওনারা দুর্বল হলেও অনেক সময় ওনারা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অনেক শক্তিশালী হতে পারে।

কাহিনী নং– ৪৩৬

রহস্যময়ী বৃদ্ধা

হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, একবার এমন এক অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ছিলাম যে হজ্বের সময় হলো কিন্তু আমি এমন এক প্রান্তরে ছিলাম যে সেখান থেকে যথাসময়ে মক্কা শরীফে পৌঁছা সম্ভব ছিল না। তাই আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে এখানে অবস্থান করে হজ্বের ওসব

কার্যাবলী সমাধা করবো যে গুলো হাজীগণ করে থাকেন, যাতে আমি হজ্বের ছওয়াবটা অর্জন করতে পারি। এ রকম চিন্তা ভাবনা করতে ছিলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম, এক নূরানী আকৃতির বৃদ্ধা মহিলা লাঠির উপর ভর করে আমার দিকে আসতেছে। আমার সামনে এসে আমাকে বললো, হে আবদুল্লাহ! তোমার কি হজ্ব করার ইচ্ছা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, খুবই ইচ্ছা। বৃদ্ধা বললেন- আমাকে তোমার জন্যই পাঠানো হয়েছে, আমার সাথে চলো। আমি তোমাকে আরাফাত ময়দানে পৌঁছায়ে দিব। হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক মনে মনে চিন্তা করলেন, মাত্র দু'দিন সময় আছে, এ অল্প সময়ে কি করে আরাফাতে পৌঁছাতে পারবে। বৃদ্ধা বললেন- হে আবদুল্লাহ, যে ফজরের সুন্নাত পড়েছে সঞ্জরে, ফরজ পড়েছে জিহোর কিনারে এবং ইশরাকের নামায পড়েছে মরদ শহরে, ওর সাথে যথাসময়ে কেন আরাফাতে পৌঁছতে পারবে না? বিসমিল্লাহ বলে আমার সাথে চলো। আবদুল্লাহ বিন মুবারক বলেন, আমি বিসমিল্লাহ বলে ওনার সাথে যাত্রা দিলাম। অনেক দুস্তর পথ ওনার উসীলায় অতি সহজে অতিক্রম করলাম। পথে এমন অনেক গভীর নদী নালার সম্মুখীন হয়েছি, সে গুলো অতি সহজে পাড় হয়ে গেছি। যখনই কোন নদীর সামনে পৌঁছতাম, আমাকে চোখ বন্ধ করার জন্য বলতেন। চোখ বন্ধ করে চলার সময় মনে হতো, হাঁটু বা কোমর পর্যন্ত পানি হবে। এ ভাবে সেই বৃদ্ধা আমাকে সেই দিনই আরাফাতে পৌঁছায়ে দিলেন এবং যথা সময়ে হজ্ব আদায় করলাম। হজ্ব শেষ হবার পর বৃদ্ধা আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ! চলো, আমার এক ছেলেকে দেখে আসি। সে এখানকার একটি গুহায় ইবাদত ও রিয়াজতে নিয়োজিত আছে। আমি ওনার সাথে গেলাম। গুহায় গিয়ে দেখলাম এক নূরানী চেহারার দুর্বল আকৃতির যুবক তথায় বসে আছে। মাকে দেখে কদমবুচি করলো এবং বললো- আপনি নিজে আসেননি, আপনাকে আল্লাহ তাআলাই পাঠায়েছেন যেন আমার দাফন-কাফনের কাজ সমাধা করেন। কারণ আমার ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এসেছে। বৃদ্ধা আমাকে বললেন- হে আবদুল্লাহ, কিছু সময় তুমিও আমার সাথে এখানে থেকো, যাতে তুমি আমার ছেলেটাকে দাফন করতে পার। আমি দেখলাম, ঠিকই কিছুক্ষণ পর সেই যুবক ইন্তেকাল করলেন এবং আমরা ওনাকে দাফন করলাম। দাফনের পর বৃদ্ধা আমাকে বললেন, 'এখন আমার আর কোন কাজ নেই। আমার বাকী জীবনটা ছেলের কবরের পাশেই অতিবাহিত করবো। তুমি চলে যাও। আগামী বছর যখন আসবে তখন আমাকে পাবে না। দুআ খায়ের সহকারে আমাকে স্মরণ করিও।' (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ২২১ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর ওলীগণ সুদীর্ঘ পথ এক পলকে অতিক্রম করতে পারেন। তাঁরা অন্যদের অন্তরের ধারনা ও ইচ্ছাও জানতে পারেন। তাঁদের কাছে নিজেদের মৃত্যুর সময়ও জানা হয়ে যায়। এ সব কারামাত হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বদৌলতেই লাভ করেছেন। এরপরও হুযূরের অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে কি করে সন্দেহ হতে পারে?

কাহিনী নং ৪৩৭

রোগী, না ডাক্তার

হযরত সুফিয়ান ছুরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একদা রোগাক্রান্ত হন। তৎকালীন খলীফা তাঁকে খুবই মান্য ও ইজ্জত করতেন। তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁর চিকিৎসার জন্য একজন বিজ্ঞ ডাক্তার পাঠালেন। ডাক্তারটি ছিল অগ্নিউপাসক। সে তাঁর চেহারা মুবারক দেখেই বললো- 'এ লোকটি নিশ্চয় একজন খোদাভীরু বুজুর্গ, ওনার অন্তর আল্লাহর ভয়ে চুর্নবিচুর্ন হয়ে গেছে। আরও বললো, যে ধর্মে এ রকম কামিল ব্যক্তির অবস্থান, সে ধর্ম কখনো বাতিল হতে পারে না।' কালবিলম্ভ করে সে ওনার হাতে তওবা করে মুসলমান হয়ে গেল। খলীফা যখন এ খবর পেলেন তখন সন্তুষ্ট হয়ে বললেন- আমি মনে করেছিলাম ডাক্তারকে রোগীর কাছে পাঠিয়েছি। কিন্তু বাস্তবে রোগীকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছি। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ২৩১ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাগনের অন্তরে সব সময় খোদা ভীতি বিরাজ থাকে। তাদের চেহারা দেখেও অনেক বিপথ গামী লোক হেয়ায়েত প্রাপ্ত হয়ে যায়।

কাহিনী নং- ৪৩৮

সর্বজন প্রিয়

হযরত সুফিয়ান ছুরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এক ব্যক্তির জানাযা পড়ে ফেরার পথে সবের মুখে লোকটির প্রশংসা শুনলেন, কেউ লোকটিকে খারাপ বললো না। হযরত সুফিয়ান ছুরী বললেন, আমি যদি আগে জানতাম যে এ লোকটি এ রকম সর্বজন প্রিয়, তাহলে আমি কখনো ওর জানাযার নামায পড়তাম না। কারণ

এ লোকটি নিশ্চয় হক কথা বলতো না। হক কথার অনুসারী হলে নিশ্চয় কিছু লোক ওর বিরোধী হতো। সবাই যেহেতু ওর প্রতি সন্তুষ্ট, এতে বুঝা যায় যে, লোকটি সবের সাথে তাল মিলিয়ে চলতো। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ২২৩ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নেক বান্দাগণ সবের প্রশংসার পাত্র হন না। অনেকেই তাঁদের সমালোচনাও করে থাকে। কারণ তাঁরা হক কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন না।

কাহিনী নং- ৪৩৯

বাদশাহ হারুনুর রশীদকে উপদেশ

হযরত শফীক বলখী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একবার হজ্ব উপলক্ষে মক্কা শরীফ যাওয়ার পথে হারুনুর রশীদ তাঁকে দরবারে ডেকে নিয়ে যান। হারুনুর রশীদ ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনিই কি শফীক যাহিদ? তিনি বললেন- হ্যাঁ, আমি শফীক তবে যাহিদ নই। হারুনুর রশীদ বললেন, আপনি আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন, হুঁশ জ্ঞানের সাথে কাজ করিও। আল্লাহ তাআলা তোমাকে ছিদ্দিকে আকবর, ফারুকে আযম, উসমান গনী ও আলী মরতুজা (রাদি আল্লাহু আনহুম) এর জায়গায় বসায়েছেন। তাঁরা তোমার কাছে যথাক্রমে সত্যবাদীতা, হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য, বিনয়-করুনা ও ন্যায় বিচার দাবী করবেন। হারুনুর রশীদ বললেন, জাযাকাল্লাহ, আরও কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার একটি জায়গা আছে, যাকে দোযখ বলা হয়। আল্লাহ তোমাকে সেই জায়গার দারোয়ান বানিয়েছেন এবং তোমাকে তিনটি জিনিস প্রদান করেছেন। জিনিসগুলো হলো- সম্পদ, চাবুক ও তলোয়ার। এ তিন জিনিস দ্বারা মানুষকে দোযখ থেকে সরিয়ে রেখো। যে অভাবী তোমার কাছে আসবে, ওকে আর্থিক সাহার্য কর, যাতে সে গোমরাহ হয়ে না যায়। যে খোদার আদেশের বিপরীত করে, ওকে চাবুক মেরে সতর্ক কর এবং যে অন্যায় ভাবে অপরকে হত্যা করে, ওকে তলোয়ারের আঘাতে দ্বিখন্ডিত কর। যদি তুমি এ সব কাজে অবহেলা কর, কিয়ামতের দিন তোমাকে জবাব দিহি করতে হবে। হারুনুর রশিদ বললেন, জযাকাল্লাহ, আরও কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন- মনে কর, কোন এক দানা-পানি বিহীন জংগলে তোমার পানির ভীষন তৃষ্ণা হলো। তৃষ্ণার কারণে তুমি একেবারে মৃত্যুর সন্নিকট হয়ে গেছ। সেই মূহুর্তে যদি কারো কাছে এক গ্লাস পানি পাও, সেই পানি তুমি কত টাকায় খরিদ করতে প্রস্তুত? হারুনুর রশীদ বললেন, প্রয়োজনে আমি অর্ধেক সাম্রাজ্যের বিনিময়ে খরিদ করতে প্রস্তুত। তিনি বললেন- আচ্ছা, সেই পানি পান করার পর যদি প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং এর যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে একেবারে মৃত্যু মুখে পতিত হও, এমন সময় কেউ এসে যদি বলে আমি চিকিৎসা করে আপনাকে আরোগ্য করতে পারবো, তবে এ শর্তে যে আপনার প্রস্রাব জারি হলে আমাকে রাজ্বত্বের অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। তখন তুমি কি করবে? হারুনুর রশীদ বললেন- আমি দিয়ে দিব। হযরত শফীক বলখী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বললেন, এবার বুঝ, তোমার সাম্রাজ্যের বাস্তবতা, যার মূল্য কয়েক ঢোক পানি ও কয়েক ফোঁটা প্রস্রাবের সমান। এতএব এ নিকৃষ্ট বাদশাহী নিয়ে গর্ববোধ কর না। এ বক্তব্য শুনে হারুনুর রশীদ কেঁদে দিলেন এবং বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। অতপর ওনাকে খুবই ইজ্জত সম্মান সহকারে বিদায় করলেন। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ২৪৩ পৃঃ)

সবক ঃ আগের যুগের রাজা-বাদশাহগণ পীর ওলীগনের ভক্ত ছিলেন এবং ওনাদের নসীহত অনুযায়ী আমল করতেন। মুসলমানদের আমীর হচ্ছেন খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতিনিধি। তাই তাদের উচিত যেন আল্লাহ ও বান্দার হক সমূহ পুরাপুরি ভাবে আদায় করেন।

কাহিনী নং- ৪৪০

দরবেশের আস্তানায় বাদশাহ হারুনুর রশীদ

একরাত্রে বাদশাহ হারুনুর রশীদ তার উজীরকে বললেন, আজ আমাকে কোন দরবেশের আস্তানায় নিয়ে চলো, কারণ কাজ কর্মে মন বসতেছেনা। হয়তো কোথাও গেলে কিছুক্ষণের জন্য স্বস্থি পাব। উজীর তাঁকে হযরত সুফিয়ান আয়নিয়া (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর আস্তানায় নিয়ে গেলেন। দরজায় করাঘাত করলে, ভিতর থেকে হযরত সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন- কে? উজীর জবাব দিলেন, আমীরুল মুমেনীন এসেছেন। একথা শুনা মাত্র দরজা খুলে দিলেন এবং উজীরকে বললেন, আমাকে খবর দিলেতো আমি নিজেই ওনার খেদমতে হাজির হয়ে যেতাম। এ কথা শুনে বাদশাহ উজীরকে বললেন, আমি যে রকম তালাশ করছি,

এতো সে রকম নয়। উজীর বললেন, তাহলে আপনাকে হযরত ফুজাইল গিয়াসের কাছে নিয়ে যেতে হয়। উনিই আপনার মনের মত কামিল ব্যক্তি। বাদশাহ বললেন- ঠিক আছে, চলো ওনার আস্তানায় যাই। অতঃপর ওনারা হযরত ফুজাইল গিয়াসের দরবারে গেলেন। ঐ সময় হযরত ফুজাইল কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন এবং এ আয়াতটি পড়ছিলেন- اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ যে সব লোকেরা মন্দকাজ করেছে, ওরা কি মনে করে যে আমি ওদেরকে ওসব লোকের বরাবর করে দেব, যারা নেক কাজ করেছে?

এ আয়াত শুনে হারুনুর রশীদ বললেন, নসীহতের জন্য এ আয়াতই যথেষ্ট। যা হোক উজীর দরজায় করাঘাত করলে ভিতর থেকে হযরত ফুজাইল জিজ্ঞেস করলেন- কে? উজীর জবাব দিলেন, আমীরুল মুমেনীন এসেছেন। তিনি বললেন, আমার সাথে আমীরুল মুমেনীনের কি কাজ? ওনার সাথেতো আমার কোন কাজ নেই। উজীর বললেন, শাসকগনের আনুগত্য প্রয়োজন। তিনি বললেন, আমাকে বিরক্ত করো না। উজীর বললেন, আমাদেরকে ভিতরে আসতে অনুমতি দিন। অন্যথায় জোর করে প্রবেশ করবো। তিনি বললেন, আমার অনুমতি নেই, তবে জোর করে প্রবেশ করাটা তোমাদের ইচ্ছা। হারুনুর রশীদের মনে এ কথা গুলো দারুন রেখাপাত করলো। তবুও তিনি উজীরের সাথে ভিতরে প্রবেশ করলেন। হযরত ফুজাইল কাল বিলম্ব না করে চেরাগটা নিবায়ে দিলেন, যাতে হারুনুর রশীদের চেহারা দেখতে না পায়। ইত্যবসরে হারুনুর রশীদ মুসাফাহার জন্য হযরত ফুজাইলের হাত ধরেন। হযরত ফুজাইল বললেন- হাতটি কত নরম, দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পেলেই হলো। এ কথা বলে তিনি নামাযের নিয়ত বাঁধলেন। হারুনুর রশিদ সেখানে বসে কাঁদতে লাগলেন। উনি সালাম ফিরালে আরয করলেন, আমাদেরকে কিছু বলুন। হযরত ফুজাইল বললেন, আপনার পিতা হুযূর সৈয়্যদুল আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আবেদন করেছিলেন- আমাকে কোন কওমের সরদার করে দিন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন, চাচাজান, আমি আপনাকে আপনার নফসের সরদার করে দিলাম। হারুনুর রশীদ আরয করলেন, আরও কিছু বলুন। তিনি বললেন, যখন হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজকে রাজ সিংহাসনে বসানো হলো, তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধবকে

বললেন, আমি বড় পরীক্ষার সম্মুখীন। আমাকে এ পরীক্ষায় কামিয়াবীর কোন উপায় বলে দিন। তখন এক বন্ধু বললেন, কাল কিয়ামতে আপনি যদি আজাব থেকে নাজাত পেতে চান, তাহলে মুসলমান বৃদ্ধদেরকে নিজের বাপের মত, যুবকদেরকে নিজের ভাই এর মত মনে করুন এবং ওনাদের সাথে ভাল আচরণ করুন। হারুনুর রশীদ বললেন, আরও কিছু বলুন। তিনি বললেন, মুরব্বীদের প্রতি সম্মান, ভাইদের প্রতি ইহসান এবং সন্তানদের প্রতি ভাল ব্যবহার করুন। পুনরায় বললেন, হে হারুনুর রশীদ, আমি তোমার সুন্দর চেহারার ব্যাপারে ভয় করতেছি যেন এ রকম না হয় যে সেটাকে দোযখের আগুন দগ্ধ করে। কারণ كَمْ مِنْ اَمِيْرٍ هُنَاكَ اَسِيْرٌ কত আমীর ওখানে কিয়ামতের দিন কয়দীতে পরিনত হবে।

এ কথা শুনে হারুনুর রশীদ খুবই কাঁদলেন এবং আরও কিছু বলার জন্য আরয করলেন। হযরত ফুজাইল বললেন, আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ব্যাপারে সজাগ থেকো এবং এ ব্যাপারে প্রস্তুত থেকো যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তোমার কাছে তোমার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক মুসলমানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং প্রত্যেকের সাথে ন্যায় বিচার করছ কিনা, যাচাই করে দেখবেন। যদি কোন রাত্রে কোন বুড়ী কোন ঘরে উপবাস থাকে, কাল কিয়ামতের দিন তোমার কাপড়ের আস্তিন ধরে টানাটানি করবে এবং তোমার সাথে ঝগড়া করবে। এ কথা শুনে হারুনুর রশীদ কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। এ অবস্থা দেখে উজীর বললো- থামুন, আর কিছু বলবেন না। আপনিতো আমীরুল মুমেনীনকে মেরে ফেললেন। হযরত ফুজাইল উজীরকে বললেন- তুমি চুপ থেকো, ওকে আমি নই বরং তোমার তোসামদিই ওকে শেষ করছে।

ইত্যবসরে হারুনুর রশীদের হুঁশ ফিরে আসলো। তিনি হযরত ফুজাইলের কাছে জানতে চাইলেন যে ওনার কাছে কারো দেনা আছে কিনা। হযরত ফুজাইল বললেন, হ্যাঁ আমার কাছে আল্লাহর কর্জ আছে এবং সে কর্জ হচ্ছে তাঁর আনুগত্য। আমার বড় দুর্ভাগ্য হবে যদি তিনি এ ব্যাপারে আমাকে চার্জ করেন। হারুনুর রশীদ বললেন, আমি জনগনের কর্জের কথা জানতে চাচ্ছি। তিনি বললেন, খোদার শোকর, তিনি আমাকে অনেক নেয়ামত দান করেছেন, আমার কোন অভাব নেই। তা বলার পরও হারুনুর রশীদ থলি ভর্তি এক হাজার দিনার তাঁর সামনে রাখলেন এবং বললেন, এ টাকা হালাল, এ গুলো আমি আমার মায়ের উত্তরাধিকার হিসেবে

পেয়েছি। হযরত ফুজাইল বললেন- আমার সমস্ত নসীহত বৃথা হয়ে গেল। আমি তোমাকে নাজাত ও পার্থিব সম্পর্ক থেকে মুক্ত হওয়ার দিকে আহবান করছি আর তুমি চাচ্ছ, আমাকে ধ্বংস করতে। আমি বলছি, যা কিছু তোমার কাছে আছে, হকদারদেরকে দিয়ে দাও। কিন্তু তুমি তাকেই দিতে চাচ্ছ, যাকে দেয়া উচিত নয়। এ বলে তিনি হারুনুর রশীদ ও উজীরকে বিদায় করলেন এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘরের বাইরে এসে হারুনুর রশীদ বললেন, বাস্তবিকই ইনি সিদ্ধ পুরুষ ও আল্লাহর বন্ধু। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৯৩ পৃঃ)

সবক ঃ যারা আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ করে থাকেন, তাঁরা দুনিয়াবী সম্পদের প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন না। তাঁরাই সত্যিকার বাদশাহ। দুনিয়ার রাজা বাদশাহগণ তাঁদের দরবারে গিয়ে হাত জোড় করে বসে থাকেন।

কাহিনী নং- ৪৪১

নিশাপুরের গভর্ণর

নিশাপুরের গভর্ণর একবার নিশাপুর শহরে গমন করেন। তাঁর আগমনের খবর পেয়ে শহরের সমস্ত লোকেরা তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্য এগিয়ে আসে। তিনি সেখানে তিন দিন অবস্থান করেন এবং প্রতিদিন দলে দলে লোকেরা এসে তাঁকে সালাম জানাতে থাকে। তৃতীয় দিন তিনি লোকদের থেকে জানতে চাইলেন যে এমন কেউ কি রয়ে গেছে যে আমাকে সালাম করতে আসেনি। লোকেরা বললো মনে হয় দু'ব্যক্তি ছাড়া প্রায় লোকেরা সালাম করে গেছে। গভর্ণর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? লোকেরা বললো- একজন হলেন হযরত আহমদ হারব এবং অপরজন হলেন হযরত আসলম তুসি। তিনি জানতে চাইলেন, ওনারা কেন এলেন না? লোকেরা বললো- ওনারা হলেন হক্কানী ওলী ও ওলামায়ে রব্বানী। ওনারা দুনিয়াবী কোন শাসককে সালাম করতে যান না। গভর্ণর আবদুল্লাহ বিন তাহের বললেন, ঠিক আছে ওনারা আমাকে সালাম করতে না আসলে, আমি ওনাদেরকে সালাম করতে যাব। অতঃপর গভর্ণর প্রথমে হযরত আহমদ হারবের কাছে যাওয়ার জন্য মনস্থ করলেন। লোকেরা হারবকে এ খবর পৌঁছালে তিনি গভর্ণরকে দেখা দিতে অনিহা প্রকাশ করেন। কিন্তু গভর্ণর যথাসময়ে তাঁর দরবারে পৌঁছে যান। তিনি গভর্ণরকে দেখে স্বীয় মস্তক মুবারক নীচু করে নিলেন এবং

ওনার দিকে তাকালেনও না। অনেকক্ষণ পর মাথা উঠালেন এবং গভর্ণরের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি লোকদের মুখে শুনেছি তুমি খুবই সুন্দর। বাস্তবিকই তুমি খুবই সুন্দর। হে আবদুল্লাহ, এ রূপকে আল্লাহর হুকুমের নাফরমানী করে বিকৃতি করে ফেলোনা। গভর্ণর ওনার থেকে বিদায় নিয়ে হযরত আসলম তুসির খেদমতে হাজির হলেন। হযরত তুসির ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। তিনি গভর্ণরকে ভিতরে যাবার অনুমতি দিলেন না। গভর্ণর জানতে পারলেন যে উনি নামাযের সময় মসজিদে যাবার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হবেন। অগত্যা বের হওয়ার অপেক্ষায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। যখন আজানের শব্দ ধ্বনিত হলো, তখন ঘরের দরজা খোলা হলো এবং হযরত তুসি ঘর থেকে বের হলেন। গভর্ণর আবদুল্লাহ বিন তাহের তাঁকে দেখা মাত্র দৌড়ে এসে তাঁর পায়ে চুমু দিলেন এবং হাত তুলে বললেন- হে আল্লাহ, আমার পাপের কারণে তোমার মকবুল বান্দা আমার সাথে শত্রুতা পোষন করেন, কিন্তু ইনি তোমার মকবুল বান্দা হওয়ায় আমি ওনার সাথে বন্ধুত্ব পোষন করি। তাই আমি পাপীকে এ নেক বান্দার উসীলায় নেক করে দাও। এ আবেদন শুনে হযরত তুসিও গভর্ণরের জন্য দুআ করেন এবং সন্তুষ্টচিত্রে বিদায় করেন। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ২৯০ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ রূহানী ডাক্তার ও বাদশাহ হয়ে থাকেন। দুনিয়ার বড় বড় রাজা-বাদশাহগণ ওনাদের দরবারে ধর্না দিয়ে থাকেন। আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য দ্বারাই তাঁরা এ মর্যাদা লাভ করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা নেককারদের খাতিরে বদকারদের প্রতিও করুনা করে থাকেন।

কাহিনী নং- ৪৪২

অগ্নি উপাসক- বাহরাম

হযরত আহমদ হারব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর পাশের বাড়ীতে বাস করতো এক অগ্নি উপাসক। তার নাম ছিল বাহরাম। একবার সে তার কিছু ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্য অন্যত্র পাঠিয়ে ছিল, যা পথে ডাকাতেরা লুন্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল। হযরত আহমদ হারব খবরটা পেয়ে তাঁর সাথীদেরকে বললেন- আমার প্রতিবেশীর উপর একটি বড় আঘাত আসলো, চলো ওর কাছে গিয়ে ওকে শান্তনা দিয়ে আসি। অতপর হযরত হারব সাথীদেরকে নিয়ে বাহরামের ঘরে গেলেন। বাহরাম তার ঘরের আঙিনায় একজন নামকরা মুসলিম মনীষীকে দেখে খুবই

আনন্দিত হলো এবং তাকে সাদরে গ্রহণ করে খুবই ইজ্জত সম্মান সহকারে তার ঘরে বসালো। হযরত হারব বললেন- ভাই বাহরাম, তোমার মাল লুণ্ঠন হওয়ার খবর পেয়ে সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য এসেছি। বাহরাম বললো- কি আর করি, যা হওয়ার আছে হয়ে গেছে। তবে এর জন্য আমি তিন শোকর আদায় করি- এক, আমার মাল অন্যরা লুঠ করে নিয়ে গেছে কিন্তু আমি কারো মাল লুঠ করে নিয়ে আসিনি। দুই, ওরা অর্ধেক মাল নিয়ে যেতে পেরেছে, অর্ধেক রয়ে গেছে। তিন, ওরা দুনিয়া লুঠ করে নিয়ে গেছে কিন্তু আমার দীন নিয়ে যেতে পারেনি।

হযরত আহমদ হারব ওর এ তাৎপর্যপূর্ণ কথাগুলো শুনে সাথীদেরকে বললেন- এ কথাগুলো লিখে রেখো, বাহরামের মুখ থেকে বন্ধুত্বের সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অতপর তিনি বাহরামকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই, তুমি অগ্নিপূজা কি জন্য কর? সে বললো, ভাইজান, কাল কিয়ামতের দিন আগুন থেকে বাচার জন্য আমি অগ্নি পূজা করি। আমি আজ ওর ইন্ধন হিসেবে যথেষ্ট লাকড়ী মওজুদ করে রেখেছি, যেন সেই দিন আমার সাথে বেঅফায়ী না করে এবং আমাকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছায়ে দেয়। হযরত হারব এ কথা শুনে বললেন- তুমি বড় ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত। কেননা আগুন হচ্ছে একটি দুর্বল পদার্থ। একটি ছোট শিশুর হাত দিয়ে কিছু পানি সেটার উপর ঢেলে দিলে সেটা নিবে যায়। এমন একটি দুর্বল পদার্থ সেই মহা শক্তিশালী আল্লাহর কাছে কি করে পৌঁছাতে পারবে? তা ছাড়া এ আগুনের কোন বোধ শক্তি নেই। ভাল মন্দ ভেদাভেদ করার কোন ক্ষমতা নেই। ওর সামনে মেশকে আম্বর ও মলমুত্র এক বরাবর। যেটাই ওর সামনে দেয়া হবে সেটাকে জালিয়ে ফেলবে। তুমি তো ওর পূঁজারী, তোমার হাতও যদি ওর উপর রাখ, তোমাকেও রেহাই দিবেনা। এ কথাগুলো বাহরামের মনে দারুন রেখাপাত করলো। সে বললো, আমার কিছু প্রশ্ন আছে, সে গুলোর জবাব দিন। যদি আপনার উত্তর সঠিক হয়, আমি মুসলমান হয়ে যাব। তিনি বললেন, ঠিক আছে, যা প্রশ্ন করার আছে কর। বাহরাম প্রশ্ন করলো ঃ

(১) আল্লাহ তাআলা মখলুক কেন সৃষ্টি করলেন?

(২) যখন সৃষ্টি করলেন, তখন রিযিক কেন দিলেন?

(৩) যখন রিযিক দিলেন, তখন আবার মৃত্যু দান করলেন কেন?

(৪) যখন মৃত্যু দান করলেন, তখন আবার জীবিত করবেন কেন?

হযরত হারব বললেন ঃ

(১) মখলুককে এ জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেন খোদায়ীত্ব কি জিনিস, তা চিনতে পারে।

(২) রিযিক এ জন্য দিয়েছেন, যেন রিযিক দাতার শান বুঝতে পারে।

(৩) মৃত্যু দান এ জন্য করেছেন যেন তাঁর মহা পরাক্রমশালীতা বুঝতে পারে।

(৪) পুনরায় জীবিত এ জন্য করবেন যেন তাঁর কুদরতকে বুঝতে পারে।

বাহরাম পুনরায় বললো- আপনার ধর্ম যদি সঠিক হয়, তাহলে দেখি, এ আগুনের উপর আপনার হাত রাখুন। যদি আগুন আপনাকে দগ্ধ না করে, আমি মুসলমান হয়ে যাব। হযরত হারব তখনি বিসমিল্লাহ বলে আগুনের উপর হাত দিলেন এবং অনেক্ষণ আগুনের মধ্যে রাখলেন, কিন্তু আগুন কোন ক্ষতি করলো না। বাহরাম এ দৃশ্য দেখে কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল। (তাজকিরাতুল আউলীয়া - ২৯৫ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ তাঁদের প্রতিবেশীর হকের কথা স্মরণ রাখেন। তাঁদের পদ ধূলির উসীলায় কাফির মুশরিকেরও ঈমান নসীব হয়। বুজুর্গানে দ্বীনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে আল্লাহ খুশী হন।

কাহিনী নং- ৪৪৩

কাফন চোর

হযরত হাতেম আসম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একবার বলখ শহরে ওয়াজ করছিলেন। ওয়াজের মধ্যে তিনি বললেন- হে আল্লাহ, এ মাহফিলে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে যে সবচে বড় গুনাহগার, ওর প্রতি রহমত করুন, ওকে ক্ষমা করে দিন। এক কাফন চোরও সেই মাহফিলে উপস্থিত ছিল। রাত্রে সেই কাফন চোর কবরস্থানে গিয়ে একটি কবর খুঁদতে লাগলো। সেই সময় সে অদৃশ্য থেকে শুনতে পেল- হে কাফন চোর, আজকে তো তোমাকে হাতেম আসমের মাহফিলে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তুমি আবার আজ রাতেই কেন গুনাহ করতেছ? কাফন চোর এ আওয়াজ শুনে কেঁদে দিল এবং এ কাজ আর করবেনা বলে আন্তরিকভাবে তাওবা করলো। (তাজকিরাতুল আউলীয়া – ২৯৬ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণের মজলিসে উপস্থিত হলে গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়া যায়।

কাহিনী নং- ৪৪৪

এক নাস্তিক ও হযরত হাতেম

এক ভবঘুরে বাকপটু যুক্তিতর্কের বিশ্বাসী নাস্তিক হযরত হাতেম আসম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর দরবারে এসে ওনার শানে অশোভনীয় কথাবার্তা বলতে লাগলো। হযরত হাতেম ওর খোঁড়া যুক্তিকে এমনভাবে খন্ডন করলেন যে সে লা জবাব হয়ে গেল। বাদানুবাদটা হয়ে ছিল নিম্নরূপ ঃ

নাস্তিক ঃ আপনিতো মুফ্‌ত খোর, মানুষের জিনিস খেয়ে থাকেন।

হযরত হাতেম আসম ঃ আমি কি তোমার কোন জিনিস খেয়েছি?

নাস্তিক ঃ না।

হযরত হাতেম আসম ঃ তাহলে তো তুমি মানুষ বলে গণ্য হলে না।

নাস্তিক ঃ আপনি কি যুক্তি প্রমাণ দিচ্ছেন?

হযরত হাতেম আসম ঃ আল্লাহ তাআলাও কিয়ামতের দিন যুক্তি প্রমাণ তলব করবেন।

নাস্তিক ঃ এ সব কথার কথা।

হযরত হাতেম আসম ঃ আল্লাহ তাআলা কথাই পাঠিয়েছেন। তোমার মা তোমার বাপের জন্য কথার মাধ্যমেই বৈধ হয়েছে।

নাস্তিক ঃ আপনি তো আমার কথায় রাগান্বিত হয়ে গেলেন। তাহলে কি আপনার রুজি আসমান থেকে আসে?

হযরত হাতেম আসম ঃ সবের রুজি তো আসমান থেকে আসে। যেমন কুরআনে বর্ণিত আছে- وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ অর্থাৎ আসমানে তোমাদের রিজিক।

নাস্তিক ঃ তাহলে তো আপনি আরাম করে শুয়ে থাক্‌তে পারেন। রিজিক আপনার মুখে পৌছে যাবে।

হযরত হাতেম আসম ঃ ঠিকই পৌছবে। দুবছর তো দোলনায় ছিলাম। তখন রিজিক আমার মুখে এসে যেত।

নাস্তিক ঃ আপনি কি কাউকে বপন ছাড়া কাটতে দেখেছেন?

হযরত হাতেম আসম ঃ তোমার মাথার চুলতো বপন ছাড়া কাটা হয়।

নাস্তিক ঃ ঠিক আছে আপনি বাতাসে উড়তে থাকেন, ওখানে রিজিক পৌছে যাবে।

হযরত হাতেম আসম ঃ হ্যাঁ, আমি যদি পাখি হতাম, তাহলে রিজিক তথায় পৌছে যেত।

নাস্তিক ঃ মাটির নিচে চলে যান, ওখানে রিজিক পাওয়া যাবে।

হযরত হাতেম আসম ঃ হ্যাঁ, আমি যদি পিপড়া হতাম, তাহলে নিশ্চয় ওখানে রিজিক পাওয়া যেত।

শেষ পর্যন্ত নাস্তিক কাবু হয়ে গেল এবং হযরত হাতেম আসমের কথায় আকৃষ্ট হয়ে তওবা করে মুসলমান হয়ে গেল। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ২৯৯ পৃঃ)

সবক ঃ নাস্তিকগণের সমস্ত কথাবার্তা নিছক খোঁড়া যুক্তি ভিত্তিক হয়ে থাকে আর আল্লাহ ওয়ালা গণ সব যুক্তির জবাব মনমুগ্ধকর পদ্ধতিতে দিয়ে থাকেন।

কাহিনী নং ৪৪৫

শয়তানের ব্যর্থতা

হযরত হাতেম আসম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেছেন, একবার শয়তান আমাকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি ওকে এমন উত্তর দিয়েছিলাম যে সে নৈরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল। সে আমাকে বলছিল- আপনি কি খাবেন? আমি বললাম- মৃত্যু। সে বললো, কি পরিধান করবেন? আমি বললাম- কাফন। সে জিজ্ঞেস করলো- কোথায় থাকবেন? আমি বললাম- কবরে। আমার এ উত্তর শুনে সে বললো- আপনি খুবই শক্ত লোক। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৩০১ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নেক বান্দাগণকে শয়তান সহজে কাবু করতে পারেনা।

কাহিনী নং- ৪৪৬
ওলীর স্ত্রী

একবার হযরত হাতেম আসম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) দূরে কোথায় সফরে যাবার সময় তাঁর বিবি সাহেবাকে বললেন- আমি চার মাস পর্যন্ত বাইরে থাকবো। তোমার জন্য কি পরিমাণ খরচ রেখে যাব? তিনি উত্তরে বললেন- যত দিনের জিন্দেগী দান করবেন, তত দিনের খোরাকী রেখে যাবেন। হযরত হাতেম আসম বললেন- তোমার জিন্দেগীতো আমার হাতে নয়। বিবি সাহেবা বললেন- তাহলে তো আমার রুজিও আপনার হাতে নয়। হযরত হাতেম আসম চলে যাবার পর এক বুড়ী বিবি সাহেবাকে জিজ্ঞেস করলেন- হযরত হাতেম আপনার জন্য কত দিনের রুজি রেখে গেছেন? তিনি বললেন- উনি কি রুজি রেখে যাবে, সে তো নিজেই রুজি গ্রহণকারী। যিনি রুজি দাতা, সেতো এখানে আছেন। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৩০১ পৃঃ)

সবক ঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উম্মতদের মধ্যে এমন পুত:পবিত্র অনেক মহিলা ছিলেন, যারা আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখতেন, স্বামীদেরকে বিরক্ত করতেন না।

কাহিনী নং- ৪৪৭
পথের সম্বল

এক ব্যক্তি সফরে যাবার প্রাক্কালে হযরত হাতেম আসমের খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলো- হুযূর আমি সফরে যাচ্ছি, কিছু নসিহত করুন। তিনি বললেন- যদি তুমি বন্ধু চাও, তাহলে আল্লাহ তাআলাই তোমার বন্ধু হিসেবে যথেষ্ট। যদি সাথী চাও, তাহলে কিরামান কাতেবীন (স্কন্ধের ফিরিশতাদ্বয়) যথেষ্ট। যদি শিক্ষা নিতে চাও, তাহলে দুনিয়াই শিক্ষার জন্য যথেষ্ট। যদি মানসিক শান্তনা চাও, তাহলে শান্তনা ও দুঃখ লাঘবের জন্য কুরআন মজীদই যথেষ্ট। যদি কোন কর্ম চাও, তাহলে ইবাদতই যথেষ্ট। যদি আরও উপদেশ চাও, তাহলে মৃত্যুই শ্রেয়। আর যদি আমার এ সব নসিহত তোমার পছন্দ না হয়, তাহলে তোমার জন্য দোযখই যথার্থ। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৩০২ পৃঃ)

সবক ঃ মানুষের জন্য এ দুনিয়ায় জিকির ফিকিরই সবচে কল্যাণকর পাথেয়।

কাহিনী নং- ৪৪৮
মৃতদের সম্পদ

হযরত হাতেম আসম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) কে কোন এক ব্যক্তি বললো- অমুক ব্যক্তি অনেক সম্পদ সঞ্চয় করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- সে কি এর সাথে তার আয়ু সঞ্চয় করেছে? বললো- না। তিনি বললেন- তাহলে এ সম্পদ মৃত ব্যক্তির কি কাজে আসবে? (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৩০৪ পৃঃ)

সবক ঃ কোন ব্যক্তি জানেনা যে তার মৃত্যু কখন আসবে। এর প্রতিরোধে শত বছরের সম্পদও কোন কাজে আসবে না।

কাহিনী নং- ৪৪৯
বুজুর্গানে কিরামের নামায

হযরত হাতেম আসম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) কে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল- আপনি নামায কি ভাবে পড়েন? তিনি বললেন, যখন নামাযের সময় হয় তখন আমি পানি দ্বারা বাহ্যিক অযু এবং তওবা দ্বারা বাতেনী অযু করি। অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে কাবা শরীফকে ধ্যান করি, মকামে ইব্রাহীমকে দু-ভ্রূর মাঝ খানে, ডান দিকে বেহেশত, বাম দিকে দোযখ এবং পায়ের নিচে পুলসিরাতকে রাখি। মলকুল মউতকে পিঠের পিছনে মনে করে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করি এবং মনকে আল্লাহর প্রতি সঁপে দিই। অতঃপর বড় তাজীমের সাথে তকবীর বলি এবং একান্ত আদবের সাথে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত মনে কিরাত পাঠ করি, এরপর খুবই বিনয়ের সাথে রুকূ সিজদা আদায় করি। তৎপর দুজানু হয়ে বসে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হই। পরিশেষে একান্ত কৃতজ্ঞতার সাথে সালাম ফিরায়ে নামায সমাপ্ত করি। এ ভাবেই আমি আমার নামায আদায় করি। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৩০২

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণের নামাযই যথাযত নামায হিসেবে গণ্য করা যায়। আমাদের নামায শত ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ভরপুর।

কাহিনী নং- ৪৫০

বুজুর্গানে কিরামের জ্ঞান

হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ তস্তরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একবার তাঁর বন্ধু বান্ধবদের সাথে আলাপচারিতায় বলেছেন- আমার খুবই স্মরণ আছে যে আল্লাহ তাআলা যখন রোজে আযলে (সৃষ্টির আদি কালে) জিজ্ঞেস করেছিলেন- أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ। আমি কি তোমাদের প্রভু নই? আমি হ্যাঁ বলেছিলাম। মায়ের পেটে থাকাকালীন সমস্ত ঘটনাও আমার স্মরণ আছে। যখন আমার বয়স তিন বছর হয়েছিল, তখন আমি আমার মামা- মুহাম্মদ বিন সওয়ার (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর সাথে সারারাত নামায পড়তাম। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ২০৮ পৃঃ)

সবক ঃ এ কাহিনী থেকে বুঝা গেল যে অনেক আল্লাহ ওয়ালাগণের কাছে রোজে আযলের কথা ও মাতৃগর্ভে থাকাকালীনের ঘটনাবলী এবং শৈশবের সমস্ত কথা স্মরণ ছিল। যার বদৌলতে তাঁরা এ জ্ঞান লাভ করেছেন, সেই জাতে পাক হুযূর আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জ্ঞান কোন্ পর্যায়ের হতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যারা বলে যে হুযূরের কাছে পিঠের পিছনের জ্ঞানও নেই, তাদের থেকে বড় মূর্খ আর কে হতে পারে?

কাহিনী নং- ৪৫১

বুজুর্গানে কিরামের দুআ

আমর লাইস নামে এক প্রশাসক একবার এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। ডাক্তারেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও আরোগ্য করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত কোন একজন পরামর্শ দিল যে চিকিৎসা তো চুড়ান্ত পর্য্যায়ে করা হলো কিন্তু কোন কাজ হলো না। এবার কোন নেক বান্দার মাধ্যমে দুআ করায়ে দেখতে পারেন। এতে সবাই সম্মত হলো এবং হযরত সাহল (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর মাধ্যমে দুআ করানোর কথা বললো। কারণ সে সময়ে তিনি সবচে বড় বুজুর্গ ও কামেল ওলী ছিলেন। সে মতে তাঁকে দাওয়াত দেয়া হলো। তিনি যথাসময়ে তশরীফ আনলেন এবং রোগীর পাশে বসে রোগীকে বললেন- এমন ব্যক্তির বেলায় দুআ কবুল হয়, যিনি আন্তরিকভাবে তওবা করে ও আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। হে

আমর, তোমর জেলখানায় অনেক নিরাপরাধ লোক আটক আছে। প্রথমে ওদের সবাইকে ছেড়ে দাও এবং তওবা কর। এরপরই আমি তোমার জন্য দুআ করবো। আমর লাইস তাই করলো। কয়েদীদেরকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিল এবং তওবা করলো। এবার হযরত সাহল আল্লাহর দরবারে হাত উঠায়ে এ ভাবে দুআ করলেনঃ

হে আল্লাহ! তুমিতো ওকে তোমার নাফরমানীর পরিনতি দেখায়েছ।

এবার ওকে আমার আনুগত্যের প্রতিফলও দেখাও। যে ভাবে তুমি ওর অভ্যন্তরে তওবার পোষাক পরিধান করায়েছ,অনুরূপ ভাবে ওর বাহ্যিক শরীরে ক্ষমার পোষাক পরিধান করায়ে দাও।

এ দুআ করার সাথে সাথে আমর লাইস সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। সে তাঁকে অনেক কিছু নজরানা দিতে চাইলো কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করলেন না। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ২১২ পৃঃ)

সবক ঃ বুজুর্গানে কিরামের দুআর দ্বারা তকদীর পরিবর্তন হয়ে যায়। যার দুআ বিফল হয় না এমন ব্যক্তির দ্বারা দুআ করানো চায় এবং যার জন্য দুআ করা হয়, ওকেও আন্তরিকভাবে তওবা করা চায়। এ রকম ক্ষেত্রে দুআ কখনও বিফল হয় না।

কাহিনী নং- ৪৫২

অপূর্ব দুআ

একবার হযরত মারুফ করখী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর একদল ভক্ত অনুরক্তদের সাথে নিয়ে কোন এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। দজলা নদীর পাড় দিয়ে যাবার সময় দেখলেন যে একদল যুবক পাপাচারে লিপ্ত। হযরত করখীর কাছে তাঁর সাথীগণ আরয করলেন- হুযূর, আপনি এ সব বদমাইশদের জন্য এমন দুআ করুন যেন আল্লাহ তাআলা ওদেরকে ডুবায়ে মারে, যাতে ওদের এ পাপাচার প্রসার লাভ করতে না পারে। হযরত মারুফ করখী বললেন- ঠিক আছে, সবাই হাত উঠাও, আমি দুআ করতেছি। তোমরা সবাই 'আমীন' বলবে। অতপর সবাই হাত উঠালেন এবং তিনি এ ভাবে দুআ করলেন- 'হে আল্লাহ, যে ভাবে তুমি এদেরকে এ জগতে আনন্দ আহলাদে রেখেছ, অনুরূপভাবে ওদেরকে পরজগতেও আনন্দ-আহলাদ দান কর'। তাঁর এ দুআ শুনে সাথীরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং এর কারণ জানতে

চাইলে তিনি বললেন- একটু ধৈর্য ধর, এক্ষুণি আমার উদ্দেশ্য প্রকাশ পাবে। কিছুক্ষণ পর সেই যুবক দলের দৃষ্টি যখন মারুফ করখীর উপর পড়লো, তারা সাথে সাথে নিজেদের বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেললো, মদ ফেলে দিল এবং ব্যাকুল ভাবে কাঁদতে লাগলো। সবাই এসে হযরতের কদমে পতিত হলো এবং আন্তরিকভাবে তওবা করলো। হযরত মারুফ করখী সাথীদেরকে বললেন, দেখলে তো, উদ্দেশ্য কি ভাবে সফল হলো? ওদেরকে ডুবাতেও হলো না এবং ওদের কোন কষ্টও পেতে হলো না। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ২৩০ পৃঃ)

সবক ঃ বুজুর্গানে কিরামের দুআয় ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায়। যে কাজ এটম বোমায় সাধিত হয় না, সে কাজ আল্লাহ ওয়ালা গণের দৃষ্টি ও দুআর দ্বারা হয়ে যায়।

কাহিনী নং- ৪৫৩

লজ্জা

হযরত মারুফ করখীর মামা ছিলেন শহরের প্রশাসক। একদিন জঙ্গলে ভ্রমণ করার সময় দেখতে পেলেন যে তাঁর ভাগিনা মারুফ করখী এক জায়গায় বসে রুটি খাচ্ছিলেন। তাঁর পাশে বসা ছিল একটি কুকুর। তিনি কুকুরটাকেও খাওয়াচ্ছিলেন। এক টুক্‌রা নিজের মুখে দিচ্ছিলেন এবং এক টুক্‌রা কুকুরের মুখে দিচ্ছিলেন। মামা এ দৃশ্য দেখে ভাগিনাকে বললেন, তোমার লজ্জা লাগেনা একটি কুকুরের সাথে এ ভাবে রুটি খাচ্ছ? তিনি বললেন- মামু, আমি শরমের কারণেইতো একে রুটি খাওয়াচ্ছি। এরপর তিনি মাথা উঠালেন। একটি পাখী আকাশে উড়ে যাবার সময় তিনি ডাক দিলেন। সাথে সাথে পাখিটি নিচে নেমে আসলো এবং তাঁর হাতের উপর এসে বসলো। কিন্তু স্বীয় ডানা দ্বারা নিজের মুখ ও চোখকে ঢেকে রাখলো। এবার হযরত করখী মামাকে বললেন- দেখুন মামা, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি লজ্জা-শরম রাখে, প্রতিটি প্রাণী ওর প্রতি লজ্জা-শরম রাখে। মামা ভাগিনার এ শান দেখে ভীষন লজ্জিত হয়ে গেলেন। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ২৩১ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণের স্বভাব-চরিত্র খুবই উন্নত হয়ে থাকে। ওনাদের মন-মানসিকতা আল্লাহর মখলুকদের প্রতি সদা দয়াপরবশ হয়ে থাকে। পশু-পাখিও তাঁদের অনুগত হয়ে থাকে।

কাহিনী নং- ৪৫৪

স্থানান্তর

হযরত ফতেহ মুসেলী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একদিন তাঁর সাগরীদদের সাথে মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় এক সাদা পোষাকধারী যুবক এসে বললো- হুযূর, স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর মুসাফিরদের কোন হক আছে কি? তিনি বললেন- হ্যাঁ, নিশ্চয় আছে। তখন যুবকটি বললো- হুযূর, আমি একজন মুসাফির। অমুক মহল্লার অমুক ঘরে অবস্থান করছি। আগামী কাল আমি মারা যাব। কাল মেহেরবাণী করে আপনি সেই মহল্লায় আসবেন এবং যে ঘরে আমি থাকি সেখানে গিয়ে আমার গোসল আপনি নিজেই দিবেন এবং আমার এ পরিধানের কাপড়কে কাফন বানাবেন এবং সেই কাফনে আমাকে দাফন করবেন। কথাগুলো বলে যুবকটি চলে গেল।

হযরত মুসেলী পরদিন সেই মহল্লায় গেলেন এবং সেই ঘরে গিয়ে জানতে পারলেন যে সেই যুবকটি সত্যিই মারা গেছে। হযরত মুসেলী অসিয়ত মুতাবিক নিজেই গোসল করালেন এবং সেই পরিধানের কাপড়কে কাফন হিসাবে পরালেন। যে মাত্র কাফন পরানো শেষ হলো, যুবকটি কাফন থেকে হাত বের করে হযরত মুসেলীর কাপড়ের আস্তিন ধরে বললো- আল্লাহ আপনাকে এর প্রতিফল দান করুক। হে ফতেহ মুসেলী, যদি আমি আল্লাহর কাছে মর্তবা পাই, তাহলে নিশ্চয় আমি আপনার এ খেদমতের প্রতিদান দিব। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ২৪৯ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নিজেদের মৃত্যুর খবর জেনে যান। তাঁদের মৃত্যুটা স্থানান্তর মাত্র। অর্থাৎ এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া।

কাহিনী নং- ৪৫৫

আলোকসজ্জা

হযরত আহমদ খায়রোয়া (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর বাড়ীতে একজন প্রসিদ্ধ বুজুর্গের আগমন উপলক্ষে সাতটি বাতি জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়েছিল। তা দেখে বুজুর্গ মেহমানটি বললেন, অনর্থক এটা করতে গেলেন কেন? হযরত আহমদ খায়রোয়া বললেন, আমি যে বাতিটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য

প্রজ্বলিত করিনি, সেটা নিবায়ে দিন। বুজুর্গ লোকটি উঠে বাতি গুলো নিবাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু একটি বাতিও নিবাতে পারলেন না। পরদিন মেহমানকে নিয়ে একটি গির্জায় গেলেন। গির্জার দরজায় এক খৃষ্টান নেতা বসা ছিল। সে হযরত আহমদ খায়রোয়াকে দেখে বললো, আসুন, আসুন, খাবার খেয়ে যান। হযরত খায়রোয়া বললেন, শত্রু মিত্র এক সাথে কোন কিছু খায় না। সে বললো, তাহলে আমাকে মুসলমান করে নিন। তিনি ওকে কলেমা পড়ায়ে মুসলমান করে নিলেন। ঐ নেতার সাথে গির্জায় আরও সত্তর জন লোক ছিল। নেতাকে মুসলমান হতে দেখে ওরাও মুসলমান হয়ে গেল। সেই রাতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অদৃশ্য আহবানকারীর মুখে এ আওয়াজ শুনতে পেলেন- হে আহমদ খায়রোয়া, তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য সাতটি বাতি জ্বালিয়েছ, আমি তোমার খাতিরে তোমার মাধ্যমে সত্তর জন লোকের অন্তরে ঈমানের বাতি জ্বালিয়েছি। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ২৬০ পৃঃ)

সবক ঃ যে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, সেটাকে অপচয় বা অপব্যয় বলা যায় না। মীলাদুন্নবী উপলক্ষে যে আলোকসজ্জা করা হয়, সেটাতে আল্লাহর মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আগমন উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ ছাড়া অন্য কোন নিয়ত থাকে না। তাই সেটাকে বিদআত বা অপব্যয় বলার কোন অবকাশ নেই।

কাহিনী নং- ৪৫৬

ভাইকে উপদেশ

হযরত ইয়াহিয়া মায়াজ রাযী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর এক ভাই মক্কা শরীফে গিয়ে আর ফিরে আসেনি, ওখানে স্থায়ী ভাবে রয়ে গিয়েছিল। অনেক দিন পর সে হযরত ইয়াহিয়ার কাছে চিঠি লিখে জানালেন- 'আমার তিনটি বাসনা ছিল, যার দুটি পূর্ণ হয়েছে এবং একটি বাকী রয়েছে। দুআ করবেন যেন সেটাও পূর্ণ হয়। ঐ তিন বাসনার একটি ছিল আমার শেষ জীবনে যেন কোন উন্নত ও পবিত্র স্থানে থাকতে পারি। খোদার রহমতে আমি এখন মক্কা শরীফে অবস্থান করছি, যেটা সবচে বড় মুবারক স্থান। তাই এ বাসনাটা পূর্ণ হয়ে গেল। আমার দ্বিতীয় বাসনা ছিল এমন একজন খাদেম নিযুক্ত করার যে ঠিকমত আমার খেদমত করতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমার এ বাসনাটাও পূর্ণ করেছেন। আমি একজন অমায়িক খাদেম পেয়েছি। আমার তৃতীয় বাসনাটি হলো মৃত্যুর আগে যেন আপনাকে এক

নজর দেখতে পাই। আশা করি আল্লাহ তাআলা আমার এ বাসনাটাও পূর্ণ করবেন।

হযরত ইয়াহিয়া (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর ভাই এর চিঠির উত্তরে লিখলেন- ভাইজান, ভাল জায়গার বাসনা নয়, ভাল মখলুক হওয়ার জন্য চেষ্টা করুন। ভাল মখলুক হয়ে যে জায়গায় ইচ্ছে, সে জায়গায় অবস্থান করুন। স্মরণ রাখবেন জায়গার দ্বারা মানুষের মান সম্মান বৃদ্ধি পায় না বরং মানুষের দ্বারা জায়গার কদর হয়। আপনি লিখেছেন যে আপনার একজন খাদেমের প্রয়োজন ছিল, সেটাও পূর্ণ হয়েছে। আমার কথা হলো, আপনার মধ্যে যদি বিবেক থাকতো, আল্লাহর একজন খাদেমকে নিজের খাদেম করে আল্লাহর খেদমত করা থেকে বিরত রাখতেন না। নিজেই খাদেম হওয়ার বাসনা করা উচিত ছিল। মনে রাখবেন, খেদমত গ্রহণ আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য আর গোলামী করা বান্দারই বৈশিষ্ট্য। বান্দা বান্দা হিসেবে থাকা চায়। বান্দা কর্তৃক আল্লাহর বৈশিষ্ট্য বাসনা করা ফিরাউনী চিন্তাধারারই নামান্তর। আপনি আমার সাক্ষাত পাওয়ার বাসনা করেছেন। এতে মনে হয় আপনি আল্লাহ তাআলা থেকে উদাসীন। যদি আপনি আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন, তাহলে কখনো আমার কথা মনে পড়তো না। আপনার উচিত যে আল্লাহকে এমন ভাবে স্মরণ করা যেন ভাই এর কথা মনে না পড়ে। আপনি আল্লাহকে পেয়ে গেলে আমার কি প্রয়োজন? আর আল্লাহকে না পেলে আমাকে পেয়ে কি লাভ হবে? (তাজ কিরাতুল আউলীয়া- ২৬৮ পৃঃ)

সবক ঃ মানুষের উচিত যে আল্লাহর স্মরণ ও নেক আমল দ্বারা নিজেকে উন্নত করা এবং যতটুকু সম্ভব বিলাসিতা বর্জন করে আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়োজিত থাকা। এতেই রয়েছে বান্দার স্বার্থকতা ও কামিয়াবী।

কাহিনী নং- ৪৫৭

স্বপ্নের তাবীর

হযরত ইয়াহিয়া মায়ায রাযী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একবার তাঁর এক প্রিয়ভাজনকে এ ভাবে চিঠি লিখলেন- প্রিয়তম, দুনিয়াটা হচ্ছে স্বপ্নের মত আর পরকালটা হচ্ছে জাগ্রত অবস্থার মত। যে ব্যক্তি স্বপ্নে কাঁদতে দেখে, এর তাবীর হয় বিপরীত অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় সে হাসবে বা আনন্দিত হবে। অতএব হে প্রিয়তম, তোমাকে স্বপ্নসদৃশ দুনিয়াতে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা চায় যেন পরকালের জাগ্রতাবস্থায় হাসতে পার ও আনন্দ পেতে পার। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ২৬৯ পৃঃ)

সবক ঃ পরকালের কল্যাণের জন্য দুনিয়াতে ভাল কাজ করা উচিত। আল্লাহর ভয়ে সদা কান্নাকাটি করা চায়, যাতে পরকালে মুখে হাসি ফুটে।

কাহিনী নং- ৪৫৮

ঈমানের বাতি

এক রাত্রে হযরত ইয়াহিয়া মায়ায রাযী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর সামনে একটি প্রজ্বলিত বাতি দমকা হাওয়ায় হঠাৎ নিবে গেল। হযরত ইয়াহিয়া কাঁদতে লাগলেন। মুরীদগণ আরয করলেন- হুযূর আপনি কাঁদছেন কেন, আমরা এক্ষণি বাতিটা পুনরায় জ্বালিয়ে দিচ্ছি। তিনি বললেন- আমি এ জন্য কাঁদছিনা যে বাতি কেন নিবে গেল, আমিতো কাঁদছি সে ভয়ে যে ঈমানের আলো এবং তাওহীদের যে চেরাগ মূর্তিদের মধ্যে প্রজ্বলিত আছে, সেটা যদি বিপথগামীতার হাওয়ায় নিবে যায়, তখন আমাদের কি অবস্থা হবে? (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ২৭০ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলার কাছে সব সময় পরকালের কল্যান কামনা করা চায়। সদা এ দুআ করা চায় যেন ঈমান সালামত থাকে।

কাহিনী নং- ৪৫৯

চারটি দুআ

এক ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রায় সময় পাপাচারে লিপ্ত থাকতো। ভুলেও কখনো আল্লাহকে স্মরণ করতো না। একদিন স্বীয় গোলামকে চার দেরহাম দিয়ে বললো- বাজার থেকে কিছু মিষ্টি নিয়ে এসো। গোলাম বাজারে যাবার পথে দেখলো যে একটি সমাবেশে হযরত মনছুর (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ওয়াজ করতেছেন। সে কিছুক্ষণ ওয়াজ শুনার মনস্থ করে মাহফিলে গিয়ে বসলো। ওয়াজের এক পর্যায়ে হযরত মনছুর তাঁর এক দরবেশকে সাহায্য করার জন্য শ্রোতাদের প্রতি আকুল আহবান জানালেন এবং বললেন- যে ব্যক্তি এ দরবেশকে চার দেরহাম দিবে, আমি ওর জন্য চারটি দুআ করবো। গোলাম মনে মনে চিন্তা করলো যে আমার কাছে তো চার দেরহাম আছে। এ চার দেরহাম দিয়ে আমার মনের মত চারটি দুআ করায়ে নিতে পারি। অতপর সে সেই চার দেরহাম দরবেশকে দিয়ে দিল। হযরত মনছুর বললেন- জাযাকাল্লাহ, বল, তোমার জন্য কি কি দুআ করবো। গোলাম

বললো- প্রথমে আমার জন্য এ দুআ করুন যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে দেন। দ্বিতীয় দুআটি হবে আল্লাহ তাআলা যেন আমার মুনিবকে তওবা করার তৌফিক দান করেন। তৃতীয় দুআটি হবে আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে চার দেরহাম দান করে। চতুর্থ দুআটি হবে আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে, আমার মুনিবকে ও এ মাহফিলে সমবেত সবাইকে ক্ষমা করে দেন। হযরত মনছুর ওর বাসনা মুতাবেক এ চার দুআই করলেন। এ চার দুআ করায়ে গোলাম খালি হাতে ঘরে ফিরে গেল। মুনিব জিজ্ঞেস করলো- এত দেরী করলে কেন এবং মিষ্টি কোথায়? গোলাম অকপটে বললো- আমি সেই চার দেরহাম হযরত মনছুরের মাহফিলে দিয়ে এসেছি এবং এর বিনিময়ে হযরত মনছুর কর্তৃক চারটি দুআ করায়েছি। মুনিব জিজ্ঞেস করলো- সে চারটি কি কি দুআ করায়েছ? গোলাম বললো- প্রথম দুআ হচ্ছে, আল্লাহ যেন আমাকে মুক্তি দান করে। দ্বিতীয় দুআ হচ্ছে, চার দেরহামের বিনিময়ে যেন চার দেরহাম পাওয়া যায়। তৃতীয় দুআ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা যেন আপনাকে তওবার তৌফিক দান করে এবং চতুর্থ দুআ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা যেন আমার আপনার ও মাহফিলে উপস্থিত সবের উপর রহমত করে এবং সবাইকে ক্ষমা করে দেন। মুনিব এ বক্তব্য শুনে বললো, প্রথম দুআতো কবুল হলো- আমি তোমাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে দিলাম, দ্বিতীয় দুআটিও কবুল হলো- এ লও সেই চার দেরহামের পরিবর্তে চারশ দেরহাম দিলাম। তৃতীয় দুআটিও কবুল হয়েছে- শুন, আমি আন্তরিকভাবে তওবা করছি, আগামীতে আর কখনো খোদার নাফরমানী করবো না এবং কোন গুনাহের কাজের কাছেও ঘেষবো না। আমার ক্ষমতাধীন যে তিনটা বিষয় ছিল, সে গুলো আমি পূর্ণ করে দিলাম। কিন্তু চতুর্থ বিষয়টি আমার ক্ষমতার বাইরে, সেই বিষয়ে আমার কোন হাত নেই। তখনই অদৃশ্য থেকে এ আওয়াজটি আসলো- হে বান্দা, যে সব কাজ তোমার ক্ষমতাধীন ছিল, তা তুমি বাস্তবায়িত করে দেখায়েছ। আর যে কাজ আমার ইখতিয়ারাধীন আমি রহমানুর রহীম হয়ে সে কাজটাকে বাস্তবায়িত করে কি দেখাবো না? যাও, আমি তোমাকে, তোমার গোলামকে, মনছুর ও মাহফিলে উপস্থিত সবাইকে আমার রহমতের আওতায় নিয়ে নিলাম এবং সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৪১৫ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাগণের মাহফিলে যোগদান রহমত প্রাপ্তি ও নাজাতের সহায়ক। আল্লাহর মকবুল বান্দাগণের দুআ সহসা কবুল হয়। আল্লাহর মকবুল বান্দাগণের দুআর দ্বারা অনেক গুনাহগারের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায়।

কাহিনী নং - ৪৬০

মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি

এক দিন এক মজুসী (অগ্নি উপাসক) গলায় পৈতা এবং এর উপর মুসলমানী পোষাক পরিধান করে হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে এসে বললো- হুযূর, একটি হাদীছের ভাবার্থ জানতে এসেছি। হাদীছটি হলো- اِتَّقُوْا بِفَرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهٗ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ (অর্থাৎ মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় কর। কারণ সে আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে।) এ হাদীছের ভাবার্থ কি? হযরত জুনাইদ মুচকি হাসলেন এবং বললেন- 'তুমি তোমার পৈতাটা ফেলে দাও, কুফরী ত্যাগ কর এবং কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও।' মজুসী এ কথা শুনার সাথে সাথে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৪৩৩ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাগণের দৃষ্টিতে কোন কিছু গোপন থাকে না। উপরোক্ত হাদীছ মুতাবিক তাঁরা নূরানী দৃষ্টিতে সব কিছু দেখে থাকেন।

কাহিনী নং- ৪৬১

বদগুমান

একদা হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এক ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে দেখে মনে মনে বললো- এ লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হয়ে ভিক্ষা করতেছে। অথচ সে উপার্জন করে খেতে পারে। সেই দিবাগত রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে একটি ডাকনা দেয়া পাত্র তাঁর সামনে রাখা হয়েছে এবং লোকেরা বলছে খেয়ে নিন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী ঢাকনা উঠালে দেখতে পেলেন যে পাত্রে সেই ভিক্ষুকের লাশ রক্ষিত আছে। তিনি তা দেখে বিচলিত হয়ে বলে উঠলেন- আমি তো মৃত ভোজী নই। লোকেরা বললো- কেন, আপনি তো দিনে সেই দরবেশকে খেয়েছেন। হযরত জুনাইদ বললেন, আমি বুঝতে পারলাম যে আমার সেই ধারনার জন্য এ রকম স্বপ্ন দেখলাম। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। অজু করে দুরাকাত নামায পড়ে সেই দরবেশের সন্ধানে বের হয়ে পড়লাম। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখতে পেলাম, সেই দরবেশ নদীর পাড়ে বসে আছেন এবং

মানুষের শাক ধোয়া পানিতে ভাসমান শাকের টুকরা গুলো উঠায়ে খাচ্ছেন। আমি ওনার সামনে এগিয়ে গেলে উনি মাথা উঠায়ে আমার দিকে দেখলেন এবং বললেন, আমার সম্পর্কে তোমার মনে যে ধারনা হয়ে ছিল সেটার জন্য তওবা করেছ? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন- ঠিক আছে, চলে যাও। আল্লাহ বান্দাদের তওবা কবুল করেন। এখন থেকে তোমার মনকে নিয়ন্ত্রন করো। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৪৪০ পৃঃ)

সবক ঃ বদ গুমান ও গীবত খুবই খারাপ। কোন মুসলমান ভাই এর গীবত করা নিজের মৃত ভাই এর মাংস খাওয়ার মত জঘন্য পাপ।

কাহিনী নং- ৩৫২

মুখের কালিমা

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর এক মুরীদ বসরায় থাকতেন। এক দিন ওর মনে কোন একটি গুনাহের খেয়াল আসলো। এ বদখেয়াল আসার সাথে সাথে ওনার চেহারা কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে গেল। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে খুবই ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং লজ্জায় ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিলেন। তিন দিন পর এ কৃষ্ণ বর্ণ দূরীভূত হয়ে চেহারা আগের মত উজ্জ্বল হয়ে গেল। সেই দিনই এক ব্যক্তি এসে হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর একটি চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিতে লেখা ছিল- নিজের মনকে নিজের আয়ত্তে রেখো এবং বন্দেগীটা আদবের সাথে পালন করো। তিন দিন তিন রাত আমাকে ধোপীর কাজ করতে হলো, যাতে তোমার চেহারার কৃষ্ণ বর্ণটা দূরীভূত হয়। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৪৪৬ পৃঃ)

সবক ঃ পীর-মুর্শিদের বদৌলতে মানুষ গুনাহ থেকে বিরত থাকে। কোন ভুল ত্রুটি হয়ে গেলেও পীর মুর্শিদের সহায়তায় এর থেকে পরিত্রান পাওয়া যায়। তাই কোন কামিল পীরের মুরীদ হওয়া উচিত।

কাহিনী নং- ৪৬৩

দু' তলোয়ার

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে এক সৈয়দ সাহেব এসেছিলেন। তিনি সৈয়দ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কোথায় থেকে এসেছেন। সৈয়দ সাহেব উত্তর দিলেন- জীলান থেকে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কার বংশধর? সৈয়দ সাহেব জবাব দিলেন- আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বংশধর। তিনি বললেন- আপনার দাদা দু'তলোয়ার ব্যবহার করতেন- একটি কাফিরদের বিরুদ্ধে, অন্যটি নফসের বিরুদ্ধে। আপনি যেহেতু ওনার বংশধর, বলুন আপনি কোন্ তলোয়ারটি ব্যবহার করেন? সৈয়দ সাহেব এ প্রশ্ন শুনে কেঁদে দিলেন এবং বললেন- আপনি আমাকে পথ দেখান এবং কিছু নসীহত করুন। অতপর তিনি সৈয়দ সাহেবকে অনেক বিষয়ে উপদেশ দিলেন। (তাজকিরাতুল আউলীয়া - ৪৪৮ পৃঃ)

সবক ঃ প্রত্যেক মুসলমানকে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করা চায়। নফসে-আম্মারা মুমিনদের বড় দুশমন।

কাহিনী নং- ৪৬৪

সহনশীলতা

একবার হযরত ওসমান আলজীরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বাজার থেকে ফেরার পথে এক বেআদব এক ভান্ড ছাই স্বীয় বিল্ডিং থেকে তাঁর মাথার উপর নিক্ষেপ করেছিল। এতে তাঁর মুরীদগণ ক্ষেপে গিয়েছিল। তিনি ওদেরকে শান্তনা দিয়ে বললেন- এর জন্যতো রাগ নয় বরং শুকরীয়া আদায় করা দরকার। কেননা সে ইচ্ছে করলে আগুন নিক্ষেপ করতে পারতো কিন্তু সে সামান্য ছাই নিক্ষেপ করে তৃপ্ত হয়েছে। তাই এর জন্য আমি শুকরীয়া আদায় করছি। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৪১১ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাগণ সবসময় সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে থাকেন।

কাহিনী নং- ৪৬৫

শয়তানের ফাঁদ

হযরত আবদুল্লাহ জলা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একদিন মজুসী সম্প্রদায়ের এক সুন্দর ছেলেকে দেখে তিনি তন্ময় হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর সেই পথ দিয়ে হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) কে যেতে দেখে তিনি তাঁর কাছে আরয করলেন, হুযূর আমি এ ছেলের অপূর্ব সুন্দর চেহারা দেখে এটা চিন্তা করছি যে এমন সুন্দর চেহারাও কি আগুনে জ্বলবে।হযরত জুনাইদ বাগদাদী বললেন- এটা শয়তানী ফাদঁ যা তোমাকে মুগ্ধ করছে। স্মরণ রেখো, এটা শিক্ষনীয় দৃশ্য নয় বরং এটা যৌন উদ্দীপক দৃশ্য। আল্লাহর আটার হাজার জগতে অনেক অনেক আশ্চর্যকর ঘটনা থেকে তুমি শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। একটি ছেলের সোন্দর্যকে তুমি যে শিক্ষনীয় দৃশ্য মনে করছ, এটা শয়তানী ফাঁদ। অতি শীঘ্রই তুমি শয়তানের ফাঁদে পতিত হবে। ঠিকই এর পরপরই তাঁর স্মরণ শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তিনি হাফেজে কুরআন ছিলেন। কিন্তু এরপর তিনি কুরআন ভুলে যান। এর জন্য তিনি আল্লাহর কাছে অনেক বছর কান্নাকাটি করতে রইলেন, স্বীয় পদঙ্খলনের জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং তওবা করলেন। পরিশেষে আল্লাহ তাঁর প্রতি করুনা করলেন, কুরআন পুনরায় স্মরণে এসে গেল। এরপর থেকে তিনি জীবনে আর কোন দিন কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৪৯৮ পৃঃ)

সবক ঃ যারা পর মহিলা দেখে বলে যে আমরা আল্লাহর কুদরত ও কারিগরী বৈশিষ্ট্য দেখছি এবং সিনেমা দেখে বলে যে আমরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য দেখতেছি, তারা আসলে শয়তানের ফাঁদে পড়েছে। কেননা শিক্ষা গ্রহণের জন্যতো আল্লাহর হাজার হাজার নিদর্শন মওজুদ আছে। তাই ও গুলো শয়তানী ফাঁদ ছাড়া আর কিছু নয়।

কাহিনী নং- ৪৬৬

আনাড়ী ব্যক্তি

হযরত আবুল হাসান বুশীখী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর শহরে এক আনাড়ী ব্যক্তির গাধা হারিয়ে গিয়েছিল। সেই আনাড়ী লোকটি সোজা হযরত আবুল হাসানের কাছে গিয়ে বললো- আমার গাধাটি আপনিই লুকায়ে রেখেছেন। হযরত

আবুল হাসন বললেন- এটা কি বলছ, তোমার সাথে তো আমার কোন পরিচয় নেই, তোমার গাধা আমার কি প্রয়োজন। যাও, এ রকম মিথ্যা বলা থেকে বিরত থেকো। আনাড়ী লোকটি বললো, আমি আমার গাধা না পেলে কখনো যাব না। বরং চিৎকার করে বলবো, আমার গাধা আপনিই চুরি করেছেন। শেষ পর্যন্ত হযরত আবুল হাসান হাত উঠায়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন- হে আল্লাহ আমাকে এ আনাড়ী থেকে মুক্ত কর। প্রার্থনা শেষ হবার আগেই একজন লোক এসে বললো- তোমার গাধা পাওয়া গেছে। আনাড়ী লোকটি হযরতের কদমে পতিত হয়ে বললো- আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি নিশ্চিত জানতাম যে আপনি আমার গাধা নেন নি। তবে আমার মনে এ ধারনাটা এসেছিল যে আমার কথায় আপনি বিরক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে আল্লাহ আপনার প্রার্থনা কবুল করবেন এবং আমার গাধাটা পেয়ে যাব। ঠিকই তা-ই হলো। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৫২৯ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাগণের দুআ বিফল হয় না। তাঁদের আস্তানায় ধর্না দিলে অনেক মুশকিল আসান হয়ে যায়।

কাহিনী নং- ৪৬৭

নাবুয়াত যুগের পর

হযরত হাকীম তিরমীযী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) খুবই সুন্দর ও সুশ্রী ছিলেন। একবার এক ধনী মহিলা তাঁকে দেখে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে যায় এবং তাঁর কাছে ওর মনোভাব ব্যক্ত করে। তিনি 'লা-হওলা' পড়ে ওখান থেকে চলে যান। ত্রিশ বছর পর তাঁর বার্ধক্য জীবনে একবার যৌবনের এ ঘটনাটি স্মরণ হলো এবং মনে মনে চিন্তা করলেন, 'আমি যদি সেই সময় সেই মহিলার মনে কষ্ট না দিতাম এবং পরবর্তীতে তওবা করে নিতাম, তাতে এমন কি ক্ষতি হতো।' পরক্ষণই তিনি মনকে ফিরায়ে নিলেন এবং কাঁদতে লাগলেন আর নফসকে দোষারোপ করতে লাগলেন- হে বদজাত, গুনাহের প্রতি আকৃষ্টকারী, যৌবনে তো এ কামনা হয়নি, এখন বার্ধক্যে এত মুজাহেদা-রেযাজত করার পরও গুনাহ না করায় এ অনুশোচনা কেন? ছিঃ ছিঃ! এ রকম ধারনা আসায় তিনি খুবই মর্মাহত হলেন। তিন দিন মর্মাহত অবস্থায় থাকার পর স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দিদার নসীব হলো। হুযূর বললেন, হে তিরমীযী, মর্মাহত হয়ো না। এ ধারনা আসার পিছনে তোমার কোন দোষ নেই। এর কারণ হচ্ছে তোমার এ বার্ধক্যের কালটা আমার ইন্তেকালের পর আরও ত্রিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমার যুগ

থেকে ক্রমান্বয়ে দূরত্বের কারণে এ ধরণের ধারনা মনে জাগ্রত হয়েছে। তুমি মোটেই ভয় করোনা। আল্লাহ, আল্লাহ করতে থেকো। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৫৩৫ পৃঃ)

সবক ঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর যুগ থেকে দূরত্ব যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই মানুষের মধ্যে অন্যায়, পাপাচার অপরাধ প্রবনতা বেড়েই যাচ্ছে। উপরোক্ত কাহিনী থেকে এটাও জানা গেল যে আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকাল করার পরও তাঁর উম্মতের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত।

কাহিনী নং-৪৬৮

দু'জন সূফী

অনেক দূর থেকে দুজন সূফী এসেছিলেন হযরত আবদুল্লাহ হানিফ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর সাথে সাক্ষাত করতে। তাঁর খানকায় পৌঁছে জানতে পারলেন যে তিনি বাদশাহের দরবারে গেছেন। এ খবর শুনে সূফীদ্বয় মনে মনে চিন্তা করলেন, এ কোন্ ধরনের ওলী, যিনি বাদশাহের দরবারে যান। যাক ওনারা ওখানে বসে না থেকে, শহর দেখতে বের হলেন এবং এদিক সেদিক ঘুরাফেরা করতে লাগলেন। একটি দর্জির দোকান দেখতে পেয়ে তাদের একজনের ছেঁড়া কোর্তাটা শেলাই করার মনস্থ করলেন। দর্জি খুবই ব্যস্ত থাকায় তারা দর্জি থেকে একটা সূঁই চেয়ে নিয়ে নিজেরাই শেলাতে লাগলেন। সেই সময় দর্জির কাঁচিটা খুঁজে না পাওয়ায় তাঁদেরকে দায়ী করলো এবং বিচারের জন্য বাদশাহের দরবারে নিয়ে গেল। বাদশাহের কাছে আর্জি পেশ করে বললো- এ দু'জন আমার কাঁচি চুরি করেছে। সে সময় হযরত আবদুল্লাহ হানিফ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাদশাহকে বললেন- এ দু'জন নিরীহ সূফী ব্যক্তি। এ কাজ ওদের দ্বারা হতে পারে না। আপনি ওদেরকে ছেড়ে দিন। বাদশাহ তাঁর কথায় ওদেরকে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর তিনি সূফীদ্বয়কে বললেন- ভাই, তোমাদের চিন্তাধারা সঠিক ছিল না। আমি এ ধরনের কাজের জন্যই এখানে আসি। এ কথা শুনে উভয়ে খুবই লজ্জিত হলেন এবং তাঁর মুরীদ হয়ে গেলেন। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৫৭১ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণের প্রতি খারাপ ধারনা পোষন করা ঠিক নয়। এতে নানা বিপদের সম্মূখীন হতে হয়। আল্লাহ ওয়ালাগণ কাশফের দ্বারা সব কিছু জেনে যান।

কাহিনী নং- ৪৬৯

সাদা বাজপাখী

হযরত আবু মুহাম্মদ জরীরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একবার তাঁর মুরিদদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন- আমি চল্লিশ বছর যাবত একটি সাদা বাজপাখীর সন্ধানে আছি কিন্তু আজ পর্যন্ত সন্ধান পেলাম না। মুরিদগণ আরয করলেন- হুযূর এ কথার ভাবার্থ কিছুই বুঝলাম না। তিনি বললেন, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে একদিন আমি আসরের নামায পড়ে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন দেখলাম যে এক যুবক, যার পায়ে কোন জুতা ছিল না এবং মাথার চুল ছিল এলোমেলো, অযু করে মাথানত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লেন এবং নামায পড়ার পরও সেখানে মাথানত করে বসে রইলেন। মগরিবের আজান হলে সেও আমাদের সাথে জামাতে নামায আদায় করলেন এবং নামাযের পর পূর্ববৎ মাথানত করে বসে রইলেন। সেই রাত্রে আমি সহ অন্যান্য সূফীগনকে বাদশাহের পক্ষ থেকে দাওয়াত করা হয়েছিল। আমি সেই যুবককে বললাম- আমরা বাদশাহের রাজমহলে দাওয়াত খেতে যাচ্ছি, তুমিও আমাদের সাথে যেতে পার। সে বললো- আমি বাদশাহের দাওয়াতের ধার ধারি না। তবে আপনার ইচ্ছে হলে আমার জন্য সামান্য হালুয়া নিয়ে আসবেন। ওর কথা গুলো আমার পছন্দ হলো না। আমি দাওয়াতে চলে গেলাম। দাওয়াত খেয়ে এসে দেখি, সে আগের মত মাথানত করে বসে আছে। আমি ওর সাথে কোন কথা বললাম না। এশার নামায পড়ে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি স্বপ্ন দেখলাম যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাশরীফ এনেছেন। তাঁর সাথে হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূছা কলিমুল্লাহ সহ আরও অনেক আম্বীয়ায়ে কিরাম (আলাইহিস সালাম) তশরীফ এনেছেন। আমি সালাম পেশ করলাম। কিন্তু হুযূর আমার সালামের জবাব না দিয়ে চেহারা মুবারক ফিরায়ে নিলেন। আমি আরয করলাম- ইয়া রসূলল্লাহ, আমার কি কোন অপরাধ হয়েছে? হুযূর বললেন- 'হ্যাঁ, আমার এক বন্ধু তোমার কাছে হালুয়া চেয়েছিল, তুমি কর্ণপাত করনি'। তখনই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় মসজিদের দিকে দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখি লোকটি মসজিদ থেকে বের হয়ে চলে যাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি ওর সামনে গিয়ে আরয করলাম- জনাব, একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনার জন্য হালুয়া নিয়ে আসতেছি। উনি বললেন,'প্রয়োজন নেই, এটা বড় কঠিন কাজ। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও অন্যান্য নবীগণ দ্বারা সুপারিশ

করাতে পারলেই আপনার থেকে হালুয়া খাওয়া যায়'- এ বলে তিনি চলে গেলেন। এরপর আর কোন দিন ওর দেখা পেলাম না। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৫৭৪ পৃঃ)

সবক ঃ হাদীছ শরীফ মুতাবিক অনেক মলিন চেহারাধারী ও এলোমেলো চুল ওয়ালা ব্যক্তি আল্লাহর মকবুল বান্দা হয়ে থাকেন। তাই এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে ঘৃনার চোখে দেখা অনুচিত। এ কাহিনী থেকে আরও জানা গেল যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাদের সমস্ত বিষয়ে অবগত আছেন এবং হুযূরের বদৌলতে আল্লাহ ওয়ালাগণও সব কিছু জেনে নেন।

কাহিনী নং- ৪৭০

তৈল ও পানি

হযরত আবু ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহমতুল্লাহ আলাইহে) একদিন এক বড় সমাবেশে ওয়াজ করছিলেন। লোকদের মধ্যে ওনার ওয়াজ দারুন প্রভাব বিস্তার করছিল এবং সমাবেশের মধ্যে এক ভাবাবেগের পরিবেশ বিরাজ করছিল। সেই সমাবেশে খোরাসানের এক বড় আলিমও উপস্থিত ছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, কি ব্যাপার, আমি একজন এতবড় আলিম হয়েও আমার ওয়াজে এ রকম প্রভাব সৃষ্টি হয় না। হযরত আবু ইসহাক ওয়াজের এক পর্যায়ে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে বললেন- এ প্রদীপে তৈল-পানির বিতর্ক হচ্ছে। পানি তৈলকে বলছে আমি তোমার থেকে অধিক প্রিয়। সমস্ত মখলুকের জিন্দেগী আমার উপর নির্ভর। কিন্তু এটা কেমন কথা! তুমি আমার মাথায় উপর ঠাঁই নিয়েছ। তৈল উত্তরে বললো- আমার এ মর্যাদা এ কারণে অর্জিত হয়েছে যে আমি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি। আমাকে বপন করা হয়েছে। অতপর কাটা হয়েছে। এরপর ঘানিতে পেষন করা হয়েছে। সর্বশেষে নিজেকে জ্বালিয়ে অন্যদেরকে আলোদান করছি। এ কারণে আমি তোমার থেকে মর্যাদাবান। এ ইঙ্গিত পূর্ণ কথা গুলো শুনে খোরাসানের সেই আলিম সঙ্গে সঙ্গে ওনার খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর সেই ধারনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন ও তওবা করলেন। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৬১৮ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ মর্তবার দিক দিয়ে অনেক সময় বড় বড় আলিমকে ডিঙ্গিয়ে যান। তাঁরা মানুষের মনের ধারনাও জেনে যান।

কাহিনী নং- ৪৭১

বুদ্ধিমান মুরিদ

হযরত জুনাইদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর এক মুরিদকে বিশেষ নজরে দেখতেন। এটা অনেকের কাছে ভাল লাগতো না। তিনি ওদেরকে বললেন, আমার এ মুরিদ জ্ঞান-বুদ্ধির দিক দিয়ে তোমাদের থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। এ জন্য আমি ওকে বিশেষ নজরে দেখি। আমি একটি বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে তোমাদেরকে তা দেখায়ে দিচ্ছি। তিনি প্রত্যেক মুরিদকে একটি মুরগী ও একটি চাকু দিয়ে বললেন, এ মুরগী গুলো এমন জায়গায় নিয়ে জবেহ করে নিয়ে এসো, যেখানে কেউ দেখতে না পায়। অতপর সবাই একান্ত গোপন জায়গায় গিয়ে মুরগী গুলো জবেহ করে নিয়ে আসলো। কিন্তু সেই বুদ্ধিমান মুরিদ মুরগীটি জবেহ না করে জীবিত নিয়ে আসলো। হযরত ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জবেহ করনি কেন? সে বললো, হুযূর আমি এমন কোন জায়গা খুঁজে পেলাম না, যেখানে কেউ না দেখে। কেননা আল্লাহতো সব জায়গায় মওজুদ। তাই বাধ্য হয়ে জীবিত নিয়ে আসলাম। এবার হুযূর সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, এ জন্যই আমি ওর প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট। (তাজকিরাতুল আউলিয়া- ৪৪৭ পৃঃ)

সবক ঃ মানুষ যদি সত্যিকার ভাবে এ ধারনা পোষন করে যে আল্লাহ সঁব জায়গায় বিরাজমান, তাহলে কখনো গুনাহের কাজ করতে পারেনা।

কাহিনী নং- ৪৭২

চোখের পানি

হযরত আবু বকর শিবলী (রহমতুল্লাহ আলাইহে) একবার চুলাতে এমন একটি লাকড়ি জ্বলতে দেখলেন যে লাকড়িটি একদিকে জ্বলছিল, অন্য দিকে পানি বের হচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে তিনি কেঁদে দিলেন এবং লোকদেরকে বললেন, যদি তোমরা খোদার প্রেমে জ্বলতে থাক এবং তোমাদের এঁ দাবী যদি সত্য হয়, তাহলে তোমাদের চোখে কেন পানি প্রবাহিত হয় না? (তাজকিরাতুল আউলিয়া- ৪২৭ পৃঃ)

সবক ঃ যাদের মনে আল্লাহর প্রেমের আগুন মওজুদ আছে, ওদের চোখে সব সময় পানিও প্রবাহিত হয়।

কাহিনী নং- ৪৭৩

বান্দার সাহায্য

এক কাফেলা সফরে যাবার প্রারম্ভে হযরত আবুল হাসন খেরকানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর দরবারে গিয়ে ওনার কাছে আরয করলেন, হুযূর আমাদের যাত্রা পথ খুবই দুর্গম ও বিপদ সংকুল। আমাদেরকে এমন কোন দুআ শিখায়ে দিন, যার বদৌলতে আমরা নিরাপদ ও শান্তিতে থাকতে পারি। হযরত আবুল হাসন বললেন- যখন কোন বিপদের সম্মূখীন হও, তখন আমাকে স্মরণ করিও। তাঁর এ কথা কাফেলার লোকদের মনঃপূত হলো না। ওরা যাত্রাপথে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, আমরা বিপদের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করে ওনাকে কেন স্মরন করতে যাবো? কিছু দূর যাবার পর পথে হঠাৎ এক দল ডাকাত এসে ওদেরকে ঘিরে ফেললো। কাফেলার এক ব্যক্তি ঐ সময় হযরত আবুল হাসনের নাম নিল ও ওনার সাহায্য চাইল। সাথে সাথে সেই লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। ডাকাতেরা কাফেলার অন্যান্য সকলের মালপত্র লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল। এক মাত্র সেই লোকটির মাল পত্র রক্ষা পেল, যে হযরত আবুল হাসনকে স্মরন করেছিল। ডাকাত দল চলে যাবার পর সেই লোকটি বের হয়ে আসলো। সর্বহারা সাথীরা ওকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কিভাবে রক্ষা পেলে এবং কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলে? সে ওদেরকে সমস্ত কাহিনী শুনালো।

এ কাফেলা সফর থেকে ফিরে এসে পুনরায় হযরত আবুল হাসনের কাছে গেল এবং বললো, আমরা সবাই আল্লাহকে ডাকলাম কিন্তু কেউ রেহাই পেলাম না। আর যে আপনাকে স্মরণ করলো, সে রক্ষা পেল। এর রহস্য কি? তিনি বললেন- তোমরা আল্লাহকে কেবল মুখে ডাক, অন্তরে নয়। আর আবুল হাসন আল্লাহকে অন্তরে ডাকে বরং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। তাই তোমরা আবুল হাসনকে স্মরণ কর যেন সে তোমাদের জন্য আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তোমরা স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হও। কেবল মুখে গতানুগতিক হাজার বার ডাকলেও কোন কাজ হবে না। (তাজকিরাতুল আউলিয়া- ৬২২ পৃঃ)

সবক ঃ আসল সাহায্যকারী হচ্ছেন আল্লাহ। তাঁর প্রিয় বান্দাগণ হচ্ছেন খোদায়ী সাহায্যের প্রকাশস্থল। বিপদের সময় আল্লাহর মকবুল বান্দাগণকে কেবল এ জন্য স্মরণ করা, যেন ওনারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করে আমাদের মুশকিল আসান করে দেন।

কাহিনী নং- ৪৭৪

সুলতান মাহমুদ হযরত খেরকানীর আস্তানায়

হযরত আবুল হাসন খেরকারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কশফ ও কারামাতের কথা শুনে তাঁকে এক নজর দেখার জন্য সুলতান মাহমুদ গজনবীর মনে দারুন আগ্রহ সৃষ্টি হলো। তিনি ওনাকে গজনী আসার জন্য কয়েকবার আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু হযরত খেরকানী গজনী গেলেন না। শেষ পর্যন্ত সুলতান মাহমুদ নিজেই গজনী থেকে খেরকান গেলেন এবং শহরের বাইরে শাহী তাবু স্থাপন করে তথায় অবস্থান নিলেন এবং হযরতের কাছে দূত পাঠিয়ে এ খবর দিলেন যে বাদশাহ আপনার সাক্ষাতের জন্য গজনী থেকে আপনার জন্মভূমি খেরকানে এসেছেন। আপনি একটু কষ্ট করে বাদশাহের তাবুতে তশরীফ নিয়ে গেলে বড়ই মেহেরবানী হবে। পত্রবাহককে এটাও বলে দিয়েছেন যে যদি হযরত এখানে আসতে অনিহা প্রকাশ করেন, তখন ওনাকে যেন কুরআনের এ আয়াতটি শুনায়ে দেয়- أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার কর এবং পায়রবি কর রসূলের ও তোমাদের শাসনকর্তার।

দূত হযরত খেরকানের আস্তানায় গিয়ে বাদশাহের ফরমান পৌছালে তিনি তাবু পর্যন্ত যেতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তখন দূত উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করে বললো- বাদশাহের আনুগত্য করা আপনার উপর ফরয। তিনি এর উত্তরে বললেন, বাদশাহকে গিয়ে বল- আমি এখনও আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে আশস্থ হতে পারিনি আর রসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে এখনও অনেক কিছু বাকী রয়েছে। সমকালীন বাদশার আনুগত্য করার সুযোগ এ জিন্দেগীতে আসবে কি না জানি না। এখনতো আল্লাহর আনুগত্য করে এক মূহুর্তও অবসর পাই না।

দূত বাদশাহের কাছে গিয়ে হযরতের এ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য শুনালে, বাদশাহ লা-জবাব হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত বাদশাহ নিজেই হযরতের আস্তানায় যেতে মনস্থ করলেন। তবে হযরতের বাতেনী কশফ যাচাই করার জন্য একটি পলিসি করলেন। তাঁর গোলাম আয়াযকে শাহী পোষাক পরায়ে শাহী তাজ ওর মাথার উপর রাখলেন এবং নিজে আয়াযের গোলামানা পোষাক পরে নিলেন। কয়েক জন বাঁদীকে পুরুষের পোষাক পরায়ে তাঁর সাথে নিলেন। এ ভাবে ছদ্মবেশে হযরতের আস্তানায় হাজির হলেন। হযরত খেরকানী বাদশাহ বেশী আয়াযের দিকে আদৌ

দৃষ্টিপাত না করে গোলামবেশী বাদশাহকে লক্ষ্য করে বললেন- এ সব বেগানা মহিলাদেরকে বের করে দাও। বাদশাহ্ ওসব পুরুষবেশী মহিলাদেরকে বের হয়ে যেতে বললেন। অতপর হযরত খেরকানী সুলতান মাহমুদকে বললেন- বড় পলিসি করে এসেছ। এর উত্তরে সুলতান মাহমুদ আরয করলেন- বিচক্ষণ আন্‌কা পাখীর জন্য আমার ফাঁদ বৃথা প্রমানিত হলো।

সুলতান মাহমুদ ঐ সময় ওনার থেকে কিছু তাবারুক প্রার্থনা করলেন। হযরত খেরকানী যবের রুটির একটি শুক্‌না টুকরা ওনাকে দিলেন। বাদশাহ খুবই সম্মানের সাথে সেই টুকরা গ্রহণ করে কয়েক থলি স্বর্ণ মুদ্রা নযরানা হিসেবে হযরতের খেদমতে পেশ করলেন এবং হযরতের প্রদত্ত তাবারুক মুখে দিয়ে খেতে লাগলেন। কিন্তু সেই রুটির টুকরা বাদশাহের নাজুক গলায় আটকে গেল। বাদশাহ সেটা অপসারনের জন্য কাঁশতে লাগলেন। তখন হযরত খেরকানী বাদশাহ্ প্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রার দিকে ইশারা করে বললেন- হে মাহমুদ, নবীগনের খাবার তোমার গলার নীচে গেল না আর এ স্বর্ণ মুদ্রাগুলো যেগুলো অন্যদের হক, এ অধমের গলা দিয়ে কি করে প্রবেশ করবে? তুমি এগুলো ফেরত নিয়ে নাও। বাদশাহ বারবার অনুনয় বিনয় করার পরও হযরত স্বর্ণ মুদ্রাগুলো গ্রহন করতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন- আমার এ গুলোর প্রয়োজন নেই, আমি এ গুলোর হকদারও নই। এ গুলো যাদের, তারাই এর হকদার। বাদশাহ এতে আরও প্রবাভিত হয়ে গেলেন এবং আন্তরিকভাবে ওনার অনুসারী হয়ে গেলেন। (তাজকিরাতুল আউলিয়া- ৬৩৮ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগনকে আল্লাহ তাআলা এমন জ্ঞান ও কশফ শক্তি দান করেন যে ওনাদের বাতেনী চোখের সামনে কোন কিছু গোপন থাকে না। এটাও জানা গেল যে আগের যুগের রাজা বাদশাহগণ পীর ওলীগণের খুবই ভক্ত ছিলেন এবং ওনাদের ফয়েজ-বরকত দ্বারা উপকৃত হতেন।

কাহিনী নং- ৪৭৫

সোমনাথেব মন্দির

সুলতান মাহমুদ গজনবী হযরত আবু হাসন খেরকানীর একান্ত ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় সময় তাঁর দরবারে আসা যাওয়া করতেন। হযরত খেরকানী তাঁর ব্যবহৃত একটি জুব্বা ওনাকে তাবরুক হিসেবে দিয়ে ছিলেন।

অপসারিত হয়ে যায় এবং আমি অবিরাম ওয়াজ করতে লাগলাম।(বাহজাতুল আসরার– ২৫ পৃঃ)

সবক ঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বীয় বেছাল শরীফের পরও যথারীতি জীবিত আছেন। ভাগ্যবান ব্যক্তিরা জাগ্রতাবস্থায় হুযূরের দীদার লাভ করেন। হুযূরের বদৌলতে হুযূরের সাহাবীগণও জীবিত।

কাহিনী নং– ৪৭৭

বৃষ্টি

হুযূর গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) ওয়াজ করার সময় একবার বৃষ্টি হয়েছিল এবং শ্রোতাগণ উঠে এদিক সেদিক চলে যাচ্ছিল। তখন হযরত গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) আসমানের দিকে চেহারা উঠায়ে বললেন– اَنَا اَجْمَعُ وَاَنْتَ تُفَرِّقُ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি (তোমার জিকিরের জন্য) লোকদেরকে সমবেত করছি আর তুমি ওদেরকে ছত্রভঙ্গ করছ। এতটুকু বলার সাথে সাথে বৃষ্টি থেমে গেল। তবে মাহফিল স্থলের বাইরে যথারীতি বৃষ্টি পড়ছিল কিন্তু মাহফিলস্থলে বৃষ্টি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। (বাহজাতুল আসরার– ৭৫ পৃঃ)

সবক ঃ হুযূর গাউছে পাকের এত বড় শান যে তাঁর মর্জি অনুসারে আল্লাহ তাআলা মাহফিলস্থলে বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন এবং মাহফিলের সীমানার বাইরে বৃষ্টি যথারীতি জারি রাখলেন।

ফায়দা ঃ অনেক বুজুর্গানে কিরামের হাতে এটা পরীক্ষিত হয়েছে যে ওনারা কোন সময় এ রকম বৃষ্টির সম্মুখীন হলে গাউছে পাকের সেই কারামত বয়ান করেছেন। এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে।

আমাদের এলাকায় একবার রমযানের শেষ জুমায় অনেক লোক সমবেত হয়েছিল। জায়গার সংকীর্নতার কারণে মসজিদের বাইরে বিরাট একটি খোলা মাঠে নামাযের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই জুমায় ফকীহে আযম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ওয়াজ করার সময় মুষলধারে বৃষ্টি আসলে লোকেরা এদিক সেদিক ছুটা ছুটি করতে থাকে। হযরত ফকীহে আযম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তখন গাউছে পাকের সেই কারামতের কথা বর্ণনা করলেন। সাথে সাথে বৃষ্টি থেমে গেল এবং খুবই সুষ্ট ভাবে সবাই নামায আদায় করলেন।

কাহিনী নং – ৪৭৮

দজলা নদীতে বন্যা

একবার দজলা নদীতে বন্যা দেখা দিল। লোকেরা ঘাবড়িয়ে গেল। হযরত গাউছে পাকের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে সাহায্য কামনা করলো। হুযূর গাউছুল আযম তাঁর লাঠি মুবারকটা নিয়ে নদীর দিকে গেলেন। নদীর কিনারায় গিয়ে পানি আগে যে স্তরে ছিল, সেখানে লাঠিটা গেড়ে দিলেন এবং বললেন اِلٰى هٰهُنَا (হে পানি, এ পর্যন্ত) এতটুকু বলার সাথে সাথে পানি কমতে শুরু করলো এবং অল্পক্ষণের মধ্যে পানি লাঠির সীমানায় নেমে গেল। (বাহজাতুল আসরার – ৭৫ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণের হুকুমত নদীর উপরও চলে।

কাহিনী নং– ৪৭৯

গাউছে পাকের জ্ঞান ভাণ্ডার

একবার হযরত গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহ আনহু) ইরশাদ ফরমান– যদি আমার মুখে শরীয়তের তালা না থাকতো, তাহলে তোমরা নিজ নিজ ঘরে যা খাও এবং যা সংগৃহীত কর, সবই বলে দিতাম। তোমরা সবাই আমার সামনে কাঁচের বোতলের মত, যার বাইরটাও দেখা যায় এবং বোতলের ভিতরে যা আছে, সেটাও দেখা যায়। (বাহজাতুল আসরার) ২৪ পৃঃ)

সবক ঃ হুযূর গাউছে আযম (রাদি আল্লাহ আনহু) এর জ্ঞান এত ব্যাপক ছিল যে যাহের-বাতেন কোন কিছু ওনার সামনে অদৃশ্য ছিল না। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি অগাধ মহব্বতের বদৌলতেই এ জ্ঞান অর্জিত হয়েছিল।

কাহিনী নং- ৪৮০

ডাকাত দলের সরদার

হুযূর গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর মনে শৈশব কাল থেকেই জ্ঞান অর্জন ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সোহবত লাভের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। তিনি তাঁর মায়ের কাছে আকুতি মিনতি করে বললেন- আম্মা জান, আমাকে বাগদাদ গিয়ে দীনি ইলম অর্জন করার অনুমতি দিন। মা অনুমতি দিলেন এবং বাগদাদে গিয়ে খরচ করার জন্য চল্লিশটি দীনার দিলেন। হুযূর গাউছুল আযম সেই দীনার একটি থলিতে রেখে ভালমতে থলির মুখ শেলাই করে কোমরের সাথে বেঁধে নিলেন। বিদায় কালে মা বললেন- বেটা, সদা সত্য কথা বলিও, মিথ্যা থেকে সবসময় বিরত থাকিও। মা থেকে বিদায় নিয়ে একটি কাফেলার সাথে বাগদাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা দিলেন। এ কাফেলা একটি জংগল অতিক্রম কালে ষাটজন অশ্বারোহী ডাকাত এসে কাফেলাকে ঘিরে ফেললো এবং মাল-পত্র লুট করতে লাগলো। এক ডাকাত হুযূর গাউছে আযমের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো- হে বেটা, তোমার কাছে কিছু আছে? তিনি বললেন- হ্যাঁ, আমার কাছে চল্লিশ দীনার আছে। ডাকাত জিজ্ঞেস করলো- কোথায়? তিনি বললেন- আমার কোমরে বাঁধা আছে। ডাকাত ওনার কথাকে রসিকতা মনে করে চলে গেল। দ্বিতীয় আর এক ডাকাত এসে একই প্রশ্ন করলে, তিনি একই উত্তর দেন। সেও রসিকতা মনে করে চলে গেল। এ ভাবে একে একে কয়েকজন ডাকাত এসে তাঁকে একই প্রশ্ন করে এবং তিনিও একই উত্তর দেন। ডাকাতদের মনে কিছুটা সন্দেহ হওয়ায় ওনাকে ধরে তাদের সরদারের কাছে নিয়ে যায়। ডাকাত সরদারও তাঁকে একই কথা জিজ্ঞেস করে এবং তিনিও একই উত্তর দেন। ডাকাত সরদার এগিয়ে এসে ওনার কোমরে তালাশ করলে ঠিকই চল্লিশ দীনার পাওয়া গেল। সেতো অবাক হয়ে গেল। ডাকাত থেকেতো জিনিস পত্র গোপন রাখা হয় অথচ এ ছেলে স্বীয় মালের কথা বলে দিচ্ছে। সে ভীষন আশ্চর্য হয়ে হুযূর গাউছুল আযমকে জিজ্ঞেস করলো- বেটা, তুমিতো এ দীনার গুলো আমাদের থেকে লুকায়ে রাখতে পারতে, এ ভাবে খোলাখুলি বলে দিলে কেন? তিনি বললেন- আমার আম্মাজান সত্য কথা বলার জন্য আমাকে ওয়াদা করায়েছেন। তাই আমি সত্য কথা বলেছি। আগামীতেও সত্য বলবো, যাতে মায়ের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ না হয়। ডাকাত সরদার এ ছোট ছেলের মুখে এ কথা শুনে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো এবং বললো- আফ্‌সোস! এ ছেলে স্বীয় মায়ের

সাথে কৃত ওয়াদার ব্যাপারে এত সজাগ আর আমি প্রভুর সাথে যে ওয়াদা করে এ দুনিয়াতে এসেছি, আজ পর্যন্ত তা পালন করতে পারিনি। হে বালক, তোমার হাতটি আমার দিকে বাড়িয়ে দাও। আমি তোমার হাত ধরে ভবিষ্যতের জন্য তওবা করছি। এ ভাবে সে আন্তরিকভাবে তওবা করলো এবং তার অধীনস্থ ডাকাতদেরকে বললো- তোমরা চলে যাও। আজ থেকে তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ওরা বললো- তা কিছুতেই হতে পারেনা। আপনি আমাদের সরদারই থাকবেন। আমরাও এ নিকৃষ্ট কাজ থেকে তওবা করছি। তওবা কারীদের মধ্যেও আপনি আমাদের সরদার। অতপর সবাই আন্তরিকভাবে তওবা করে লুণ্ঠিত মাল ফেরত দিয়ে শরীয়তের বিধান মুতাবেক জিন্দেগী যাপন করতে লাগলো। (বাহজাতুল আসরার- ৫৭ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। তাদের সততার বদৌলতে হাজার বিপথগামী হেদায়েত লাভ করে থাকে।

কাহিনী নং- ৪৮১

রমযানের চাঁদ

হুযূর গাউছে পাকের শৈশব কালে একবার রমযানের চাঁদ দেখা নিয়ে কিছু মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ বলছিল চাঁদ উদিত হয়েছে, কেউ বলছিল- হয়নি। হুযূর গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর আম্মাজান বললেন, আমার এ শিশু (গাউছুল আযম) রমযান শরীফে দিনে দুধপান করেনা। আজও দেখছি যে সে দুধ পান করছে না। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চাঁদ উদিত হয়েছে। আশে পাশের এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গেলে যে ঠিকই চাঁদ উদিত হয়েছিল।

সবক ঃ হুযূর গাউছে পাক (রাদি আল্লাহু আনহু) জন্মগত ওলী ছিলেন। শৈশবেই তাঁর অনেক কারামত প্রকাশ পায়।

কাহিনী নং- ৪৮২

গাউছে পাকের ফুফী

একবার জিলান নগরে যথাসময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় মানুষ বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছিল। লোকেরা অনেক প্রার্থনা করলো কিন্তু বৃষ্টি হলো না। অবশেষে অনেক লোক একত্রিত হয়ে হুযূর গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ফুফী হযরত আয়েশা (রহমতুল্লাহে আলাইহা) এর কাছে গেল এবং আরয করলো- অনাবৃষ্টির

কারণে আমরা দারুন দুশ্চিন্তায় পড়েছি। আপনি একটু দুআ করুন, যাতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। গাউছে পাকের ফুফী ওদেরকে আশস্থ করলেন এবং একটি ঝাড়ু নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে উঠান পরিস্কার করলেন। অতপর হাত উঠায়ে বললেন– হে আল্লাহ! উঠান আমি পরিস্কার করে দিয়েছি, আপনি একটু পানি চিট্‌কা দিন। এ কথা বলার দেরী, তক্ষুণি আকাশে মেঘের সৃষ্টি হলো এবং বৃষ্টি পড়তে লাগলো। (বাহজাতুল আসরার- ৯৮ পৃঃ)

সবক ঃ হুযূর গাউছে পাকের পরিবারের সবাই আল্লাহর প্রিয় পাত্র ছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রিয় পাত্রদের দুআ খুবই তাড়াতাড়ি কবুল করেন।

কাহিনী নং– ৪৮৩

আল্লাহর হুকুমে উঠে যাও

এক মহিলা নিজের ছেলেকে নিয়ে হুযূর গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো- আমার এ ছেলে আপনাকে খুবই মহব্বত করে। আমি চাচ্ছি যে ওকে আপনার সান্নিধ্যে রেখে যাই, যাতে সে আপনার ফয়ুজাত ও বরকাত লাভে ধন্য হয়। হুযূরের সম্মতিতে সেই মহিলা ওর ছেলেকে গাউছে পাকের খেদমতে সোর্পদ্দ করে চলে গেল। কিছু দিন পর পুনরায় ছেলেকে দেখতে এলো। সে দেখলো যে ছেলে খুবই দুর্বল ও হালকা-পাতলা হয়ে গেছে এবং শুক্‌নো যবের রুটি খাচ্ছে আর গাউছে পাককে দেখলো বুনা মুরগীর মাংস খেতে।

এ দৃশ্য দেখে মহিলাটি হুযূর গাউছে পাককে বললো- হুযূর, আপনিতো মুরগীর মাংস খাচ্ছেন আর আমার ছেলে শুক্‌নো যবের রুটি চিবাচ্ছে। এ কথা শুনে হুযূর গাউছে পাক তাঁর ফেলে দেয়া মুরগীর হাড্ডির উপর হাত রাখলেন এবং বললেন- قُوْمِىْ بِاِذْنِ اللّٰهِ (আল্লাহর হুকুমে উঠে যাও)। এতটুকু বলার সাথে সাথে হাড্ডি গুলো জ্যান্ত মুরগীতে পরিনত হয়ে কক্‌ কক্‌ করতে লাগলো। অতঃপর হুযূর গাউছে পাক মহিলাটিকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন, তোমার ছেলে যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, তখন যা ইচ্ছে তা খেতে পারবে। (বাহজাতুল আসরার– ৬৫ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলা হুযূর গাউছে পাক (রাদি আল্লাহু আনুহু) কে এ শান দান করেছেন যে তিনি 'আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে যাও' বললে মৃত প্রানী জীবিত হয়ে যেত।

কাহিনী নং– ৪৮৪

চিলের মাথা

এক বার হুযূর গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) ওয়াজ করার সময় এক চিল আকাশে চিৎকার করছিল এবং বারবার একই জায়গায় চক্কর দিচ্ছিল। হুযূর গাউছে পাক এতে বিরক্ত হয়ে উপর দিকে তাকালেন এবং বললেন يَا رِيْحُ خُذِىْ رَاْسَ هٰذِهِ الْحِدَاةِ (হে বায়ু, এ চিলের মাথাটা ধরে ফেল) এতটুকু বলার দের, সেই চিল ধরফর ধরফর করে নিচে পড়ে গেল এবং মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ওয়াজ শেষ করার পর তিনি মৃত চিলের কাছে গেলেন এবং মাথা ও দেহকে এক সাথে মিলায়ে বললেন- বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। এতটুকু বলতেই সেই চিল জীবিত হয়ে আকাশে উড়াল দিল। এ দৃশ্য ওয়াজ মাহফিলে সমবেত সবাই অবলোকন করেন। (বাহজাতুল আসরার– ৬৫ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলা হুযূর গাউছে পাককে এ শান দান করেছিলেন যে তিনি মৃতকে জীবিত এবং জীবিতকে মৃত করতে পারতেন।

কাহিনী নং – ৪৮৫

হযরত বায়েজিদ বুস্তামী ও সময়ানের মূর্তিশালা

হযরত বায়েজীদ বুস্তামী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন- একদিন আমি উৎফুল্ল মনে গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আল্লাহর জিকিরে আত্মহারা ছিলাম। হঠাৎ অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো– হে বায়েজীদ! সময়ানের মূর্তি শালায় যাও, ওদের উৎসবে সন্ন্যাসীর পোষাক পরে যোগদান কর। এ আওয়াজ শুনে আমি আল্লাহ থেকে পানাহ চাইলাম। রাত্রে যখন শুইলাম, তখন স্বপ্নে এক অদৃশ্য আহবানকারী সেই একই কথা পুনরাবৃত্তি করলো। আমি সাথে সাথে ভীত হয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। জাগ্রত হওয়ার পর পুনরায় শুনতে পেলাম- হে বায়েজীদ, এতে তোমার কোন গুনাহ হবে না। তুমি ভয় কর না। তুমি আমার পছন্দনীয় ওলীগনের অন্তর্ভূক্ত। তুমি সন্যাসীর পোষাক পরে নাও এবং গলায় পৈতা ঝুলায়ে নাও। এতে তোমার কোন গুনাহ হবে না। অনিহা প্রকাশ কর না। হযরত বায়েজীদ বুস্তামী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, আমি আর বিলম্ভ করলাম না, তাড়াতাড়ি উঠে

সন্ন্যাসীর পোষাক পরিধান করে সময়ানের মূর্তি শালায় গিয়ে ওদের সাথে মিশে গেলাম। ওদের প্রধান সন্ন্যাসী উপস্থিত হলে সবাই ওর মূল্যবান কথা শুনার জন্য নিশ্চুপ হয়ে গেল, কিন্তু প্রধান সন্ন্যাসীর মুখ থেকে কোন কথা বের হচ্ছিল না, যেন মুখে লাগাম আছে। অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ বললো, ওহে মান্যবর, ব্যাপার কি? আমরা আপনার মূল্যবান উপদেশ শুনার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছি কিন্তু আপনি কিছু বলছেন না। প্রধান সন্ন্যাসী বললো- কেউ আমাকে কথা বলা থেকে বারণ করেনি। তবে ব্যাপার হলো, তোমাদের মাঝে ছদ্মবেশে কোন মুসলিম বসে আছে। সে তোমাদের ধর্মের পরীক্ষা নিতে এসেছে। সন্ন্যাসীরা সমস্বরে বললো, কে সে, আমাদেরকে দেখায়ে দিন। আমরা ওকে হত্যা করে ফেলবো। প্রধান সন্ন্যাসী বললো- না, ওকে হত্যা করনা। তবে পারলে যুক্তি প্রমান দিয়ে ওকে পরাস্ত কর। ওরা বললো, ঠিক আছে, যে রকম আপনি পছন্দ করেন, সে রকম করুন।

হযরত বায়েজীদ বলেন, প্রধান সন্ন্যাসী দাঁড়ায়ে উচ্চস্বরে বললো- হে মুসলিম, তোমাকে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শপথ দিয়ে বলছি, তুমি দাঁড়িয়ে যাও। যাতে আমরা তোমাকে সনাক্ত করতে পারি। এ আহবান শুনার সাথে সাথে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। মুখে আল্লাহর জিকির করতে রইলাম। প্রধান সন্ন্যাসী বললো- ওহে মুসলিম, আমি আপনার কাছে কয়েকটি মাসায়েল জিজ্ঞেস করতে চাই। যদি আপনি এ সবের জবাব দিতে পারেন, তাহলে আমরা সবাই আপনার অনুসারী হয়ে যাব আর যদি জবাব দিতে অপারগ হন, তাহলে আমরা আপনাকে হত্যা করবো। হযরত বায়েজীদ বললেন- ঠিক আছে, যুক্তিগত, তথ্যগত যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস কর, আমি জবাব দিব ইনশা আল্লাহ। অতঃপর প্রধান সন্ন্যাসী প্রশ্ন করতে শুরু করলো এবং জিজ্ঞেস করতে লাগলো- বলেন দেখি-

সেই এক জিনিস কি যার অনুরূপ দ্বিতীয় অন্য কোন জিনিস নেই?

সেই দুই কি জিনিস, যার কোন তৃতীয় সেই?

সেই তিন কি, যার চতুর্থ নেই?

সেই চার কি, যার সাথে পঞ্চম নেই?

সেই পাঁচ কি, যার সাথে ছয় নেই?

সেই ছয় কি, যার সাথে সাত নেই?

সেই সাত কি, যার সাথে আট নেই?

সেই আট কি, যার সাথে নয় নেই?

সেই নয় কি, যার সাথে দশ নেই?

সেই দশ কি, যেটা পরিপূর্ণ?

সেই এগার, বার, তের ও চৌদ্দ কি, যে গুলো আল্লাহর সাথে কথা বলে?

আরও বলুন একটি কউম মিথ্যা বলার পরও জান্নাতে প্রবশে করলো আর একটি কউম সত্য বলার পরও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে- এরা কারা? ذَارِيَاتِ ذَرْوًا (বিক্ষিপ্তভাবে উড্ডয়ন কারীগণ) কি? حَامِلَاتِ وِقْرًا (বোঝাবহন কারীগণ) কি? جَارِيَاتِ يُسْرًا (ধীর গতিতে ভ্রমনকারীগণ) কি? এবং مُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (নির্দেশক্রমে বন্টনকারীগণ) কি?

আরও বলুন, সেটা কি জিনিস, যেটা প্রানহীন অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে? সেটা কোন্ কবর, যেটা কবরবাসীকে নিয়ে ঘুরাফেরা করে? এবং সেটা কোন্ পানি যেটা না আকাশ থেকে পতিত হয়েছে, না মাটি থেকে বের হয়েছে? আরও বলুন, সেই চার বস্তু কি, যেটা জ্বীন থেকে নয়, মানুষ থেকেও নয়, ফিরিস্তা থেকে নয় এবং না বাপের পৃষ্ঠ থেকে, না মায়ের গর্ভ থেকে সৃষ্ট? আরও বলুন, সর্ব প্রথম পৃথিবীতে কে খুন খারাবী করেছে? সেটা কি জিনিস, যেটাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন? সবচে আফজল মহিলা কে? সর্ব শ্রেষ্ঠ নদী কোন্‌টি? সর্বশ্রেষ্ঠ পাহাড় কোন্‌টি? সবচে আফজল মাস কোন্‌টি? কোন্ রাতটি সবচে আফজল? আত-তামিয়া কি? সেটা কোন্ বৃক্ষ, যেটার বারটি ডালি আছে, প্রত্যেক ডালিতে ত্রিশটি পাতা আছে, প্রত্যেক পাতায় পাঁচটি মুকুল আছে এবং এর দুটি রোদ্রের মধ্যে এবং তিনটি ছায়ার মধ্যে আছে? সেটা কি জিনিস, যেটা বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব করে? কিন্তু ওর মধ্যে প্রাণ নেই এবং ওর উপর হজ্ব ফরয নয়।

আরও বলুন, কতজন নবী আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং ওনাদের মধ্যে

কত জন প্রেরিত এবং কতজন প্রেরিত নয়?এবং সেই চার জিনিস কি, যে গুলোর স্বাদ ও রং ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু মূল এক? আরও বলুন, নফির, ফতিল, কিতমীর, সবদ, লবদ, তম ও রম কি জিনিস?

আরও বলুন, কুকুর ঘেঁউ ঘেঁউ করে কি বলে? গাধা হাঁকা হাকি করে কি বলে? গরু হাম্বা হাম্বা করে কি বলে? ঘোড়া হাম্বা স্বরে কি বলে? উট শব্দ করে কি বলে? ময়ূর খেকা করে কি বলে? তিতির পাখি মধুর স্বরে কি বলে? বুলবুল পাখি নিজের স্বরে কি বলে? ব্যঙ ওর আওয়াজে কি বলে? শঙ্খ যখন বাজে, তখন কি বলে? আরও বলুন সেটা কোন্ কউম, যার উপর আল্লাহ তাআলা ওহী করেছেন? অথচ সেই কউমটি জ্বীনও নয়, মানুষও নয় এবং ফিরিশতাও নয়। আরও বলুন, যখন রাত হয়, তখন দিন কোথায় যায় এবং যখন দিন হয়, তখন রাত কোথায় যায়?

এ সব প্রশ্ন করে সন্ন্যাসী যখন নিশ্চুপ হলো, তখন হযরত বায়েজীদ জিজ্ঞেস করলেন, আরও কোন প্রশ্ন করার আছে কিনা? সন্ন্যাসী জবাব দিল- না। অতঃপর হযরত বায়েজীদ বললেন- আমি যদি এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি, তাহলে তোমরা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উপর ঈমান আনবে? ওরা সবাই বললো- নিশ্চয় আমরা ঈমান আনবো। হযরত বায়েজীদ আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বললেন- হে আল্লাহ, এ সব লোকেরা যা বলছে, তুমি এর সাক্ষী। এবার তোমাদের প্রশ্নের উত্তর শুনঃ

তোমরা যে প্রশ্ন করেছ সেই এক কি, যার দ্বিতীয় নেই, সেটা আল্লাহ তাআলা এবং যে দু'এর তৃতীয় নেই, সেটা হচ্ছে রাত-দিন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান- وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ (আমি রাত-দিনকে দুটি নিদর্শন হিসেবে করেছি।) যে তিনের সাথে চার নেই, সেটা হচ্ছে- আরশ, কুরসী ও কলম। যে চারের সাথে পাঁচ নেই, সেই চার হচ্ছে চার কিতাব- তৌরাত, যবুর, ইনজিল ও কুরআন মজিদ। যে পাঁচের সাথে ছয় নেই, সেটা হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্তিয়া ফরয নামায, যেটা সমস্ত মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। যে ছয়ের সাথে সাত নেই, সেটা হচ্ছে সেই ছয় দিন, যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

(আমি আসমান জমীন এবং এ দু'এর মধ্যে যা কিছু আছে, সব ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি।) যে সাতের সাথে আট নেই, সেটা হচ্ছে সাত আসমান যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান- خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ طِبَاقًا (সাত আসমানকে একটার উপর একটা করে সৃষ্টি করেছেন) যে আটের সাথে নয় নেই, সেটা হচ্ছে আরশ বহনকারী আট ফিরিশতা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান- وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ (তোমার প্রভূর আরশকে প্রতি দিন আটজন ফিরিশতা বহন করে) যে নয়ের সাথে দশ নেই, সেটা হচ্ছে সেই নয় জনের দল, যারা পৃথিবীতে ফিৎনা করেছিল। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান- وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ (শহরে নয় জন লোক ছিল, যারা পৃথিবীতে ফিৎনা সৃষ্টি করতো, সমঝোতা করতো না।) পরিপূর্ণ যে দশের প্রশ্ন করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে সেই করনীয় দশ কর্ম, যেটা হাজীদের উপর ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান- فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ (হজ্বের সময় তিন রোযা এবং যখন ফিরে আসবে তখন সাত রোয়া এ দশটাই পরিপূর্ণ) যে এগার সংখ্যার কথা বলা হয়েছে, সেটা হচ্ছে ইউসুফ আলাইহিস সালামের এগার ভাই। যে বার সংখ্যার কথা বলা হয়েছে, সেটা হচ্ছে বছরের বার মাস এবং যে তের সংখ্যার কথা বরা হয়েছে, সেটা হচ্ছে ইউসুফ আলাইহিস সালামের স্বপ্ন। যেমন কুরআনে পাকে বর্ণিত আছে- اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ (আমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র ও চাঁদ-সূর্য দেখেছি।)

যে কউমের লোক মিথ্যা বলার পরও জান্নাতে প্রবেশ করেছে, ওনারা হচ্ছেন ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইগণ। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান وَجَاءُوْا عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ (ওরা ওনার জুব্বায় মিথ্যা রক্ত মেখে নিয়ে আসলো)

যে কউম সত্য বলার পরও দোযখের অধিকারী, ওরা হলো-ইহুদী ও খৃষ্টান।

যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমায়েছেন–

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ فَهُمْ صَدَقُوْا وَاُدْخِلُوا النَّارَ

ইহুদীরা বলেছে খৃষ্টানরা কোন কাজের নয় এবং খৃষ্টানরা বলেছে ইহুদীরা কোন কাজের নয়। তারা সত্য কথাই বলেছে এবং তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয়েছে।

ذَارِيَاتِ ذَرْوًا এর ভাবার্থ চার বায়ু। حَامِلَاتِ وِقْرًا এর ভাবার্থ মেঘ, جَارِيَاتِ يُسْرًا এর ভাবার্থ সমুদ্রে চলমান জাহাজ এবং مُقَسِّمَاتِ اَمْرًا এর ভাবার্থ সেই ফিরিশতাগণ যারা শাবান মাসের মাঝ রাত্রে জনগণের রিজিক বন্টন করে। যে চৌদ্দ খোদার সাথে কথা বলেছে, সে চৌদ্দ হচ্ছে সাত আসমান ও সাত জমীন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান– فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ (অতঃপর ওকে ও জমীনকে বললেন, সানন্দে কিংবা নিরানন্দে হাজির হও। উভয়ে আরয করলো, আমরা আগ্রহ সহকারে হাজির হলাম।)

যে কবর কবরের অধিবাসীকে নিয়ে ঘুরাফেরা করতো, সেটা হচ্ছে ইউনুচ আলাইহিস সালামকে ভক্ষনকারী মাছ।

নবী সম্পর্কে যে প্রশ্ন করা হয়েছে, এর উত্তর হচ্ছে আল্লাহ তাআলা এক লাখ কয়েক হাজার নবী সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে তিন শত তের জন প্রেরিত। প্রাণহীন যে বস্তু শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, সেটা হচ্ছে প্রভাত। যে পানি আসমান থেকে পড়েনি এবং মাটি থেকেও বের হয়নি, সেটা হচ্ছে কাঁচের বোতলে করে বিলকিস কর্তৃক হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের কাছে প্রেরিত ঘোড়ার ঘাম।

যে চার প্রাণী, না জ্বীন, মানুষ, ফিরিশতা, না বাপের পৃষ্ঠ থেকে, না মায়ের গর্ভ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, সে চার প্রাণী হচ্ছে ইসমাইল আলাইহিস সালামের দুম্বা, হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের উষ্ট্রী, আদম আলাইহিস সালাম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম।

যেটা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আবার অপছন্দ করেছেন, সেটি হচ্ছে গাধার

আওয়াজ। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমায়েছে– اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ (নিশ্চয় সবচে' বিশ্রী আওয়াজ হচ্ছে গাধার)

পৃথিবীতে সর্ব প্রথম হত্যাকান্ড ও খুন খারাবি করেছে কাবিল। সে নিজ ভাই হাবিলকে হত্যা করেছিল।

আল্লাহ তাআলা মহিলাদের প্রতারণাকে বড় মারাত্মক বলেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা ফরমান اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ওদের প্রতারণা গুলো বড় মারাত্মক।

মহিলাদের মধ্যে আফজল হচ্ছে- মানব জাতির মাতা হযরত হাওয়া, হযরত খদিজা, হযরত আয়েশা, হযরত আসিয়া, হযরত মরিয়ম (রাদি আল্লাহু আনহুন্না)

নদী সমূহের মধ্যে আফজল হচ্ছে- সিহুন, জিহুন, ফোরাত ও নীলনদ।

পাহাড় সমূহের মধ্যে আফজল হচ্ছে- তুর পাহাড়, চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে আফজল হচ্ছে ঘোড়া।

মাস সমূহের মধ্যে আফজল হচ্ছে রমযান মাস। কিয়ামতের দিনকেই 'আত-তামতা' বলা হয়।

বৃক্ষ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, সেই বৃক্ষ বলতে বছরকে বুঝানো হয়েছে। বার ডালি মানে বার মাস, ত্রিশ পাতা মানে প্রতি মাসের ত্রিশ দিন, পাঁচ মুকুল মানে ওয়াক্তিয়া নামায যার দু'ওয়াক্ত দিনে এবং তিন ওয়াক্ত রাতে।

প্রাণহীন যে জিনিসটা হজ্ব ও তওয়াফ করেছে, সেটা হচ্ছে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কিশ্তী।

যে চার জিনিসের স্বাদ ও রং ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু মূল এক, সে গুলো হচ্ছে দু'[illegible] দু'কান, নাক ও মুখ। চোখের পানি নুনতা, কানের পানি কটু, নাকের [illegible] এবং মুখের পানি মিষ্টি কিন্তু সব গুলোর উৎপত্তির স্থান হচ্ছে মস্তিষ্ক।

নফীর হচ্ছে খেজুরের উপরের অংশ, [illegible] হচ্ছে খেজুরের ভি[illegible] এবং কতমীর হচ্ছে খেজুরের ছিল্কা। সব[illegible] [illegible]ম এবং ছাগলের লোম।

তম ও রম হচ্ছে দুটি উম্মত যারা হযরত আদম আলাইহিস সালামের আগে ছিল।

গাধা শয়তানকে দেখে তার কর্কশ আওয়াজে বলে– لَعَنَ اللّٰهُ الْعَشَّارَ

কুকুর তার ডাকে বলে- দোযখীদের জন্য বড় বিপদ এবং খোদায়ী গজব।

ঘোড়া তার হাঁক ডাকে বলে- আল্লাহ তাআলা আমার হেফাজতকারী (যখন মিথ্যার প্রসার ঘটে এবং পুরুষ পুরুষকে নিয়ে ব্যস্ত হয়।)

উট তার আওয়াজে বলে حَسْبِىَ اللّٰهُ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا (আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং উকীল হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট)

বুলবুলি সকাল- সন্ধ্যা আল্লাহর গুনগান করে। ব্যঙ স্বীয় জিকরে বলে-

سُبْحَانَ الْمَعْبُوْدُ فِى الْبَوَارِىْ وَالْغَفَّارِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ

শঙখ স্বীয় আওয়াজে বলে-

سُبْحَانَ اللّٰهِ حَقًّا حَقًّا اُنْظُرْ يَا ابْنَ اٰدَمَ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا غَرْبًا وَشَرْقًا مَاتَرٰى فِيْهَا اَحَدًا يَبْقٰى

মানুষ, জ্বীন ও ফিরিশতা ব্যতীত যে জাতির প্রতি ওহী করা হয়েছে, যেটা মৌমাছি জাতি, যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান- وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ। (তোমার প্রভূ মৌমাছির প্রতি ওহী করেছে)

সর্ব শেষ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে- রাত হলে দিন এবং দিন হলে রাত আল্লাহর জ্ঞানের গহবরে লুকিয়ে যায়।

সব উত্তর দেয়ার পর হযরত বায়েজিদ জানতে চাইলেন যে আর কোন কিছু প্রশ্ন করার আছে কি না। ওরা সবাই বললো- না, আর কোন কিছু জিজ্ঞাসার নেই। হযরত বায়েজিদ বললেন, তাহলে এবার আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও- মিফতাহুল জান্নাত ও মিফতাহুস সামাওয়াত কি অর্থাৎ বেহেশত ও আসমান সমূহের চাবি কি? প্রধান সন্ন্যাসী নিজের লোকদেরকে বললো- তোমরা নিশ্চুপ থেকো, কোন কথা বলো না। হযরত বায়েজীদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বললেন, তোমরা আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছ। আমি সব গুলোর জবাব দিয়েছি। আমি তোমাদের কাছে মাত্র একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি। তোমরা কেন এর জবাব দিচ্ছ না? তোমরা কি এর জবাব দিতে অপারগ? সবাই সমস্বরে বললো- হ্যাঁ, আমরা জবাব দিতে অক্ষম। অতঃপর তারা তাদের প্রধান সন্ন্যাসীর দৃষ্টি আকর্ষন করে

বললো- আপনিও কি জবাব দিতে অক্ষম? প্রধান সন্ন্যাসী বললো- নিশ্চয়ই না, আমি জবাব দিতে সক্ষম। তবে আমি ভয় করছি যে তোমরা আমার অনুসরণ করবে কি না। সবাই বললো- নিশ্চয়ই আমরা আপনার অনুসরণ করবো কেননা আপনি আমাদের বড় সরদার। আপনি যা বলবেন, তা আমরা শুনবো এবং আপনার অনুসরণ করবো। তখন প্রধান সন্ন্যাসী বললো- বেহেশত ও আসমান সমূহের চাবি হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'। এটা শুনা মাত্রই সবের মুখে কলেমা জারি হয়ে গেল এবং সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। সবাই গলার পৈতা ছিঁড়ে ফেললো এবং মুর্তি শালা থেকে মূর্তিগুলো বের করে ফেলে দিল এবং সেটাকে মসজিদে পরিণত করলো। সেই সময় হযরত বায়েজিদ বুস্তামীর কাছে ইলহাম হলো- 'তুমি আমার জন্য একটি পৈতা পরিধান করেছিলে। এর জন্য আমি তোমার খাতিরে পাঁচ শত পৈতা অপসারিত করেছি।' (রাউজুর রিয়াহীন- ৪০ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ ইলমে লদুনীর অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁদেরকে কোন প্রশ্নে আটকানো যায় না। তাঁদের এ অগাধ জ্ঞান দ্বারা অনেক অসাধ্য সাধন করে থাকেন।

কাহিনী নং- ৪৮৬

একটি পাখী ও এক অন্ধ সাপ

একটি ডাকাত দল ডাকাতির উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে এক খেজুর গাছ তলে বিশ্রাম নিল। এর আশে পাশে আরও দু'টি খেজুর গাছ ছিল। তৎমধ্যে একটি গাছ শুকনো ও বাকী দু'টতে পাকনা খেজুর ঝুলছিল। ডাকাত দলের সরদার ওখানে শুইয়ে শুইয়ে লক্ষ্য করলো যে একটি পাখী পাকনা খেজুরের গাছ থেকে উড়ে শুকনো গাছে গিয়ে বসে কিছুক্ষণ পর পুনরায় পাকনা খেজুরের গাছে ফিরে আসে। এ ভাবে কয়েক চক্কর দিল। ডাকাত সরদার এর হেতু জানার আগ্রহে গাছে উঠে দেখলো যে এক অন্ধ সাপ শুক্নো খেজুর গাছটির একটি ডালে লেপটে আছে এবং মুখটি খোলা রেখেছে। সেই পাখিটি কিছুক্ষণ পরপর কিছু নিয়ে এসে সাপটির মুখে ঢুকায়ে দেয়। সরদার এ দৃশ্য দেখে খুবই প্রভাবান্বিত হয়ে ওখানেই বলে উঠলো- হে আল্লাহ, এটা একটি ক্ষতিকর প্রাণী, যার রিযিকের জন্য তুমি একটি পাখীকে নিয়োজিত রেখেছ। অথচ আমি আশরাফুল মখলুকাতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে রিযিকের জন্য ডাকাতি করছি। এটা কি সঙ্গত: হলো? এ কথা বলার সাথে সাথে এক অদৃশ্য আহবানকারীর এ আওয়াজ শুনতে পেল- আমার রহমতের দরজা সব সময় খোলা

আছে। তুমি তওবা করলে আমি গ্রহণ করবো।

সরদার এ আওয়াজ শুনে কেঁদে দিল এবং গাছ থেকে নিচে নেমে এসে তলোয়ার ভেঙ্গে ফেললো এবং চিৎকার করে বললো- আমি গুনাহের কাজ থেকে বিরত হলাম, বিরত হলাম। হে আল্লাহ, তুমি আমার তওবা কবুল কর। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো- আমি তোমার তওবা কবুল করলাম।

সরদারের সাথীরা এ আচরণ দেখে জানতে চাইলো- ব্যাপারটা কি? সরদার ব্যাপারটা জানালে, ওরাও কাঁদতে লাগলো এবং বলতে লাগলো- আমরাও আল্লাহর পথে ফিরে যেতে চাই। অতঃপর ওরা সবাই আন্তরিক ভাবে তওবা করে নিল এবং হজ্বের উদ্দেশ্যে সবাই মক্কার পথে যাত্রা দিল। তিন দিন পথ চলার পর এক গ্রামে গিয়ে উপনিত হলো। এক অন্ধ বৃদ্ধার পাশ দিয়ে যাবার সময়, বৃদ্ধা সেই সরদারের নাম ধরে জিজ্ঞেস করলো- এ দলে এ নামের কেউ আছে কি না। সরদার এগিয়ে গিয়ে বললো- ব্যাপার কি? এ নামতো আমার। বৃদ্ধা ঘরের ভিতর থেকে একটি কাপড় এনে বললো- কয়েক দিন হলো আমার নেক্কার ছেলেটি মারা গেছে, এটা তারই কাপড়। উপর্যুপরি তিন রাত আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে স্বপ্ন দেখেছি। তিনি তোমার নাম নিয়ে ইরশাদ করেছেন- 'সে এ পথ দিয়ে আসতেছে। এ কাপড় ওকে দিয়ে দিও।' হে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, তোমার এ আমানত গ্রহণ কর। সরদার এটা শুনে আত্মহারা হয়ে গেল এবং সেই কাপড় পড়ে মক্কা শরীফে উপনিত হলো। এরপর থেকে সে একজন আল্লাহর মকবুল বান্দা হিসেবে গণ্য হয়ে গেল। (রাউজুর রেয়াহীন - ১২৬ পৃঃ)

সবক ঃ মানুষ যত বড় গুনাগার হোক না কেন আন্তরিকভাবে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা আগের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করে নেন। এটাও জানা গেল যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আজও তাঁর উম্মতের প্রতিটি আমল সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং তাঁর কোন গুনাহগার উম্মত আন্তরিকভাবে তওবা করলে তিনি সন্তুষ্ট হন।

কাহিনী নং- ৪৮৭

বাঘের উপর হুকুমধারী

হযরত সুফিয়ান ছুরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, একবার আমি ও হযরত শায়বান হজ্বে যাচ্ছিলাম। এক জংগলের পাশ দিয়ে যাবার সময় অদূরে রাস্তার উপর এক বাঘ দেখা গেল। আমি শায়বানকে বললাম, ঐ যে দেখছেন, রাস্তার উপর বাঘ বসে আছে? হযরত শায়বান কোন চিন্তা নেই বলে এগিয়ে গেলেন এবং বাঘের

কান ধরে বললেন- আমাদের রাস্তা থেকে সরে যাও। বাঘ এ নির্দেশ পেয়ে অনুগত কুকুরের মত লেজ নেড়ে রাস্তার এক কিনারে সরে গেল। আমি শায়বানকে বললাম, তুমি একটি কাজের কাজ করেছ। হযরত শায়বান বললেন- হে সুফিয়ান, যদি খ্যাত হওয়ার ভয় না থাকতো, তাহলে খোদার কসম, আমি আমাদের লাগেজ ওর পিঠের উপর রেখে মক্কা-মুয়াজ্জমায় নিয়ে যেতাম। (রাউজুর রেয়াহীন-১২৮ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগনের কি অপূর্ব শান যে ওনারা আল্লাহর অনুগত হয়ে থাকেন আর আল্লাহ সব কিছুকে তাঁদের অনুগত করে দেন। তাঁরা আল্লাহকে ভয় করেন আর প্রত্যেক কিছু তাঁদেরকে ভয় করে। যারা ইঁদুর দেখলে ভয় পায়, তারা কি করে আল্লাহ ওয়ালাগনের সমকক্ষ হতে পারে।

কাহিনী নং- ৪৮৮

ইয়া-লতি ফু

এক বুজুর্গ বলেন, এক বছর আমি এক বিপদের সম্মূখীন হয়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। এ অবস্থায় আমি মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। কিন্তু আমার সাথে কোন বাহন বা পথ খরচ ছিল না। তিন দিন পথ চলার পর খুবই কাবু হয়ে গিয়েছিলাম। চতুর্থ দিন গরম ও পিপাসায় একেবারে অস্থির হয়ে গেলাম, এমনকি মৃত্যুর ভয় হলো। রাস্তার ধারে এমন কোন বৃক্ষও ছিলা না, যার ছায়াতলে বিশ্রাম নিতে পারি। অগত্যা, বাধ্য হয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে কেবলা মুখি হয়ে রাস্তার উপর বসে গেলাম যাতে মৃত্যুবরণ করলেও যেন কেবলামুখি হয়ে মৃত্যু বরন করি। বসাবস্থায় আমার ঘুম এসে গেল। স্বপ্নে আমি এক নূরানী ব্যক্তিকে দেখলাম, যিনি আমার সামনে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন- তোমার হাত বাড়াও। আমি হাত বাড়ালে তিনি আমার হাতে হাত মিলালেন এবং বললেন- তোমাকে সুসংবাদ জ নাচ্ছি তুমি শীঘ্রই মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌঁছে যাবে এবং প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর রাওজাপাকও যিয়ারত করার সৌভাগ্য হবে। আমি ওনাকে জি জ্ঞেস করলাম- আপনি কে? তিনি বললেন- আমি খিজির। তখন আমি বিচলিত হয়ে বললাম- হুযূর, আমার জন্য দুআ করুন। তিনি বললেন- আমার থেকে এ দুআটি শিখে নাও এবং এটা তিনবার পড়ঃ

يَالَطِيْفًا بِخَلْقِهٖ يَاعَلِيْمًا بِخَلْقِهٖ يَاخَبِيْرًا بِخَلْقِهٖ اُلْطُفْ بِىْ
يَا لَطِيْفُ يَا عَلِيْمُ يَاخَبِيْرُ-

এটা আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য এক অমূল্য তোহফা। যখনই কোন সমস্যা বা বিপদাপদের সম্মুখীন হও, এ দুআটি তিনবার পড়ে নিও। ইনশা আল্লাহ মুশকিল আসান হয়ে যাবে। এমন সময় একটি ডাক শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল! চোখ খুলে দেখি এক উষ্ট্রারোহী ব্যক্তি আমাকে জাগিয়ে জিজ্ঞেস করলো- এ রকম চেহারা ও আকৃতির একটি ছেলেকে এ দিক দিয়ে যেতে দেখেছ? আমি না বললাম এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো- আমরা বাপ-বেটা উভয়ে হজ্বে যাচ্ছিলাম, পথে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। আমি ওকে খুঁজতেছি। পুনরায় সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোথায় যাবে? আমি বললাম, আমিও হজ্বে যাচ্ছি। তখন সে উটকে বসায়ে খাওয়ার জন্য আমাকে রুটি-পানি দিল এবং আমাকে উটের উপর বসায়ে নিল। কিছুদূর যাওয়ার পর এক কাফেলার দেখা হলো। সেই কাফেলার মধ্যে ওর হারানো ছেলেটা পাওয়া গেল। আমরা সেই কাফেলার সাথে সহি সালামতে মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌঁছে গেলাম। মক্কা মুয়াজ্জমায় কোত্থেকে এক ব্যক্তি এসে আমাকে একটি থলি হাদিয়া দিলেন, যার মধ্যে অনেক টাকা ছিল। আল্লাহ তাআলা এ ভাবে আমাকে ফেরার খরচও দান করলেন। অতঃপর আমি মদীনা মনোয়ারায় গেলাম এবং সেখান থেকে সহীহ সালামতে ঘরে ফিরে আসলাম। আল্লাহর মেহেরবাণীতে আমার সেই বিপদটিও দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল। (রাউজুল রিয়াহীন- ১৭৫ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের উসীলায় বিপদ আপদ দূরীভূত করেন। হযরত খিজির আলাইহিস সালামের শিখানো দুআটি খুবই ফলপ্রসূ প্রমানিত হয়েছে। এ দুআটি আমাদেরও পড়া উচিত।

কাহিনী নং - ৪৮৯

মেহমান, না কি মেজবান

সৈয়দ বংশীয় এক বুজুর্গ এক পাহাড়ে বাস করতেন। সেখানে তিনি দিন রাত ইবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। একবার ঈদের দিন ঈদের নামায জামাত সহকারে পড়ার জন্য পাহাড় থেকে নামলেন এবং নামায পড়ে পুনরায় পাহাড়ে ফিরে গেলেন। তাঁর আস্তানায় গিয়ে দেখতে পেলেন যে এক নূরানী আকৃতির ব্যক্তি তথায় নামায পড়তেছেন, যার চেহারায় মুসাফিরের কোন লক্ষণ ছিল না। তিনি ওনাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন- এ কে! এখানে কি করে ও কখন আসলো! তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, উনি যদি আমার মেহমান হয়ে থাকে, তাহলেতো ওনাকে কিছু খাওয়ানো প্রয়োজন। কারণ আজ ঈদের দিন। কিন্তু আমার কাছে তো কিছু নেই। কি করতে পারি। ইত্যবসরে উনি সালাম ফিরালেন এবং

বললেন, আমার জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আমাকে আমার রিযিকদাতা নিজেই খাওয়াবে। একান্ত আগ্রহ থাকলে, এক গ্রাস পানি পান করাতে পারেন। আমি পানি আনতে গেলে দেখি বরতনে দুটি টাট্‌কা রুটি ও তরকারী রক্ষিত আছে এবং এ গুলো একেবারে টাট্‌কা ও গরম ছিল। মনে হলো যেন এ মাত্র তৈরী করা হয়েছে। এ দৃশ্য দেখেতো আমি একেবারে অবাক। আমার অবস্থা দেখে সেই রহস্য ময়ী মেহমান বললেন, অবাক হওয়ার কি আছে-

فَاِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا اَيْنَمَا كَانُوْا وَجَدُوْا مَا اَرَادُوْا

(আল্লাহর এমন বান্দাও আছে যারা যেখানে যেটা চায়, সেটা পেয়ে যায়।) পুনরায় আমাকে বললেন, খাবার নিয়ে আসুন, উভয়ে এক সাথে বসে খাই। অতঃপর আমরা উভয়ে এক সাথে খাবার খেলাম। খাওয়া শেষ হওয়ার পর সেই মেহমান 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। (রাউজুর রিয়াহীন- ১৭৮ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ যা চায় তা পায় এবং অপরের সাহায্য সহযোগিতা করেন।

কাহিনী নং- ৪৯০

জ্ঞানী পাগল

বাদশাহ হারুনুর রশীদ এক বছর হজ্বে যাওয়ার পথে কয়েক দিন কূফায় অবস্থান করে ছিলেন। কুফা থেকে রাজকীয় শান শওকতে হযরত বাহালুল পাগলা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর আস্তানার পাশ দিয়ে যাবার সময় যখন হযরত বাহালুল পাগলা বাদশাহ হারুনুর রশীদকে দেখলেন, তিনি এগিয়ে এসে বাদশাহকে বললেন- হে আমীরুল মুমেনীন, আমার থেকে একটি হাদীছ শুনে যাও– হযরত আবদুল্লাহ আমেরী (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, এক বছর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে তশরীফ নিয়ে গেলেন। তাঁর বাহন এমন অবস্থায় মিনা অতিক্রম করছিল যে তিনি একটি উটে সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর দেহ মুবারকের নীচে ছিল একটি মামুলী চাদর। হুযূরের এ শাহী বাহন কোন দুনিয়াবী দাপট দেখিয়ে পথ অতিক্রম করেনি। তাই, হে হারুনুর রশীদ তুমিও কোন অহংকার ও দাপটহীন ভাবে একান্ত বিনয় সহকারে রাস্তা অতিক্রম কর। বাদশাহ এ হাদীছ শুনে কেঁদে দিলেন এবং বললেন- হে বাহালুল, আরও কিছু নসীহত কর। বাহালুল বললেন- হে আমীরুল মুমেনীন, যে ব্যক্তিকে

আল্লাহ তাআলা ধন দৌলত ও সৌন্দর্য দান করেছেন, সে যদি সেই ধন দৌলত থেকে আল্লাহর পথে খরচ করে এবং সৌন্দর্যকে কালিমা মুক্ত রাখে, তাহলে আল্লাহ তাআলা ওকে তাঁর মকবুল বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করে নেন। বাদশাহ হারুনুর রশীদ বললেন- হে বাহালুল, খুবই সুন্দর কথা বলেছ। পুনরায় বললেন- হে বাহালুল, তোমার কাছে যদি কারো কর্জ থাকে আমাকে বল, আমি আদায় করে দেব। বাহালুল বললো- কর্জ দ্বারা কর্জ কি করে আদায় হতে পারে। উত্তম হচ্ছে, তোমার উপর খোদার যে কর্জ আছে, সেটা আদায় করার চিন্তা ভাবনা কর। হারুনুর রশীদ বললেন- আচ্ছা, তোমার নামে কোন জায়গা জমি বন্দোবস্তি করে দিব? বাহালুল আসমানের দিকে মুখ উঠায়ে বললেন- হে আমীরুল মুমেনীন, আমি-আপনি উভয়েই খোদার বান্দা। তাই এটা কি করে হতে পারে যে আল্লাহ এক বান্দাকে স্মরণ রাখে এবং অন্য বান্দাকে ভুলে যায়। (রাউজুর রিয়াহীন- ৩১ পৃঃ)

সবক ঃ অনেক আল্লাহ ওয়ালাগণ দুনিয়াদারদের দৃষ্টিতে পাগল। বাস্তবে তাঁরা অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁদের উপদেশমূলক কথাবার্তা গুলো দিন-দুনিয়া উভয় জগতের জন্য উপকারী হয়ে থাকে।

কাহিনী নং- ৪৯১

কাপড়ের পুঁটলী

হযরত আবুল হোসাইন নূরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর একজন সেবিকা ছিল। এক দিন তিনি ওকে বললো- আমার জন্য দুধ-রুটি নিয়ে এসো। সে গিয়ে দুধ-রুটি নিয়ে এলো। দুধ ঠান্ডা হয়ে যাওয়ায় হযরত আবুল হোসাইন নিজেই কয়লা জ্বালিয়ে দুধ গরম করলেন এবং রুটি দিয়ে খেতে লাগলেন। সেবিকা দেখলো যে হযরত আবুল হোসাইন কয়লার কালিমা যুক্ত হাতে রুটি খাচ্ছেন। সে মনে মনে বললো- এ নাকি আল্লাহর ওলী কিন্তু ওনার মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বোধ নেই। মনে মনে এ কথা বলে ঘর থেকে বের হলো। একটু যেতেই এক মহিলা এসে ওকে ঝাঁপটে ধরে বললো- আমার কাপড়ের পুঁটলী চুরি হয়ে গেছে। সম্ভবত: তুমিই চুরি করেছ। আমি তোমাকে থানায় নিয়ে যাব। ওর কোন কথা না শুনে জোর জবর দস্তি ওকে থানায় নিয়ে গেল। হযরত আবুল হোসাইন এ খবর পেয়ে থানায় গেলেন এবং পুলিশকে বললেন- এ নিরাপরাধী, ওকে ছেড়ে দাও। পুলিশ বললো- সে যে নিরাপরাধী আপনার কাছে এর কি প্রমাণ আছে? তিনি বললেন, ঐ দিকে দেখ। সবাই ঐ দিকে তাকালে দেখলো যে ঐ মহিলার ঘরের অন্য এক মহিলা দৌড়ে আসতেছে এবং এসে বললো- কাপড়ের পুঁটলী পাওয়া গেছে। অত:পর সেবিকাকে ছেড়ে দেয়া হলো। ঘরে এসে হযরত আবুল হোসাইন

সেবিকাকে বললেন, ভবিষ্যতেও পুনরায় কি এ রকম বলবে যে আল্লাহর ওলীগণের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বোধ নেই? সেবিকা বললো- হুযূর আমাকে ক্ষমা করুন, আমি তওবা করছি। (রাউজুর রিয়াহীন- ১২৬ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণকে কখনো অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না দেখা চায়। মনের ধারনাসমূহও তাঁদের কাছে প্রকাশ পায়।

কাহিনী নং- ৪৯২

আত্মগোপনকারী ওলী

হযরত শফিক বলখী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, আমি একবার হজ্ব উপলক্ষে ঘর থেকে বের হলাম। যখন কাদেসীয়ায় পৌছলাম তখন এমন এক সুন্দর ও নূরানী আকৃতির ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যিনি সাদা কাপড় পড়ে মানুষের চলাচলের পথে বসেছিল। ওকে দেখে আমার মনে হলো, এ কোন সূফী ধরনের লোক হতে পারে। মানুষের সহানুভূতি পাবার আশায় এ ভাবে চলাচলের পথে বসে আছে। এ ধারনা করে আমি ওর কাছে গেলাম। সে আমাকে দেখে বললো- হে শফিক, اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ (অধিক হারে ধারনা থেকে বিরত থেকো। নিশ্চয়ই অনেক ধারনা পাপ) এ বলে সে ওখান থেকে উঠে চলে গেল। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, এ নিশ্চয় কোন বড় কামিল ব্যক্তি হবে যিনি আমার মনের ধারনাও জেনে নিলেন। নিশ্চয়ই ওনার কাছে আমার মাফ চাওয়া দরকার। দেরী না করে ওনার খোঁজে এগিয়ে গেলাম। কিছু দূর গিয়ে দেখি উনি এক জায়গায় বসে নামায পড়ছেন এবং নামাযের অবস্থায় তার চোখদ্বয় দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে এবং শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপছে। আমি ওখানে বসে গেলাম। নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর আমাকে দেখে বললেন- হে শফিক, এ আয়াত পাঠ কর- اِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا (নিশ্চয় আমি মহা ক্ষমাকারী, যে তওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে ও নেককাজ করেছে) পুনরায় তিনি ওখান থেকে চলে গেলেন এবং চোখের আড়াল হয়ে গেলেন।

যখন আমি মিনায় পৌছলাম, তখন ওখানে তাঁকে এক কূপের ধারে বসা দেখলাম এবং তিনি বলছিলেন- 'হে আল্লাহ, আমার কাছে কোন বাল্‌তি নেই কিন্তু আমার পানি প্রয়োজন।' আমি দেখলাম, এটা বলার সাথে সাথে কূপের পানি উৎলে

উপরে উঠে গেল এবং তিনি বরতনে পানি নিয়ে অযু করে নামায পড়লেন। অত:পর সেই বরতনে কিছু বালি দিয়ে পানির সাথে গুলে পান করতে লাগলেন। আমি ওনার সামনে এগিয়ে গিয়ে আরয করলাম- জনাব, আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে নেয়ামত দিলেন, সেখান থেকে আমাকেও কিছু দান করুন। তিনি আমাকে সেই বরতনটি দিয়া দিলেন এবং বললেন, পান কর। আমি পান করলাম। খোদার কসম, সেখানে উন্নত মানের মিষ্টির সাথে সাতু মিশানো ছিল, যা আমি তৃপ্তি সহকারে খেলাম ও পান করলাম। সেটা এত মজাদার ছিল যে সেই স্বাদ আজও ভুলতে পারিনি। পুনরায় তিনি ওখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরের দিন মাঝ রাতে আমি ওনাকে হেরেম শরীফে নামায পড়তে দেখলাম, সকাল বেলায় দেখলাম যে উনি যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, লোকেরা অনেক বিনয় ও ইজ্জত সহকারে সালাম করছেন। আমি লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে উনি হলেন হযরত জয়নুল আবেদীন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর পৌত্র হযরত ইমাম মূসা বিন জাফর সাদেক (রাদি আল্লাহু আনহু) (রাউজুর রিয়াহীন- ৫৯ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণের দৃষ্টিতে মনের গোপন কথাও লুকায়িত থাকে না। হযরত ইমাম মূসা (রাদি আল্লাহু আনহু) সৈয়দগণের শিরোমনি হওয়া সত্বেও প্রায় সময় নামাযে নিয়োজিত থাকতেন। বড় পরিতাপের বিষয় যে আজকাল সৈয়দ বংশের দাবীদার অনেক শাহ সাহেব নামায-রোযার ধার ধারে না।

কাহিনী নং- ৪৯৩

হেরেমের ভিখারী

হযরত আবি সাঈদ খারাজ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, আমি হেরেম শরীফে এমন এক ভিখারীকে দেখলাম, যিনি একটি ছিঁড়া চাদর বিছায়ে রেখেছিলেন এবং লোকদের থেকে কিছু চাচ্ছিলেন। আমি মনে মনে বললাম- এ ধরনের লোক সমাজের জন্য বোঝা স্বরূপ। আমি এতটুকু চিন্তা করতে না করতেই তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন- إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের মনের কথা জানেন। অতএব এর থেকে ভয় কর।

আমি এটা শুনে মনে মনে ক্ষমা চাইতে লাগলাম। তখন উনি হেসে এ আয়াতটি পড়লেন وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّاٰتِ। (সেই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং গুনাহ মাফ করেন। (রাউজুর রিয়াহীন- ৫৯ পৃঃ)

সবক ঃ কাউকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা অনুচিত। ভিখারীর বেশে অনেক আল্লাহর প্রিয় বান্দা লুকিয়ে থাকেন।)

কাহিনী নং- ৪৯৪

রহস্যময় যুবক

হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ (রাদি আল্লাহ আনহু) বলেন, আমি একবার জুমার নামায পড়ার জন্য জামে মসজিদে গিয়েছিলাম। সে দিন মসজিদে খুবই ভিড় ছিল, কোন দিকে খালি ছিল না। আমি যেখানে একটু খালি পেলাম, সেখানে বসে গেলাম। আমার ডান দিকে সাদা পোষাকধারী এক সুন্দর নূরানী আকৃতির যুবক বসা ছিল। ওর শরীর থেকে উন্নত মানের সুগন্ধ আসছিল।

সে আমাকে দেখে বললো- হে সাহল, কেমন আছ? আমি বললাম- আলহামদুলিল্লাহ, ভাল আছি। কিন্তু আমি আশ্চর্য হলাম যে সে আমাকে চিনলো কি করে, ওর সাথেতো আমার কোন পরিচয় নেই। অথচ সে আমার নাম উচ্চারণ করে আমার কূশল জিজ্ঞেস করলো। যাক আমি ওর সাথে আর কোন কথা না বলে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পর আমার ভীষন প্রস্রাবের হাজত হলো। এমন কি এ অবস্থায় বসে থাকাটা আমার জন্য খুবই কষ্ট হচ্ছিল। মানুষের ভিড় ঠেলে বের হওয়াটাও অসম্ভব ছিল। এ দিকে জামাতের সময়ও একেবারে ঘনিয়ে এসেছিল। আমি অস্থির হয়ে চটপট্ করছিলাম। আমার এ অবস্থা দেখে যুবকটি আমাকে লক্ষ্য করে বললো, প্রস্রাবের হাজত হয়েছে? আমি বললাম- হ্যাঁ। তখন সে স্বীয় চাদরটি আমার মাথার উপর রেখে আমার মুখটি ডেকে দিল এবং বললো, তাড়াতাড়ি প্রস্রাবের কাজ সেরে নিন, জমাতের সময় একেবারে সন্নিকট। চাদরটা আমার মুখের উপর দিলে আমার তন্দ্রাভাব এসে যায়। আমি চোখ খুললে একটি খোলা দরজা দেখতে পেলাম। সেখান থেকে কে যেন ডাক দিয়ে বললো- ভিতরে আসুন। আমি ভিতরে গিয়ে দেখলাম এক বিরাট শাহী মহল, যেখানে সব কিছুর ব্যবস্থা রয়েছে। ওখানে একটি বৃক্ষ দেখতে পেলাম। সেই বৃক্ষের পাশে ছিল একটি গোসলখানা, সেখানে পাত্র ভরা পানি, গা মোছার তোয়ালে, মিছওয়াক সব

কিছু মওজুদ ছিল। আমি ওখানে প্রস্রাব করলাম। অতপর অযু-গোসল করে নিলাম। সেই সময় একটি আওয়াজ শুনলাম- আপনার কাজ সেরে নিয়েছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, সেরে নিয়েছি। তখন আমার মুখের উপর থেকে সেই চাদরটি উঠায়ে নেয়া হলো। আমি দেখলাম সেই জামে মসজিদ, সেই কাতার, সেই জায়গা যথাস্থানে আছে, ডান দিকে সেই যুবকটি যথাস্থানে বসা আছে। সময়েরও কোন পরিবর্তন হয়নি। আমি যে ওখান থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলাম, তাও কেউ জানতে পারেনি। এ অবস্থা দেখে আমি একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম। কিছু বুঝে আসলো না। নানা চিন্তা করতে লাগলাম। এর মধ্যে জামাত শুরু হলো, নামায আদায় করে নিলাম। নামাযের পর আমি সেই যুবকের পিছু নিলাম। সে আমাকে দেখে মুছকি হেসে বললো, হে সাহল, তুমি যা কিছু দেখেছ, সেটার প্রতি কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি বললাম- ঠিকই, কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। সে বললো, তুমি আমার সাথে চল। আমি ওর সাথে গেলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর সেই দরজার সামনে এসে গেলাম, যেটা আমি দেখেছিলাম। যুবকটি সেই দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। আমিও ওর সাথে প্রবেশ করলাম। দেখি, সেই ভবন, সেই বৃক্ষ, সেই গোসল খানা, সেই মিছওয়াক এবং সেই তোয়ালে যথাস্থানে মওজুদ আছে, যেটা এখনও ভিজা রয়েছে। এ সব কিছু দেখে আমি বললাম- اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ সেই যুবকটি বললেন,হে সাহল, مَنْ اَطَاعَ اللّٰهَ تَعَالٰى اَطَاعَهُ كُلُّ شَيْءٍ اُطْلُبْهُ تَجِدْهُ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, প্রত্যেক জিনিস ওর আনুগত্য করে। ওকে তালাশ কর, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

এ কথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। যুবকটি আমার চোখের পানি মুছে দিলেন। আমি চোখ খুলে সেই যুবকটি ও সেই ভবনটাকে আর দেখতে পেলাম না। এতে আমি আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সেই দিন থেকে আমি আল্লাহর ইবাদতে আরও বেশী করে মনোনিবেশ করলাম। (রাউজুর রিয়াহীন - ১০৫ পৃঃ)

সবক ঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উম্মতের মধ্যে এমন অনেক কামেল ও খোদার সান্নিধ্য লাভকারী বান্দাও মওজুদ আছেন, যারা অসাধারণ ক্ষমতা ও হস্তক্ষেপের অধিকারী এবং যারা চোখের পলকে অনেক বিপদাপদ দূরীভূত করতে পারেন। তাঁদের এ ক্ষমতা আল্লাহর আনুগত্যের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্জিত হয়েছে। ওনাদের এ ক্ষমতাসমূহকে অস্বীকার করা মানে আল্লাহর দীন ও তাঁর অবদানকে অস্বীকার করার নামান্তর।

কাহিনী নং- ৪৯৫

বাগদাদের ব্যবসায়ী

বাগদাদের এক ব্যবসায়ী আওলীয়ায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করতো। এক দিন জুমার নামাযের পর সে হযরত বশর হাফী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) কে নামায পড়ে তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে দেখে মনে মনে বললো- এ লোকটাকে সবাই ওলী বলে কিন্তু মসজিদে ওনার মন বসে না। এ সব চিন্তা করে সেই ব্যবসায়ী ওনার পিছে পিছে যেতে লাগলো। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখলো যে তিনি এক রুটি ওয়ালার দোকান থেকে রুটি ক্রয় করে শহরের বাইরের দিকে যাত্রা দিলেন। এটা দেখে ব্যবসায়ী লোকটির মনে আরও ঘৃনাবোধ সৃষ্টি হলো এবং মনে মনে বললো- এ লোকটি কেবল রুটির জন্য মসজিদ থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে এসেছে এবং এখন শহরের বাইরে কোন এক নির্জন প্রান্তরে বসে সেই রুটি খাওয়ার জন্য যাচ্ছে। ব্যবসায়ী সিদ্ধান্ত নিল, আমি ওনার পিছে পিছে যাব এবং যেখানে বসে রুটি খাবেন, ওখানে গিয়ে আমি ওনার সাথে কথা বলবো। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করবো- ওলী কি এ রকম হয়, যিনি রুটি খাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বের হয়ে আসেন? সিদ্ধান্ত মুতাবেক ব্যবসায়ী ওনার পিছে পিছে যেতে লাগলো। হযরত বশর হাফী একটি গ্রামে প্রবেশ করলেন। অতঃপর সেই গ্রামের একটি মসজিদে তশরীফ নিয়ে গেলেন। ব্যবসায়ী লোকটিও মসজিদে ঢুকলো। সে দেখলো যে মসজিদের এক কিনারায় এক অসুস্থ লোক শায়িত আছে। হযরত বশর হাফী সেই লোকটির পাশে বসে ওকে রুটি খাওয়াতে লাগলেন। ব্যবসায়ী এ দৃশ্য দেখে চুপে চুপে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল এবং গ্রামের এদিক সেদিক কিছুক্ষণ ঘুরাফেরা করার পর পুনরায় মসজিদে এসে দেখলো যে অসুস্থ লোকটি যথাস্থানে শায়িত আছে কিন্তু হযরত বশর হাফীকে দেখলো না। অসুস্থ লোকটাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলো যে তিনি বাগদাদে ফিরে গেছেন। সেখান থেকে বাগদাদ কতদূর জানতে চাইলে সে বললো- চল্লিশ মাইল। ব্যবসায়ী এটা শুনে ইন্নালিল্লাহ পড়লো এবং চিন্তা করতে লাগলো- আমিতো বড় বিপদে পড়ে গেলাম। কি আশ্চর্য! ওনার পিছনে পিছনে এতদূর পথ চলে এলাম। কিন্তু আমি কিছুই বুঝতেই পারলাম না। এখন এতদূর পথ একাকী কি করে ফিরে যাই। সে অসুস্থ লোকটাকে জিজ্ঞেস করলো উনি এখানে আবার কখন আসবেন? অসুস্থ লোকটি বললো- আগামী জুমাবারে আসবেন। অগত্যা ওকে আগামী জুমা পর্যন্ত ওখানে অবস্থান করতে হলো। পরবর্তী জুমাবারে হযরত বশর হাফী যথাসময়ে উপস্থিত হলেন। অসুস্থ লোকটি সেই ব্যবসায়ীর প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত বশর

হাফীকে বললো- হুযূর, এ লোকটি গত জুমাবারে বাগদাদ থেকে আপনার সাথে এসেছিল। বেচারা আট দিন যাবত এখানে পড়ে রয়েছে। হযরত বশর হাফী রাগান্বিত হয়ে সেই ব্যবসায়ীর দিকে তাকালেন এবং বললেন- তুমি আমার পিছে পিছে কেন এসেছিলে? সে বললো হুযূর আমার ভুল হয়েছে। হযরত হাফী পুনরায় রাগের স্বরে বললেন, উঠ, আমার পিছে পিছে চলে এসো। ব্যবসায়ী তাঁর পিছে পিছে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বাগদাদ পৌঁছে গেল। হযরত হাফী ওকে বললেন, বাড়ীতে চলে যাও। আগামীতে আর এ রকম আচরণ কর না। ব্যবসায়ী লোকটি এরপর থেকে আওলীয়া কিরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা থেকে তওবা করলো এবং ওসব পবিত্র লোকদের একান্ত অনুসারী হয়ে গেল। (রাউজুর রিয়াহীন- ১১৮ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণকে কখনো অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা অনুচিত। ওসব পবিত্র লোকদের প্রতিটি কাজে লিল্লাহিয়াত ও খলুসিয়াত থাকে। সৃষ্টি কূলের প্রতি তাঁরা সহানুভূতিশীল। তাঁরা মূহুর্তের মধ্যে এক দিনের পথ অতিক্রম করতে পারেন।

কাহিনী নং ৪৯৬

বাঘ নির্দেশ পালন করলো

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে কয়েক জন লোক এসে বললো- হুযূর, অমুক রাস্তায় একটি বাঘ এসে বসে রয়েছে। ফলে মানুষ চলাচল করতে পারছে না। এখন কি করা যায়? হযরত ইব্রাহীম বাঘ যেখানে বসা আছে সেখানে গেলেন এবং বাঘকে লক্ষ্য করে বললেন- হে বাঘ, আমাদের মধ্যে কারো প্রতি যদি হামলা করার হুকুম তোমার উপর হয়ে থাকে, তাহলে তোমার কাজ সেরে নাও আর যদি এ রকম না হয়ে থাকে তাহলে এখান থেকে উঠে তোমার জায়গায় চলে যাও। বাঘ এ নির্দেশ শুনা মাত্র উঠে গেল এবং ওনার দিকে এক নজর তাকিয়ে জংগলে চলে গেল। (রাউজুর রিয়াহীন- ১২৮ পৃঃ)

সবক ঃ জীব জন্তুর উপরও আল্লাহ ওয়ালাগণের হুকুম চলে। ওনারা আল্লাহর একান্ত অনুসারী হয়ে থাকেন আর সৃষ্টি কূলের সব কিছু ওনাদের অনুগত হয়ে থাকে।

কাহিনী নং- ৪৯৭

বাঘ কদম বুচি করলো

এক বাদশাহ এক ওলীউল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ওনাকে বাঘের খাঁচায় ঢুকায়ে দিল, যেন বাঘ ওনাকে আক্রমন করে শেষ করে দেয়। উৎসুক দর্শকরা দেখলো- যখন বাঘ স্বীয় খাঁচায় সেই মকবুল বান্দাকে দেখল, তখন ওনার দিকে দৌড়ে আসলো এবং ওনার কদম মুবারকে স্বীয় মাথা রেখে পা চাঁটতে লাগলো। মনে হলো যেন ওনার পায়ে চুমু দিচ্ছে। বাদশাহ ওনার এ কারামত দেখে স্বসম্মানে ওনাকে খাঁচা থেকে বের করে নিল। লোকেরা ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন- জনাব, বাঘ যখন আপনার পা চাঁটছিল, তখন আপনার কি মনে হয়েছিল? তিনি বললেন, তখন আমি একটি শরয়ী মাসআলা নিয়ে চিন্তা করছিলাম যে বাঘতো আমার পা চাঁটতেছে কিন্তু ওর মুখের লালা পবিত্র, না অপবিত্র এবং এতে আমার পা অপবিত্র হয়ে গেল কিনা? (রাউজুর রিয়াহীন- ১২৯ পৃঃ)

সবক ঃ যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহকে ভয় করে, ওনারা অন্য কিছুকে ভয় করে না এবং সব কিছু ওনাদেরকে ভয় করে।

কাহিনী নং- ৪৯৮

নেককার যুবক

হযরত জুন নূন মিসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, আমি সিরিয়ার শহর তলীর এক নির্জন স্থানে একটি বাড়ীর আঙ্গিনায় একটি আপেল গাছের নিচে এক যুবককে নফল নামায পড়তে দেখলাম। আমি সেই ইবাদতকারী যুবকের পাশে গিয়ে বসলাম। সে যখন সালাম ফিরালো, আমি ওকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম- আপনি কে? এ নির্জন এলাকায় আপনি কেন অবস্থান করছেন? সে কোন উত্তর দিল না। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলে, সে মুখে কিছু না বলে স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা মাটিতে চার পংক্তির এ কবিতাটি লিখলো—

مَنَعَ اللِّسَانَ عَنِ الْكَلَامِ لِاَنَّهُ – كَهْفُ الْبَلَاءِ وَجَالِبُ الْاٰفَاتِ

فَاِذَا نَطَقْتَ فَكُنْ لِرَبِّكَ ذَاكِرًا – لَاتَنْسَهُ وَاحْمَدْهُ فِى الْحَالَاتِ

অর্থাৎ মুখকে কথা বলা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। কেননা এটা বলা-মসীবত ও বিপদাপদ আনয়নকারী। তুমিও যখন মুখ খুলো তখন স্বীয় প্রভূর জিকিরই কর। তাঁকে ভুল না এবং সর্বাবস্থায় তাঁর গুণকীর্তন করতে থেকো।

হযরত জুন নূন বলেন, আমি এ কবিতাটি পড়ে কেঁদে দিলাম। অতঃপর আমিও মাটিতে এ চার পংক্তি কবিতা লিখলামঃ

وَمَامِنْ كَاتِبٍ اِلاَّ سَيَبْلٰى – وَيَبْقَى الدَّهْرُ مَاكَتَبَتْ يَدَاهُ

فَلاَ تَكْتُبْ بِكَفِّكَ غَيْرَ شَئٍ – يَسُوْءُكَ فِى الْقِيَامَةِ اَنْ تَرَاهُ

অর্থাৎ লেখক যেই হোক, শীঘ্রই তাকে যাচাই করে দেখা হবে। ওর লেখনি অনন্তকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তাই তুমি স্বীয় হাতে এমন কোন কিছু লিখ না, যার জন্য কিয়ামতের দিন অনুশোচনা করতে না হয় বরং এমন কিছু লিখ, যেটা দেখে কিয়ামতের দিন আনন্দিত হওয়া যায়।

যুবকটি এ কবিতাটি পড়ে একটি চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে মারা গেল। আমি ওর কাফন দাফনের চিন্তা করতে লাগলাম। তখন অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম- তুমি এ ব্যাপারে চিন্তা কর না। আল্লাহ তাআলা তাঁর ফিরিশতা দ্বারা এ কাজ সমাধা করবেন। এ আওয়াজ শুনে আমি একটু দূরে সরে গেলাম। কিছুক্ষণ পর ঐ দিকে ফিরে দেখি লাশটি ওখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। (রাউজুর রিয়াহীন- ২২ পৃঃ)

সবক ঃ বেহুদা ও শরীয়ত বিরোধী কথাবার্তা থেকে সদা বিরত থাকা চায়। কিয়ামতের দিন মুখের কথা ও হাতের লিখনির জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর সাথে আল্লাহওয়ালাগণের বিশেষ সম্পর্ক হয়ে থাকে, যা সাধারণ লোকদের হয় না।

কাহিনী নং- ৪৯৯

পাপের মহৌষধ

হযরত জুন নুন মিসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, আমি বসরার একটি বাজারের এক কিনারায় জনগনের জটলা দেখে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম- এক বিজ্ঞ হেকিম লোকদেরকে বিভিন্ন রোগের ব্যবস্থাপত্র লিখে দিচ্ছেন। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম- আপনার কাছে পাপের কোন ঔষধ আছে? হেকিম সাহেব আমার

দিকে বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখলেন এবং বললেন, হ্যাঁ আছে। আমি বললাম, তাহলে আমাকে একটি ব্যবস্থাপত্র লিখে দিন। তিনি বললেন, আপনি নিজে লেখুন, আমি বলছি- ঈমানের বাগানে গিয়ে নিয়ত, বিশ্বাস ও ভরসার কয়েকটি ডালি, লজ্জা-শরমের কয়েকটি দানা এবং তাকওয়া-পরহিজগারীর কয়েকটি পাতা সংগ্রহ করুন। এর সাথে আন্তরিকতার মজ্জা, ইজতিহাতের ছাল ও কয়েকটি শরীয়ত ফল মিশায়ে অনুনয় বিনয়ের থালায় রাখুন। অতঃপর ওখান থেকে তৌফিক ও সততার হাত দিয়ে ওগুলো উঠায়ে একটি বড় পাত্রে রেখে চোখের পানি দিয়ে ভাল মতে ধুয়ে নিবেন। এরপর ওগুলোকে আশার ডেকসিতে রেখে উৎসাহের আগুনে ভাল মতে সিদ্ধ করবেন যেন লোভ-লালসার ময়লা-আবর্জনা পৃথক হয়ে যায়। এবার ওখান থেকে সংমিশ্রিত সিদ্ধ দ্রব্য গুলো নিয়ে সাহসের হাত দিয়ে নির্যাস বের করে একটি গ্লাসে রাখুন এবং ক্ষমা প্রার্থনার পাখা দ্বারা ওগুলো ঠান্ডা করে দিন। এরপর দেখবেন সেটা এক মজাদার শরবতে পরিনত হয়ে গেছে। সেই শরবতটুকু এমন জায়গায় নিয়ে পান করুন যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ না থাকে। এটা সেবন করার পর পাপ-রোগ চলে যাবে। (রাউজুর রিয়াহীন- ২৯ পৃঃ)

সবক ঃ শারীরিক রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য যেমন পার্থিব ডাক্তারের ব্যবস্থা পত্র অনুসরণ করা হয়, তেমনি রূহানী রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য রূহানী ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে আমল করা উচিত।

কাহিনী নং- ৫০০

সুস্বাস্থ্য

এক বুজুর্গ ব্যক্তি প্রায় সময় اِلٰهِىْ عَافِيَتْ (হে আল্লাহ, সুস্বাস্থ্য 'হে আল্লাহ, সুস্বাস্থ্য) বলতেন। লোকেরা এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি ছিলাম একজন কুলি। একবার গমের বস্তা বহন করে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ে ছিলাম এবং মুখ থেকে এ কথাটি বের হয়েছিল- 'হে আল্লাহ! আমাকে কোন মেহনত ছাড়া দৈনিক দু'টি রুটি দান কর।' কিছুক্ষণ পর আমার সামনে দু'জন লোককে পরস্পর মারামারি করতে দেখে আমি ওদেরকে ছাড়াতে গেলাম। ওদের মারামারিতে একটি আঘাত আমার মুখে এসে পড়ে। এতে আমার মুখ থেকে রক্ত বের হয়। ইত্যবসরে পুলিশ এসে যায় এবং ওদের সাথে আমাকেও ধরে নিয়ে যায়

এবং মারামারির সাথে আমাকেও জড়িত মনে করে জেলে পাঠিয়ে দেয়। জেলখানায় প্রতি দিন দুটি রুটি পেতাম। এক রাত্রে কে যেন বলছেন- তুমি বিনাশ্রমে দুটি রুটি চেয়েছিলে, এখন তা মিলছে। যদি তুমি সুস্বাস্থ্য কামনা করতে, সুস্বাস্থ্যই পেতে এবং কাজ করে পরিশ্রান্ত হতে না। তখন আমি 'হে আল্লাহ, সুস্বাস্থ্য', হে আল্লাহ, সুস্বাস্থ্য' বলে উঠলাম। পর দিন সকালে আমার কোন অপরাধ প্রমানিত না হওয়ায় আমাকে মুক্তি দেয়া হয়। এর পর থেকে আমি এ দুআটি অধিক হারে পাঠ করি। (নজহাতুল মাজালিস- ৫৯ পৃঃ, ১জিঃ)

সবক ঃ সুস্বাস্থ্য আল্লাহর বড় নিয়ামত। আল্লাহর কাছে সুস্বাস্থ্য কামনা করা উচিত।

কাহিনী নং- ৫০১

সুন্দরী ক্রীত দাসীর মূল্য

হযরত মালেক বিন দিনার (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একবার বসরার বাজারে এক সুন্দরী ক্রীত দাসীকে দেখে ওর মালিকের কাছে ওর মূল্য কত জিজ্ঞেস করেন। মালিক বললো- আপনি দরবেশ লোক, আপনি ওর মূল্য দিতে পারবেন না। হযরত মালেক বিন দিনার বললেন- এটা এমন কি দামী আমিতো এর থেকে অনেক দামী বাঁদীর বায়না করে রেখেছি। আমার কাছে এ বাঁদীর মূল্য দুটি খেজুরের আঁটি থেকেও কম। কারণ, এ বাঁদীর অনেক দোষ-ক্রটি আছে। শরীরে দু-একদিন আতর ব্যবহার না করলে শরীর ও কাপড় থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, মিছওয়াক না করলে মুখ দুর্গন্ধময় হয়ে যায়। ঠিকমত মাথার চুল না আঁচড়ালে, মাথায় উকুন সৃষ্টি হয়। প্রতি মাসে কয়েক দিন অপবিত্র থাকে। কিছু দিন পর বুড়ী হয়ে যাবে। আর আমি যে সব বাঁদী বায়না করে রেখেছি, সে গুলো কাপুর, মেশক ও নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ওদের মুখের থু থু সমুদ্রের লবনাক্ত পানিকে মিঠা পানিতে পরিনত করে, ওদের মুচকি হাসিতে মৃত জীবিত হয়ে যায়, ওদের চেহারার সৌন্দর্য সূর্যের উজ্জ্বলতাকেও মলীন করে দেয়, ওদের পোষাক পরিচ্ছদ চারিদিকে সুগন্ধ ছড়ায়। ওরা হচ্ছে- حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِى الْخِيَامِ (হুর সমূহ তাবু সমূহের মধ্যে পর্দানশীন)। লোকটি এমন সুন্দর ও রূপসী বাঁদী গুলোর মূল্য কত জানতে চাইলে, হযরত মালেক বিন দিনার বলেন- কুপ্রবৃত্তি ত্যাগ করা এবং রাতে

দু'রাকাত নফল নামায পড়া। এ কথা শুনে লোকটি তার সমস্ত দাস-দাসী মুক্ত করে দিল এবং আল্লাহর রাস্তায় সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে নির্জনবাসী হয়ে গেল। (নজহাতুল মাজালিস- ৪৩৪ পৃঃ, ১জিঃ)

সবক ঃ দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস ক্ষণস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ কিন্তু পরকালের নিয়ামত সমূহ চিরস্থায়ী ও দোষ ত্রুটি মুক্ত। কুপ্রবৃত্তি ত্যাগের দ্বারা বড় বড় নিয়ামত অর্জিত হয়।

কাহিনী নং ৫০২

শাস্তিবিহীন গুনাহ করার উপায়

এক ব্যক্তি হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে আরয করলো- হুযূর, আমাকে এমন কোন উপায় বলে দিন, যার বদৌলতে আমি পাপ করলেও যেন অভিযুক্ত না হই। হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম বললেন- ছয়টি বিষয় পালন কর। এরপর তুমি যা খুশী তা করতে পার, তোমাকে অভিযুক্ত করা হবে না। **এক,** যখন তুমি কোন গুনাহ কর, তখন আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক খেয়ো না। সে বললো- এটাতো বড় সমস্যার বিষয়। কারণ রিজিক দাতাতো আল্লাহই। তিনি বললেন, যার রিজিক খাবে, তার নাফরমানী করা কি সমীচীন হবে? **দুই,** যদি তুমি কোন গুনাহ করতে চাও, তাহলে আল্লাহর রাজ্য থেকে বের হয়ে অন্যত্র গিয়ে কর। সে বললো সমগ্র রাজ্য তো আল্লাহর, এর বাইরে আমি কোথায় যাব। তিনি বললেন, যার রাজ্যে থাক, তার সাথে বিদ্রোহ করাটা কি শোভনীয়? **তিন,** যদি তুমি কোন গুনাহ করতে চাও, তাহলে এমন জায়গায় গিয়ে কর, যেখানে আল্লাহ তোমাকে না দেখে। সে বললো এটাতো অসম্ভব, আল্লাহ তো মনের ভেদও জানে। তিনি বললেন, তাহলে কি তাঁর রিজিক খেয়ে, তাঁর রাজ্যে বসবাস করে তাঁর সামনে গুনাহ করাটা সঙ্গত: হবে? **চার,** যখন প্রান হরণের জন্য মৃত্যুর ফিরিশতা আসবে, তখন ওনাকে বলবে যেন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যাতে তুমি তওবা করে নিতে পার। সে বললো, মৃত্যুর ফিরিশতা তো এক মূহুর্তও অবকাশ দেন না। তিনি বললেন, তাহলে কোন সাহসে গুনাহ করবে? **পাঁচ,** গুনাহ করার ফলে কিয়ামতের দিন যখন তোমাকে দোযখে নিয়ে যাবার হুকুম হবে, তখন তুমি বলবে আমি যাব না। সে বললো- আমি না বললে কি কোন কাজ হবে, আমাকে তো জোর জবরদস্তি নিয়ে যাবে। তিনি বললেন, এবার তুমি নিজেই সিদ্ধান্ত নাও গুনাহ করবে কিনা। লোকটি হযরত ইব্রাহীম বিন আদহামের পায়ে লুঠিয়ে পড়লো এবং আন্তরিকভাবে

তওবা করলো। (তাজকিরাতুল আওলীয়া- ১২০ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর রাজ্যে বসবাস করে, তাঁর রিজিক খেয়ে তাঁর নাফরমানী করা কিছুতেই সমীচীন নয়। তাই সদা গুনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকা উচিত।

কাহিনী নং - ৫০৩

বেহেশতের সাথী

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন- আমি একবার আল্লাহর সমীপে আরয করলাম, হে আল্লাহ, জান্নাতে যে মহিলা আমার সাথী হবে ওকে আমাকে দেখায়ে দাও। রাত্রে যখন ঘুমায়ে পড়লাম, তখন স্বপ্নে আমাকে বলা হলো- জান্নাতে তোমার সাথী হচ্ছে সালমা নামের এক মহিলা। সে অমুক জায়গায় ছাগল চরাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে স্বপ্নে বর্ণিত জায়গায় গিয়ে দেখি ঠিকই এক মহিলা ছাগল চরাচ্ছে। আমি ওকে সালাম করলাম। মহিলাটি জবাবে বললেন- ওয়ালাইকুমুস সালাম, হে ইব্রাহীম। আমি বললাম, আমি যে ইব্রাহীম, তোমাকে কে বললো? সে বললো, যিনি আপনাকে এটা অবগত করায়েছেন যে আমি জান্নাতে আপনার সাথী, তিনিই আমাকে বলেছেন। আমি বললাম- হে সালমা, আমাকে কিছু উপদেশ দাও। সে বললো- নিয়মিত রাত জাগরন ও তাহাজ্জুদ নামাযের অনুসারী হন। কারণ রাত জাগরন বান্দাকে আল্লাহর দিকে পৌছায়ে দেয়। আপনি যদি আল্লাহর প্রতি মহব্বতের দাবীদার হন, তাহলে রাতের ঘুম ত্যাগ করুন। (নজহাতুল মাজালিস- ২২৭ পৃঃ, ১ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহওয়ালাগণ অনেক খোদায়ী ভেদ ও রহস্য সম্পর্কে অবগত। রাত্রি জাগরন ও তাহাজ্জুদের নামায বড় উপকারী বিষয়।

কাহিনী নং ৫০৪

আল্লাহর সৌন্দর্য

এক মহিলা হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে এসে অভিযোগ করলো যে ওর স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে চাচ্ছে। তিনি বললেন- বর্তমানে যদি ওর অধীনে চার স্ত্রী না থাকে, তাহলে ওর জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করা জায়েয আছে। মহিলাটি বললো- জনাব, যদি পর পুরুষের পক্ষে মহিলার দিকে তাকানো জায়েয হতো, তাহলে আমি আমার চেহারাটা আপনাকে খুলে দেখাতাম। আপনি আমাকে দেখে নিশ্চয় বলতেন, যে পুরুষের ঘরে এ রকম সুন্দর মহিলা

হয়, ওর দ্বিতীয় বিবাহ করা অনুচিত। হযরত জুনাইদ মহিলার এ কথা শুনে আল্লাহু আকবর বলে উঠলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমার এ কথা শুনে আমার মনে পড়লো আল্লাহর সেই বাণী- 'যদি দুনিয়াতে কারো পক্ষে আমাকে দেখা জায়েয হতো, তাহলে আমি আমার রূপের উপর থেকে পর্দা উঠায়ে ওকে দেখা দিতাম।' আমাকে দেখে সে অনুধাবন করতো এবং নিশ্চয় বলতো, যার এ রকম প্রভূ আছে, ওর মন ওকে ত্যাগ করে অন্য কোন দিকে ধাবিত হতে পারে না। (নজহাতুল মাজালিস ১১ পৃঃ, ১ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলাকে ত্যাগ করে অন্য কোন কিছুর প্রতি ধাবিত হওয়া বড় মূর্খতার পরিচায়ক।

কানিহী নং- ৫০৫

এক অবশিষ্ট

এক দুধ বিক্রেতা দুধ বিক্রি করছিল এবং ডাক দিয়ে বলছিল لَمْ يَبْقَ اِلَّا وَاحِدٌ মাত্র এক (কাপ) অবশিষ্ট আছে, হযরত শিবলী এ আওয়াজ শুনে 'আল্লাহ আকবর' বলে উঠলেন এবং বললেন وَلَا يَبْقَى اِلَّا وَاحِدٌ একই অবশিষ্ট থাকবে। (তাজকিরাতুল আউলীয়া - ৬১৮ পৃঃ)

সবক ঃ এক আল্লাহ ছাড়া সব কিছু বিলীন হয়ে যাবে।

কাহিনী নং ৫০৬

ওলীর হস্তক্ষেপ

এক ব্যক্তি হযরত মনছুর বতায়েহী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর দরবারে এসেছিল। তিনি ওকে দেখে বললেন, আমি তোমার চোখদ্বয়ের মাঝখানে বদবখতির রেখা দেখছি। লোকটি এ কথা শুনে খুবই মর্মাহত হলো এবং ওখান থেকে উঠে হযরত শেখ আহমদ রেফাঈ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর মজলিসে গেল। শেখ রেফাঈ ওকে দেখে আকাশের দিকে তাকায়ে এমন আচরণ করলেন, মনে হলো যেন কোন কিছুকে বিলুপ্ত করছেন এবং সাথে সাথে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন- يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ (আল্লাহ যা চান বিলুপ্ত ও প্রতিষ্ঠিত করেন।) এরপর সে ব্যক্তি পুনরায় হযরত মনছুরের মজলিসে গেল। ওকে দেখে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা ওকে শেখ আহমদ রেফাঈ

(রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর বরকতে হতভাগ্যের দপ্তর থেকে বের করে সৌভাগ্যের দপ্তরে প্রবেশ করায়ে দিলেন। (নজহাতুল মাজালিস - ৩৭৭ পৃঃ, ১ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে অনেক ক্ষমতা দান করেছেন। আল্লাহর ওলীগণের হস্তক্ষেপে ও বরকতে তকদীরও বদলে যায়।

কাহিনী নং ৫০৭

ধনী ও গরীব

হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বড় ধনী ছিলেন। এক বার হজ্বে যাবার সময় পথে এক গরীব দরবেশের সাথে তার সাক্ষাত হয়। তিনি ওনাকে বললেন- হে দরবেশ, আমি হলাম ধনী লোক, আল্লাহর আহবানে আমি যাচ্ছি। কিন্তু তুমি হলে একজন গরীব লোক। বিনা আমন্ত্রনে তুমি কোথায় যাচ্ছ? দরবেশ জবাবে বললেন- হে আবদুল্লাহ, দাওয়াতকারী যদি দয়ালু হয়ে থাকে, তাহলে অনামন্ত্রিত মেহমানদের অধিক খাতির করে। আপনাকে তাঁর ঘরে যেতে দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু আমাকে সরাসরি তাঁর কাছে যেতে বলেছেন। আবদুল্লাহ বিন মুবারক বললেন, তুমি কি জান, আল্লাহ আমরা ধনীদের থেকে কর্জ গ্রহণ করেন? দরবেশ উত্তরে বললেন- হ্যাঁ জানি। তবে এটা লক্ষ্য করেছেন, সেই কর্জ কাদের জন্য নেন? হে আবদুল্লাহ, তিনি এ কর্জ গ্রহণ করেন আমরা গরীবদের জন্যই। হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক এ কথা শুনে বললেন, বাস্তবিকই তুমি সত্য কথা বলেছ। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ১৭০ পৃঃ)

সবক ঃ গরীবদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা অনুচিত। ওদের মধ্যে আল্লাহর মকবুল বান্দাও থাকতে পারে। তা ছাড়া ধনী-গরীব কোন নির্ভরযোগ্য বিষয় নয়।

কাহিনী নং ৫০৮

ওয়াদা রক্ষা

হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একবার জিহাদে গিয়েছিলেন। তিনি এক কাফিরের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। যখন নামাযের সময় হলো, তিনি কাফির লোকটির কাছে বিরতি চেয়ে নামায আদায় করলেন। কাফির লোকটির যখন পূজার সময় হলো, সেও বিরতি চাইলো। যখন সে মূর্তির দিকে তাকিয়ে পূজায় মনোনিবেশ করলো, তখন আবদুল্লাহ বিন মুবারক চিন্তা করলেন, এ

সুযোগে ওকে আক্রমন করলে সহজে জয়যুক্ত হতে পারবো। এ ধারনায় তিনি তলোয়ার বের করে ওর দিকে এগিয়ে গেলেন। তখন ওনার কানে একটি আওয়াজ ভেসে আসলো- হে আবদুল্লাহ, اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ كَانَ مَسْئُوْلًا (ওয়াদা পূর্ণ কর, কারণ ওয়াদার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে।)

এ আওয়াজ শুনে আবদুল্লাহ বিন মুবারক কাঁদতে লাগলেন। সেই কাফির পূজা সেরে পিছন ফিরে দেখলো যে আবদুল্লাহ বিন মুবারক উত্থোলিত তলোয়ার হাতে কাঁদতেছেন। সে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি ওকে সম্পূর্ণ ঘটনাটা শুনালেন। এ ঘটনা শুনে সেই কাফির লোকটি এক চিৎকার দিল এবং বললো- বড় লজ্জার বিষয়, আমি এমন খোদার নাফরমানী করতেছি, যিনি দুশমনের পক্ষে স্বীয় বন্ধুর ভর্ৎসনা করলেন। অতঃপর সে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ১৭১ পৃঃ)

সবক ঃ ইসলামে ওয়াদা রক্ষাকে বড় গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রত্যেক মুসলমানের ওয়াদা রক্ষা করা চায়।

কাহিনী নং - ৫০৯

দুশমনের অপবাদ

হযরত শফিক বলখী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) অনেক বড় ওলী ছিলেন। এক দিন তাঁর মজলিস খুবই সরগরম ছিল। এ সময় খবর এলো যে শহরে কাফিরেরা ঢুকে পড়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বের হলেন এবং কাফিরদেরকে বিতাড়িত করে ফিরে এলেন। তাঁর এক মুরিদ তাঁর জায়নামাযের উপর কয়েকটি ফুল এনে রেখেছিলেন। তিনি এসে সেই ফুলগুলো শুঁকতে লাগলেন। যে সময় এক বদ আকিদার লোক তাঁকে এ অবস্থায় দেখে বললো- দুশমন শহরের দূয়ারে এসে পৌছেছে আর মুসলমানদের ইমাম এখনও ফুল শুঁকতেছে। এ কথা শুনে হযরত বলখী বললেন, মুনাফিক লোক ফুল শুঁকাটা দেখে কিন্তু দুশমন বিতাড়িত করাটা দেখে না। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ১৫৮ পৃঃ)

সবক ঃ বদ আকীদার লোকেরা আল্লাহর ওলীগনের ভাল কাজ গুলো দেখে না। তারা শুধু তাঁদের অপবাদই করে থাকে। আল্লাহ এদেরকে হেদায়েত করুন।

কাহিনী নং ৫১০

বাদশাহকে উপদেশ

এক দিন হযরত শফিক বলখী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বাদশাহ হারুনুর রশীদের দরবারে পদার্পন করেন। বাদশাহ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং বললেন- জনাব, আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন- হে হারুন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ছিদ্দিকে আকবরের স্থানে বসায়েছেন। তাই তোমার কাছে সততা ও ন্যায় পরায়নতা থাকা চায়। তোমাকে ফারুকে আযমের মসনদে বসায়েছেন। তাই তোমার থেকে হক-বাতিল ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য দেখতে চান। তোমাকে উসমান জিন নুরাইনের আসনে বসায়েছেন। তাই আল্লাহ তাআলা তোমার থেকে লজ্জা-শরমের প্রত্যাশী। তিনি তোমাকে আলী মরতুজার জায়গায় বসায়েছেন। তাই তিনি তোমার থেকে ন্যায় বিচার, জ্ঞান ও আমল দেখতে চান। হারুনুর রশীদ বললেন- আরও কিছু বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহর তৈরী একটি ঘরের নাম হচ্ছে দোযখ। আল্লাহ তোমাকে সে ঘরের দারোয়ান বানিয়েছেন। যাতে লোকদেরকে সে ঘরে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখা হয়। হে হারুন, তুমি হলে সমুদ্র এবং সমস্ত প্রজারা হলো নদী নালা। যদি তুমি স্বচ্ছতা অর্জন কর, তাহলে নদী নালা সব স্বচ্ছ থাকবে। আর যদি তোমার মধ্যে আবর্জনা সৃষ্টি হয়, তাহলে সবের মধ্যে তা সম্পসারিত হবে। (নজহাতুল মাজালিস ১০২ পৃঃ, ২ জিঃ)

সবক ঃ শাসকদেরকে সততা, নিষ্ঠাবান, জ্ঞান ও আমলের অধিকারী হওয়া চায়। তাদের এমন উন্নত চরিত্র হওয়া চায়, যা প্রজাগন অনুকরন করতে পারে।

কাহিনী নং ১১১

শরাবীর মুখ

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দেখলেন যে এক মদখোর রাস্তায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে এবং বেহুঁশী অবস্থায় আবোল-তাবোল বলছে। তিনি ওর পাশে দাঁড়িয়ে আফসোস করে বললেন- এ মুখতো আল্লাহর জিকিরের জন্য। কিন্তু এর এ বিপদ কেন হলো যে জিকির না করে আবোল তাবোল বকাবকি করছে। তিনি তাড়াতাড়ি পানি সংগ্রহ করে ওর মুখ

ও জিব্বা পরিস্কার করে দিলেন এবং চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর শরাবীর হুঁশ হলে লোকেরা ওকে সমস্ত ঘটনা শুনালো। শরাবী এ ঘটনা শুনে ভীষন লজ্জিত হলো এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে ফরিয়াদ করলো- হে আল্লাহ! তোমার মকবুল বান্দার কাছে লজ্জিত হয়ে আন্তরিকভাবে তওবা করছি। জীবনে আর কোন দিন শরাব পান করবো না। তুমি আমাকে তোমার মকবুল বান্দার উসীলায় ক্ষমা করে দাও।

সেই দিবাগত রাত্রে হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম স্বপ্ন দেখলেন যে কে যেন বলছেন- হে ইব্রাহীম, তুমি আমার খাতিরে শরাবীর মুখ পরিস্কার করে দিয়েছ, আমি তোমার খাতিরে ওর অন্তর পরিস্কার করে দিয়েছি। (রাউজুর রিয়াহীন- ১১৭ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাদের সান্নিধ্যে ও সহানুভুতিতে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায়। আল্লাহর রহমতে সমস্ত গুনাহ বিদূরীত হয়ে যায় এবং পরকাল ভাল হয়ে যায়।

কাহিনী নং ৫১২

হক কথা

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একবার হজ্ব মৌসুমে তওয়াফ করার সময় এক ব্যক্তির প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টি পড়লো। তার অধীনস্থ ব্যক্তিদেরকে নির্দেশ দিল যে তওয়াফ করার পর লোকটাকে যেন তার দরবারে নিয়ে আসা হয়। কর্মচারীরা তার নির্দেশ যথাযথ পালন করলো এবং লোকটাকে তার দরবারে ডেকে নিয়ে গেল। এতে ওর মনে কোন ভয়ভীতি ছিল না। লোকটি আল্লাহর কোন মকবুল বান্দা ছিলেন। তিনি বিনা দ্বিধায় দরবারে প্রবেশ করলেন। হাজ্জাজ ওনাকে দেখে এ ভাবে কথাবার্তা শুরু করলো।

হাজ্জাজ - তুমি কে?

লোকটি - আমি একজন মুসলমান।

হাজ্জাজ - আমি সেটা জানতে চাচ্ছি না। আমি জানতে চাচ্ছি তুমি কোথাকার অধিবাসী?

লোকটি - আমি ইয়ামনের অধিবাসী।

হাজ্জাজ - ইয়ামনের শাসক মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আমার ভাই। তুমি ওকে কেমন দেখেছ?

লোকটি - সে দীর্ঘদেহী ও কাপড় চোপড়ে পরিপাটি ব্যক্তি।

হাজ্জাজ - আমি সেটা জানতে যাচ্ছি না। আমি জানতে চাচ্ছি ওর চরিত্রটা কেমন?

লোকটি - সে বড় জালিম। বান্দার ফর্মাবরদার এবং আল্লাহর নাফরমান।

হাজ্জাজ - তুমি এত বড় অভদ্র! তুমি জান, ওর সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি ওর ভাই।

লোকটি - হ্যাঁ জানি, তবে তুমি কি জান, আমার সাথে খোদার কি সম্পর্ক? আমি তাঁর বান্দা এবং তাঁর ঘর যিয়ারত করতে এসেছি এবং তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বিশ্বাসী।

এ কথা শুনে হাজ্জাজ নিশ্চুপ হয়ে গেল, কোন উত্তর দিতে পারলো না। পরিশেষে লোকটি কোন অনুমতি ছাড়া দরবার থেকে বের হয়ে গেলেন। (রাউজুর রিয়াহীন - ১১৫ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ সত্যবাদী হয়ে থাকেন। জালিম বাদশাহের সামনেও সত্য কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন না। এ ধরনের সত্যবাদীদেরকে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করেন।

কাহিনী নং ৫১৩

জেলখানা থেকে বাগানে

এক নওজোয়ান ওলী দেশের বাদশাহকে কোন পাত্তা না দিয়ে লোকদেরকে সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজ থেকে বাধা দিতে লাগলেন। তৎকালীন বাদশাহ হারুনুর রশীদের কাছে এ আচরণটা। পুরাপুরি অন্যায় মনে হলো। তাই তিনি ওনাকে বন্দী করে জেলখানার এমন কামরায় রাখার নির্দেশ দিলেন, যেখানে কোন আলো-বাতাস প্রবেশ করতে না পারে এবং সে যেন ঐখানে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। নির্দেশ মতে ওনাকে বন্দী করে জেলখানার অন্ধ প্রকোষ্ঠে রাখা হলো। পরদিন লোকেরা দেখলো যে তিনি দিব্যি আরামে একটি বাগানে ঘুরাফেরা

করছেন। লোকেরা এ খবর বাদশাহ কে জানালে তিনি ওনাকে পুনরায় তলব করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন-

বাদশাহ - তোমাকে জেলখানা থেকে কে বের করলো?

নওজোয়ান - যিনি আমাকে বাগানে পৌছায়েছেন, তিনিই আমাকে জেলখানা থেকে বের করেছেন।

বাদশাহ - তোমাকে কে বাগানে পৌছায়েছে?

নওজোয়ান - যিনি আমাকে জেলখানা থেকে বের করেছেন, তিনিই আমাকে বাগানে পৌছায়েছেন।

বাদশাহ - বড় তাজ্জবের কথা।

নওজোয়ান - আল্লাহর কাছে এটা কোন তাজ্জবের বিষয় নয়।

বাদশাহ হারুনুর রশীদ এ কথা শুনে খুবই কান্নাকাটি করলেন এবং ওনাকে খুবই ইজ্জত সম্মান করলেন। অতঃপর ওনাকে একটি বিশেষ সম্মান জনক পোষাক পরিধান করায়ে একটি ঘোড়ার উপর বসালেন এবং তাঁর এক প্রচারকর্মীকে বললেন, ওনার ঘোড়ার সাথে সাথে যাও এবং এটা ঘোষনা কর-

'এ নওজোয়ান আল্লাহর প্রিয় বান্দা, যাকে আল্লাহ বড় ইজ্জত দিয়েছেন। হারুনুর রশীদ ওনাকে অপদস্থ করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি'। (রাউজুর রিয়াহীন - ১০৪ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগনের ইজ্জত-সম্মান কেউ চিনিয়ে নিতে পারে না। আল্লাহ ওয়ালাগনের সাথে মুকাবিলা করা মূলত: আল্লাহর সাথে মুকাবিলা করা। তাই এ সব পবিত্র ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মানবোধ থাকা উচিত।

কাহিনী নং ৫১৪

শাহী মহল

এক বাদশাহ নিখুঁতভাবে একটি মনমুগ্ধকর শাহী মহল বানালেন। অত:পর একদিন বন্ধুবান্ধব সবাইকে দাওয়াত দিলেন। খানাপিনার পর বাদশাহ সবাইকে মহলটি ঘুরে ফিরে দেখার সুযোগ দিলেন এবং কোন ত্রুটি চোখে পড়লে জানাতে বললেন। সবাই মহলটি ঘুরে ফিরে দেখলো এবং সবাই প্রসংশা করলো এবং সব

দিক দিয়ে মহলটি নিখুঁত বলে জানালো। কিন্তু এক ব্যক্তি নিশ্চুপ বসে রয়েছিল। বাদশাহ ওর অভিমত জানতে চাইলে সে বললো- এ নতুন মহলে দুটি বড় ক্রটি রয়েছে। বাদশাহ হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ক্রটি দুটি কি? সে বললো- (১) এ মহল একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং (২) এর বাসিন্দা চিরস্থায়ীভাবে এতে থাকতে পারবে না।

বাদশাহ ওকে জিজ্ঞেস করলেন- তাহলে কি এ রকম মহলও আছে, যেটা ধ্বংস হয় না এবং যার বাসিন্দা কখনো মরে না। সে বললো, হ্যাঁ আছে। সেটা হচ্ছে- জান্নাত। অতপর সেই মর্দে মুমিন, জান্নাতের রূপক দৃশ্য ও দোযখের ভয়াল চিত্র তুলে ধরে এমন এক ওয়াজ করলেন, যেটা শুনে বাদশাহ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বাদশাহী ত্যাগ করে আল্লাহর ধ্যানে মশগুল হয়ে গেলেন। (রাউজুর রিয়াহীন - ১০৮ পৃঃ)

সবক ঃ এ দুনিয়ার সব কিছু ক্ষণস্থায়ী। পরকালের নেয়ামত সমূহই হচ্ছে স্থায়ী। তাই এ দুনিয়ার মোহে বিভোর হয়ে কোন লাভ নেই।

কানিহী নং ৫১৫

পরীক্ষা

এক বাদশাহ আল্লাহর কয়েকজন নেক বান্দাকে যাচাই করার উদ্দেশ্যে দাওয়াত দিলেন এবং খানার আইটেমে কিছু হালাল ও কিছু হারাম বস্তু রাখলেন। বাদশাহ তাঁর সহকারীদেরকে বললেন- দেখি এরা হালাল-হারাম পার্থক্য করতে পারে কিনা। অতপর বাদশাহ তাঁর সহকারীরাসহ ওনাদের সাথে খেতে বসলেন এবং লক্ষ্য করতে লাগলেন যে ওনারা হারাম খাচ্ছে কিনা। খাওয়া শুরুর আগে ওসব নেকবান্দাগণের এক জন বললেন; আজ আমিই পরিবেশন করবো। অত:পর তিনি যে সব পাত্রে হালাল খাবার ছিল, ওগুলো তাঁর সাথীদের সামনে এবং যে সব পাত্রে হারাম খাবার ছিল, ওগুলো বাদশাহ ও তাঁর সহকারীদের সামনে রাখতে লাগলেন এবং সাথে সাথে এ আয়াতটিও পড়তে লাগলেন :

اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ

অর্থাৎ পবিত্র মহিলাগণ পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং অপবিত্র মহিলারা অপবিত্র পুরুষদের জন্য।

বাদশাহ এ পরিবেশন দেখে সেখানেই তওবা করলেন এবং সবার সামনে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করলেন। এরপর থেকে আন্তরিকভাবে আল্লাহ ওয়ালাগণের প্রতি আস্থাশীল হয়ে গেলেন (রাউজুর রিয়াহীন - ২২৯ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাগণের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শক্তি খুবই ব্যাপক হয়ে থাকে। তাঁদের সামনে গোপন বিষয় প্রকাশ পেয়ে যায়।

কাহিনী নং ৫১৬

গোস্ত ও হালুয়া

এক বুজুর্গ ব্যক্তি বর্ণনা করেন– আমি এশার নামায হয়ে যাওয়ার পর এক মসজিদে গিয়ে দেখি, ওখানে এক ধনী ব্যবসায়ী বসে আছে। ওর পাশেই সুন্দর নূরানী চেহারার অধিকারী আল্লাহর এক মকবুল বান্দাকেও বসা দেখলাম। নামায পড়ার পর দেখলাম সেই মকবুল বান্দা স্বীয় হাত উঠায়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন এবং বলছেন- 'হে আল্লাহ, বুনা মাংস ও হালুয়া খাওয়ান।' সেই ধনী ব্যবসায়ী এটা শুনে হেসে বললো- এ ফকীর লোকটি মূলত: আমাকে শুনাচ্ছে। খোদার কসম, যদি আমার কাছে সরাসরি চাইতো, আমি নিশ্চয় দিতাম। কিন্তু এখন আমি ওকে কিছু দিব না।' কিছুক্ষণ পর সেই লোকটি শুইয়ে গেলেন। আমরা সবাই বসে আছি। এমন সময় দেখতে পেলাম যে একজন লোক ঢেকে রাখা একটি পাত্র নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সেই বিশ্রামরত মকবুল ব্যক্তির প্রতি চোখ পড়তে ওনার দিকে এগিয়ে গেল এবং পাত্র পাশে রেখে ওনাকে জাগালো ও আরয করলো- বুনা মাংস ও হালুয়া হাজির, খেয়ে নিন। মকবুল বান্দাটি ওখান থেকে কিছু খেলেন এবং বাদ বাকী গুলো নিয়ে যেতে বললেন। সেই ধনী ব্যবসায়ী এ ঘটনা দেখেতো একেবারে অবাক। সে গোস্ত-হালুয়া আনয়নকারীকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলো- ব্যাপার কি? সে বললো- আমি একজন নগন্য দিন মুজুর। কয়েক দিন পর আজ বেশ কিছু পয়সা অতিরিক্ত পেয়েছিলাম। আমার স্ত্রী বুনা মাংস ও হালুয়া খাওয়ার আগ্রহ করলে আমি বাজার থেকে গোশত, ময়দা ইত্যাদি এনে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য শুয়ে ছিলাম। তখন আমি স্বপ্ন দেখলাম- হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমার ঘরে তশরীফ এনেছেন এবং আমাকে বলছেন- তোমাদের মহল্লার মসজিদে এ রকম আকৃতির

একজন ওলী বসে আছে। সে বুনা গোশত ও হালুয়া খেতে চাচ্ছে। তুমি তোমাদের ঘরে পাকানো বুনা গোশত ও হালুয়া প্রথমে ওকে খাওয়াও। এর বিনিময়ে আমি তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাব। ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথে আমি এ খাবার নিয়ে এখানে আসলাম এবং আনন্দিত হলাম যে আজ আমি জান্নাত পেয়ে গেলাম।

ব্যবসায়ী লোকটি ওকে জিজ্ঞেস করলো- এ খাবার তৈরী করতে তোমার কত খরচ হয়েছে? লোকটি বললো- দু'দিনার। ব্যবসায়ী বললো- আমার থেকে দু'দিনার নিয়ে নাও এবং তোমার প্রাপ্য ছওয়াব থেকে আমাকেও কিছু দিয়ে দাও। সে বললো- তা কিছুতেই হতে পারে না। ব্যবসায়ী বললো- দশ দিনার নাও। সে বললো- না। ব্যবসায়ী বললো- একশত দিনার নাও। সে বললো- দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিলেও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কৃত ব্যবসায় তোমাকে অংশীদার করবো না। তোমার কিসমতে থাকলে এ কাজটি তুমি আমার আগে করতে পারতে। কিন্তু তুমি নিজেকে নিজে বঞ্চিত করেছ। (রাউজুর রিয়াহীন- ১৫৩ পৃঃ)

সবক ঃ যারা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী চলে, আল্লাহ তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। আল্লাহ তাঁর মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উসীলায় বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করেন। আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে কখনো অবজ্ঞার চোখে দেখা উচিত নয়।

কাহিনী নং ৫১৭

নূরানী মহিলা

হযরত জুন নুন (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন- আমি একবার কাবা শরীফ তওয়াফ করার সময় এমন এক নূর দেখলাম, যা আসমান পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তওয়াফ শেষ করার পর এক নূরানী মহিলাকে দেখলাম, যিনি কাবা শরীফের গিলাফ ধরে এ কবিতাটি পাঠ করছিলেন)

أَنْتَ تَدْرِىْ مَنْ حَبِيْبِىْ - مَنْ حَبِيْبِىْ أَنْتَ تَدْرِىْ
قَدْ كَتَمْتُ الْحُبَّ حَتّٰى - ضَاقَ بِالْكِتْمَانِ صَدْرِىْ

অর্থাৎ হে আমার হাবীব, তুমি জান যে আমার হাবীব কে। আমি ভালবাসাকে গোপন রেখেছি। শেষ পর্যন্ত এ গোপন রাখার কারণে আমার বুক সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

অত:পর তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় এ ভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন- "হে আল্লাহ! তোমাকে সেই মহব্বতের দোহাই, যেটা আমার প্রতি তোমার আছে, আমাকে মাগফিরাত দান কর।"

আমি সেই নূরানী মহিলাকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা, এ রকম বল- তোমাকে সেই মহব্বতের দোহাই, যেটা তোমার প্রতি আমার আছে। তুমি যে রকম বলছ, সেটা তুমি কি করে জানতে পার যে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসে? মহিলাটি বললেন, হে জুন নুন, তুমি কি কুরআনের এ আয়াত পড়নি - فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ اللّٰهُ وَيُحِبُّوْنَهٗ অর্থাৎ শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা এমন সব লোক আনবেন, যারা আল্লাহর প্রিয় এবং আল্লাহ তাদের প্রিয়। দেখ, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রথমে তাঁর মহব্বতের কথা বর্ণনা করেছেন এবং এ রকম বলেছেন- আল্লাহ ওদেরকে মহব্বত করবেন এবং ওরা আল্লাহকে মহব্বত করবে। এতে বুঝা যায় যে যারা আল্লাহকে ভালবাসে, তাদেরকে আল্লাহ আগে ভালবাসে।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমার নাম কি করে জানতে পারলে? তিনি বললেন, যে খালেককে চিনতে পারে, সে মখলুককে কেন চিনতে পারবে না। অত:পর সে আমাকে বললো, ঐ দিকে দেখুন। আমি সে দিকে তাকাতেই সে আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। (রাউজুর রিয়াহীন- ২১৯ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাগণ হচ্ছেন আল্লাহর মাহবুব। আল্লাহ ওনাদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহকে মনে প্রানে স্মরণ করার দ্বারা ওনাদের মধ্যে একটি নূর সৃষ্টি হয়। যারা আল্লাহকে চিনতে পারে, তাদের কাছে মখলুককে চেনা কোন ব্যাপার নয়।

কাহিনী নং ৫১৮

অল্প বয়স্ক বালক

হযরত আবদুল্লাহ বিন দাসান (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন- বসরার বাজারে একটি ছেলে কাঁদতে ছিল। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম- বেটা, কাঁদছ

কেন? সে বললো- দোযখের আগুনের ভয়ে কাঁদতেছি। আমি বললাম- তুমিতো অল্প বয়স্ক ছেলে, তোমার দোযখের আগুনের ভয় কিসের? সে বললো- আমি আমার আম্মুকে দেখেছি যে তিনি চুলায় আগুন জ্বালাবার সময় বড় বড় লাকড়ি জ্বালানোর জন্য ওগুলোর নিচে ছোট ছোট লাকড়িও দিয়ে থাকেন। আমি ভয় করছি যে আল্লাহ তাআলা বড় বড় নাফরমানদেরকে জ্বালানোর জন্য আমার মত ছোটদেরকেও যদি আগুনে নিক্ষেপ করেন, তাহলে আমার কি অবস্থা হবে।

আমি ছোট ছেলেটির এ কথা শুনে খুবই প্রভাবান্বিত হলাম এবং ওকে বললাম- বেটা, তুমি আমার কাছে থাকবে? সে বললো- হ্যাঁ থাকবো, তবে কয়েকটি শর্তে। আমি বললাম- বল, তোমার শর্তগুলো কি? সে বললো-

১। আমার ক্ষিধা লাগলে খাবার খাওয়াতে হবে।

২। আমার তৃষ্ণা লাগলে পানি পান করাতে হবে।

৩। আমার কোন ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে মাফ করতে হবে।

৪। আমি মারা গেলে জীবিত করতে হবে।

আমি বললাম- বেটা, ওসব বিষয় গুলোর উপর তো আমার কোন ক্ষমতা নেই। তখন সে বললো- তাহলে আপনার কাজে আপনি যান। আমি যে মওলার দরবারের চাকর, সে এ সব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (রাউজুর রিয়াহীন- ৯৪ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর আযাবকে ভয় করা উচিত। আগের যুগে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মনেও আল্লাহর আযাবের ভয় ছিল। কিন্তু এ যুগে বড়দের মনেও ভয় ভীতি বলতে কিছু নেই।

কাহিনী নং ৫১৯

আল্লাহওয়ালাগণ অমর

হযরত আহমদ বিন মনছুর (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, আমার উস্তাদ হযরত আবু ইয়াকুব মূসা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন- আমার এক মুরিদ ইন্তেকাল করছিল। আমি নিজেই ওর গোসল দিয়েছি। যখন আমি ওকে গোসল দিচ্ছিলাম, সে আমার বৃদ্ধাঙ্গুলী ধরে ফেলেছিল। অথচ সে তক্তার উপর মৃত পড়া ছিল এবং আমি ধোয়াতে ছিলাম। আমি ওকে বললাম- বেটা, আমার আঙ্গুল ছেড়ে

দাও। আমি জানি, তুমি মৃত্যুবরণ করনি বরং এক ঘর ত্যাগ করে অন্য ঘরে চলে গিয়েছ। তুমি অমর। আমার আঙ্গুলটা ছেড়ে দাও। এটা শুনে সে আঙ্গুল ছেড়ে দিল। (রাউজুল ফায়েক- ৭১ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ মৃত্যুবরণ করেন না বরং এক জগত থেকে অন্য জগতে চলে যান।

কে বলে মুমিন মরে গেছে
জেল থেকে নিজ ঘরে গেছে।

কাহিনী নং ৫২০

কূঁয়া

হযরত আবদুল্লাহ বিন হানিফ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন- আমি হজ্বের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলাম, বাগদাদ নগরী অতিক্রম করার সময় হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর সাথে দেখা করলাম না। মনে মনে স্থির করলাম যে ফেরার পথে দেখা করবো। কিছু দূর যাবার পর ভীষন তৃষ্ঞা লাগলো। অদূরে একটি কূঁয়ার দিকে এগিয়ে গেলাম। কূঁয়ার পাড়ে দাঁড়িয়ে একটি হরিণকে পানি পান করতে দেখে মনে মনে খুবই খুশী হলাম যে কূঁয়ার পানি কাছাকাছি আছে। আমি যখন কূঁয়ার পাড়ে পৌছলাম হরিণটি দৌড়ে চলে গেল এবং কূঁয়ার পানিও নিচে নেমে গেল। আমি বড় আশ্চর্য হয়ে গেলাম এবং নৈরাশ হয়ে ফিরে আসার সময় মুখ থেকে শুধু একথাটি বের হলো- আমার পদমর্যাদা হরিণের বরাবরও নয়। এ সময় পিছন থেকে আওয়াজ আসলো- হে অধৈর্য মানব, তোমাকে পরীক্ষা করা হয়েছে। তুমি অধৈর্যকারী প্রমানিত হয়েছ। পুনরায় কূঁয়ার দিকে ফিরে এসো এবং পানি পান করে যাও। আমি পুনরায় কূঁয়ার কাছে গিয়ে দেখি কূঁয়া পানিতে কানায় কানায় ভরপুর। আমি তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলাম এবং মশকও ভরে নিলাম। এ পানি মদীনা মনোয়ারা পৌঁছার আগ পর্যন্ত শেষ হয়নি। হজ্ব থেকে ফেরার পথে হযরত জুনাইদ বাগদাদীর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি আমাকে দেখা মাত্র বললেন, হে আবদুল্লাহ! যদি কূঁয়ার পাড়ে কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে দাঁড়াতে, তাহলে পানি তোমার পায়ের নিচ থেকে বের হতে থাকতো। (রাউজুল ফায়েক - ৭১ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে কোন কিছু গোপন থাকে না। যে ঘটনা জংগলে হলো, সেটা বাগদাদে হযরত জুনাইদ বাগদাগীর কাছে জানা হয়ে গেল।

কাহিনী নং- ৫২১

পশুও অনুগত

হযরত আবু আয়ুব হাম্মাল (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন, হযরত আবু আবদুল্লাহ দায়লমী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) যখন কোন জায়গায় তশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন স্বীয় বাহন-গাধাকে বেঁধে রাখতেন না। ওর কানে এটা বলে দিতেন- যাও, জংগলে গিয়ে যা কিছু পাও খাও এবং অমুক সময় এখানে পৌঁছে যেও। নির্দেশ মত গাধা জংগলে চলে যেত এবং যে সময় ফিরে আসতে বলা হতো, ঠিক ঐ সময় ফিরে আসতো। (রাউজুল ফায়েক- ৭২ পৃঃ)

সবক ঃ এটা হচ্ছে আল্লাহ ওয়ালাগণের প্রভাব। পশু পাখীরাও ওনাদের অনুগত হয়ে থাকে।

কাহিনী নং ৫২২

বালির চিনি

হযরত ইবনে আবি আয়াস (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন- আমি আসকালান শহরে এক নওজোয়ান খোদার বান্দাকে দেখেছি, যিনি আমাদের দরবারে প্রায় সময় আসতেন এবং অনেক ভাল ভাল কথা শুনাতেন। একদিন এসে বললেন- যে, তিনি কয়েক দিনের জন্য এস্কান্দরীয়া যাচ্ছেন। ওনার সংশ্রবের প্রভাবে আমিও যেতে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। আমি সাথে কিছু টাকা নিয়েছিলাম। পথে সেই টাকা ওনাকে দিতে চাইলে তিনি নিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমি খুবই জোরাজুরি করলাম কিন্তু তিনি কিছুতেই নিলেন না। তিনি এক মুষ্টি বালি নিয়ে তাঁর গ্লাসে রাখলেন, অতপর এর সাথে নদীর পানি মিশালেন এবং গ্লাসটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, খেয়ে নাও। আমি দেখলাম গ্লাসে চিনি মিশানো মজাদার সাতু। এটা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, যার কাজ কর্ম এ ভাবে চলে, তার টাকার কি প্রয়োজন? (রাউজুল ফায়েক- ৭২ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহওয়ালা গণের হাতের স্পর্শে অখাদ্য খাদ্যতে পরিনত হয়।

কাহিনী নং- ৫২৩

বাঘ ও ছাগলের সহ অবস্থান

হযরত আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন- আমি তিন রাত আল্লাহর কাছে এ দুআ প্রার্থনা করলাম- হে আল্লাহ, জান্নাতে আমার সাথী কে হবে, তা আমাকে জানিয়ে দাও। তৃতীয় রাত্রে অদৃশ্য আহবানকারীর এ আওয়াজ শুনলাম- মায়মুনা ওলীদ জান্নাতে তোমার সাথী, যিনি কূফায় থাকেন। আমি কূফায় গেলাম ও মায়মুনার খোঁজ খবর নিলাম। লোকেরা বললো- সেতো এক পাগলী, আমাদের ছাগল গুলো জংগলে নিয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসে। আমি জংগলের সেই চারণ ভূমির হদিস জেনে নিয়ে তথায় গেলাম। গিয়ে দেখি, মায়মুনা নামায পড়তেছেন এবং চারণ ভূমিতে ছাগল গুলো চরতেছে এবং আশে পাশে কয়েকটি বাঘ ঘুরাফেরা করতেছে। কিন্তু ছাগল গুলো বাঘকে ভয় করতেছেনা এবং বাঘগুলোও ছাগলদের উপর কোন আক্রমন করতেছেনা। আমি ওখানে বসে এ দৃশ্য দেখছিলাম। মায়মুনা সালাম ফিরানো মাত্রই বললেন- হে আবদুল্লাহ, সাক্ষাতের ওয়াদাতো জান্নাতে, এখানে নয়। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম- আপনাকে আমার নাম কে বলেছে? তিনি বললেন- যে আপনাকে আমার ঠিকানা বলেছেন। আমি ওনার কাছে জানতে চাইলাম- এ বাঘগুলো ছাগলগুলোর সাথে কখন থেকে আপোস করে নিল? তিনি বললেন, যখন থেকে মায়মুনা আল্লাহর সাথে আপোস করে নিয়েছে। (রাউজুল ফায়েক- ৭৩ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ অনেক খোদায়ী ভেদ সম্পর্কে অবগত। তাঁদের আধ্যাত্মিক প্রভাবে বাঘ ছাগল সহঅবস্থান করে।

কাহিনী নং ৫২৪

শরাবী

হযরত সরি সক্‌তী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একদিন দেখলেন যে রাস্তায় এক মদখোর মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে এবং মদের দুর্গন্ধময় মুখে আল্লাহ আল্লাহ করছে। হযরত সরি ওর পাশে বসে পানি দ্বারা ওর মুখটা ধুয়ে দিলেন এবং বললেন- এ বেহুঁশ লোকটিরতো কোন খবর নেই যে তার নাপাক মুখ দিয়ে কোন

পবিত্র সত্ত্বার নাম নিচ্ছে। মুখটা ধুয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। তিনি চলে যাবার কিছুক্ষণ পর শরাবীর হুঁশ আসলো। লোকেরা ওকে বললো তুমি বেহুঁশ থাকা কালে এখানে হযরত সরি এসেছিলেন এবং তোমার মুখ ধুয়ে দিয়ে গেছেন। শরাবী এ কথা শুনে খুবই অনুতপ্ত ও লজ্জিত হলো এবং খুবই কান্নাকাটি করলো। অত:পর নিজের নফসকে সম্বোধন করে বললো- ওহে বেশরম, এখনতো হযরত সরিও তোমাকে এ অবস্থায় দেখে গেল। খোদাকে ভয় কর এবং ভবিষ্যতের জন্য তওবা কর। রাত্রে হযরত সরি স্বপ্ন দেখলেন- কে যেন বলছেন, হে সরি, তুমি আমার খাতিরে শরাবীর মুখ ধুয়ে দিয়েছ আর আমি তোমার খাতিরে ওর অন্তর ধুয়ে দিয়েছি। হযরত সরি তাহাজ্জুদের সময় মসজিদে গিয়ে দেখে যে সেই শরাবী তাহাজ্জুদ নামায পড়ছে। তিনি ওকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মধ্যে এ পরিবর্তন কি করে আসলো? সে বললো, আপনি আমার কাছে কেন জিজ্ঞেস করছেন, আল্লাহতো আপনাকে বলে দিয়েছেন। (রাউজুল ফায়েক- ১৬৯ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণের বরকতে ও সুদৃষ্টিতে ভাগ্য পাল্টে যায়। অনেক মরদুদ বান্দাও রাতারাতি মকবুল বান্দা হয়ে যায়।

কাহিনী নং ৫২৫

আল্লাহর পুরস্কার

এক দরবেশ এক অহংকারী ব্যক্তিকে অশ্বারোহন করে সদর্পে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন- ভাই, তুমি এত গর্বিত কেন? সে বললো- আমি বাদশাহের একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রিয়পাত্র, তাঁর একাকীত্বের সাথী। তিনি যখন বিশ্রাম নেন, আমি তাঁকে পাহারা দিই। তাঁর ক্ষুধা লাগলে খাবার পরিবেশন করি, তৃষ্ণা লাগলে পানি পান করাই। আমি একটি ব্যাপারে খুবই গর্বিত যে বাদশাহ প্রতিদিন আমাকে তিন বার স্নেহের চোখে দেখেন। দরবেশ লোকটি ওকে জিজ্ঞেস করলেন- যদি তোমার কোন কাজে অবহেলা বা ভুল হয়ে যায়, তখন কি অবস্থা হয়? সে বললো- তখন চাবুক পড়ে ও মার খেতে হয়। দরবেশ বললেন- যদি তা হয়, তাহলে তো তোমার থেকে আমাকে অধিক গর্বিত হওয়া উচিত। কেননা আমি যে বাদশাহের গোলামী করি, তিনি নিজেই আমাকে খাওয়ান ও পান করান। যখন শুইয়ে যাই, তিনি আমার হেফাজত করেন এবং একাকী অবস্থায় তিনি আমার সাথী হয়ে যান।

আমার কাজে কোন অবহেলা বা ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে, আমাকে মাফ করে দেন এবং প্রতি দিন তিন শত ষাট বার আমার প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেন। লোকটি দরবেশের এ কথা শুনে খুবই প্রভাবিত হলো এবং ঘোড়া থেকে নেমে বললো- আমাকেও সেই বাদশাহের গোলাম করে নিন। (নজহাতুল মাজালিস- ৪৪০ পৃঃ, ১ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকূলের প্রতি যে ইহসান করেন, তা কোন রাজা-বাদশাহ করতে পারেনা।

কাহিনী নং ৫২৬

মুখ থেকে যা বের হলো, তা অবধারিত হয়ে গেল

সৈয়দ মুহাম্মদ ইয়ামনী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এক সাহেবজাদা জন্মগত ওলী ছিলেন। মাত্র কয়েক বছর বয়সে একবার ঘর থেকে বের হয়ে তাঁর পিতার বৈঠকখানায় এসে বসেন এবং এক ব্যক্তিকে বলেন- লিখ, অমুক ব্যক্তি জান্নাতে। এ ভাবে অনেক লোকের নাম লিখালেন। পুনরায় বললেন- লিখ, অমুক ব্যক্তি জাহান্নামে। লোকটি লিখা থেকে বিরত রইলো। দ্বিতীয় বার বললেন, কিন্তু সে লিখলো না। তৃতীয় বার বললেন, সে লিখলো না বরং লিখতে অস্বীকার করলো। এতে তিনি বললেন- 'তুমি আগুনে'। এ কথা শুনে সে ঘাবড়িয়ে গেল এবং ওনার আব্বার কাছে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- 'তুমি আগুনে' বলেছে, নাকি 'তুমি জাহান্নামে' বলেছে? সে বললো 'তুমি আগুনে' বলেছে। হযরত ইয়ামনী বললেন- আমি ওর কথাকে পরিবর্তন করতে পারি না। তবে তোমার ইখতিয়ার আছে- তুমি দুনিয়ার আগুনকে পছন্দ করতে পার বা পরকালের আগুনকে। সে দুনিয়ার আগুনকে পছন্দ করলো। পরবর্তীতে সে ঠিকই আগুনে পুড়ে মারা যায়। (মলফুজাত - ৮১ পৃঃ, ১ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাগণের মুখ থেকে যে কথা বের হয়, সেটা আল্লাহ তাআলা পূর্ণ করেন। তাই আল্লাহর মকবুল বান্দাগণের দুআ গ্রহণ করা চায় এবং তাঁদের সাথে যে কোন প্রকারের বেআদবী থেকে বিরত থাকা চায়।

কাহিনী নং ৫২৭

মাটির পাত্র

হযরত সরি সফ্‌তী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) রোযার সময় এক দিন একটি মাটির পাত্রে পানি ভরে ঘরের তাকে রেখেছিলেন, যেন ঠান্ডা হয়। আসরের পর তিনি মুরাকেবায় বসেছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে বেহেশতের হুরগণ একের পর এক তাঁর সামনের দিক দিয়ে যাচ্ছে। যে তাঁর সামনে আসতো, তিনি ওকে জিজ্ঞেস করতেন- তুমি কার জন্য নির্ধারিত? প্রত্যেকে আল্লাহর এক এক বান্দার নাম নিল। শেষে আর এক জনকে জিজ্ঞেস করলে, সে বললো আমি ঐ ব্যক্তির জন্য, যিনি রমযানে পানি ঠান্ডা হওয়ার জন্য রাখে না। তিনি বললেন, তুমি যদি সত্য বলে থেকো, তাহলে সেই মাটির পাত্রটি ফেলে দাও। সে ফেলে দিল। পতিত হওয়ার শব্দে ওনার চোখ খুলে গেল। তিনি দেখলেন যে সেই মাটির পাত্রটি নিচে ভেঙ্গে পড়ে আছে। (মলফুজাত- ৮২ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ পরকালিন শান্তির জন্য দুনিয়ার আরাম আয়েশকে বিসর্জন দিয়ে থাকেন।

কাহিনী নং ৫২৮

সম্পর্কের খাতিরে

এক ভিক্ষুক একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দোকানের মালিকের কাছে একটি টাকা চাচ্ছিল কিন্তু দোকানের মালিক দিচ্ছিল না। ভিক্ষুকটি বললো- টাকা দিলে দাও। নচেৎ তোমার দোকান উল্টায়ে দিব। অল্পক্ষনের মধ্যে সেখানে অনেক উৎসুক লোক জমায়েত হয়ে গেল। ঘটনাক্রমে সেই সময় এক সাহেবে কশফ বুজুর্গ ব্যক্তি সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দোকানদারকে বললেন- টাকা দিয়ে দাও, অন্যথায় দোকান উল্টে যাবে। লোকেরা ওনাকে বললো- হুযুর, এতো একজন মূর্খ ও শরীয়ত পরিপন্থী লোক, সে কি করতে পারে? তিনি বললেন- আমি এ ফকীরের ভিতরে দৃষ্টিপাত করে দেখেছি কিছু আছে কিনা। মনে হলো একেবারে খালি। ওর শায়খকে দেখলাম, তাকেও খালি পেলাম। ওর শায়খের শায়খকে

দেখলাম। তাকে আল্লাহওয়ালা পেলাম এবং আরও দেখলাম যে তিনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। বলাতো যায় না, তিনি যদি দোকান উল্টে দেয়ার কথা বলেন, তাহলেতো দোকানদারের সর্বনাশ হবে। (মলফুজাত- ১৪ পৃঃ, ১ জিঃ)

সবক ঃ তরীকতের সিলসিলায় অনেকের মধ্যে যোগ্যতা না থাকলেও উপরের আল্লাহওয়ালা শায়খদের প্রভাবে অনেক কিছু ঘটে যায়। তাই যাচাই বাচাই করে পীর ধরা উচিত।

কাহিনী নং- ৫২৯

বৃদ্ধ গোলাম

এক নেককার ব্যক্তি বার্ধক্যের কারণে খুবই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। তবুও পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন। এক রাত্রে এশার নামায আদায় করতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন এবং একটু আঘাত পেয়েছিলেন। নামাযের পর আল্লাহর কাছে হাত তুলে প্রার্থনা করলেন- হে আল্লাহ, আমিতো খুবই দুর্বল হয়ে গেলাম। রাজা-বাদশাগণ তাদের বৃদ্ধ খাদেমদেরকে খেদমত থেকে রেহায় দিয়ে থাকে। তুমি কি আমাকে রেহায় দিতে পার না। ওনার দুআ কবুল হয়ে গেল। তবে এ ভাবে যে পর দিন থেকে উনি পাগল হয়ে গেলেন। যার ফলে নামায থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। (মলফুজাত- ৮২ পৃঃ, ১ জিঃ)

সবক ঃ ইবাদত থেকে রেহায় পাওয়ার প্রার্থনা কখনো করতে নেই বরং ইবাদত করতে পারে মত শক্তি সামর্থ কামনা করা উচিত।

কাহিনী নং ৫৩০

জিন্দা পীর

একবার হযরত আহমদ জাম জিন্দা পীর (রাদি আল্লাহু আনহু) কোন এক জায়গায় যাবার সময় দেখলেন যে রাস্তার পাশে একটি হাতী মরে পড়ে আছে এবং অনেক উৎসুক লোক সেখানে জমায়েত হয়েছে। তিনি সে দিকে এগিয়ে গিয়ে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- ব্যাপার কি? লোকেরা বললো- একটি হাতী মারা গেছে। তিনি হাতীর দিকে তাকিয়ে বললেন- এর শূঁড়, চোখ-হাত-পা সবইতো

ঠিক আছে। মরা কি করে হলো? এটা বলতে না বলতে হাতী জীবিত হয়ে গেল। এরপর থেকে তাঁর লকব হয়ে গেল- 'জিন্দাপীর'। (মলফুজাত- ১৬ পৃঃ, ১ জিঃ)

সবক ঃ অনেক আল্লাহওয়ালাগণের মুখে এমন তাসির হয়ে থাকে যে এর বদৌলতে মৃতরাও জীবন লাভ করে।

কাহিনী নং ৫৩১

তিন কলন্দর

তিন কলন্দর হযরত মাহবুবে ইলাহীর দরবারে এসে খাবার চাইলেন। তিনি খাদেমকে খাবার আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। ঐ সময় ঘরে যা মওজুদ ছিল তা এনে ওদের সামনে পেশ করলো। ওনাদের মধ্যে একজন সেই খাবার উঠায়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন- ভাল খাবার নিয়ে এসো। এ অশোভনীয় আচরনে হযরত কিছু বললেন না তিনি খাদেমকে ভাল খাবার আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। খাদেম প্রথমবারের থেকে ভাল খাবার আনলেন কিন্তু তাঁরা পুনরায় ফেলে দিলেন এবং এর থেকেও ভাল খাবার চাইলেন। হযরত এর থেকে ভাল খাবার আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। এবারও ওনারা সেটা ফেলে দিলেন এবং এর থেকে আরও ভাল খাবার চাইলেন। তিনি ওনাদেরকে কাছে ডেকে কানে কানে বললেন- এ খাবারতো সেই মৃত বলদ থেকে ভাল ছিল, যা তোমরা রাস্তায় খেয়ে ছিলে। এ কথা শুনে তারা বিস্মিত হয়ে গেলেন। তাঁরা আসার পথে রাস্তায় ক্ষুধার তাড়নায় মৃত বলদের পঁচা মাংস খেয়ে এসেছিলেন। তাঁরা হুযূরের কদমে পতিত হলেন। হুযূর তাদেরকে উঠায়ে বুকে জড়ায়ে ধরলেন এবং যা কিছু দেয়ার ছিল দিয়ে দিলেন। (মলফুজাত- ১২ পৃঃ, ১ জিঃ)

সবক ঃ বুজুর্গানে কিরামের অনেক কিছু জানা হয়ে থাকে। প্রয়োজনে অনেক সময় প্রকাশ করে থাকেন।

কাহিনী নং ৫৩২

খাজা, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ

ভাগলপুরের এক ব্যক্তি প্রতি বছর আজমীর শরীফ যেতেন। একবার আজমীর যাওয়ার আগে ওলী বিদ্বেষী এক ভদ্রলোকের সাথে তাঁর দেখা হয়। সে ওনাকে বলে, ভাই, প্রতি বছর সেখানে কেন যাও? অনর্থক এত টাকা পয়সা কেন খরচ কর? তিনি ওকে বললেন, আমার সাথে একবার চলো এবং তোমার নিজ চোখে দেখে এসো, তারপর তোমার যা বলার আছে বলিও। এতে সে রাজি হয়ে গেল এবং ওনার সাথে গেল। মাজারে গিয়ে দেখলো যে এক ফকীর লাঠি হাতে মাযার তওয়াফ করছে এবং বলছে- 'খাজা, পাঁচ টাকা নিব, এক ঘন্টার মধ্যে নিব এবং এক ব্যক্তি থেকেই নিব।' সেই ওলী বিদ্বেষী ভদ্রলোকটা চিন্তা করলো- 'বেচারা অনেকক্ষন পর্যন্ত হাঁক ডাক দিচ্ছে, প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেল, এখনও কেউ কিছু দিল না।' শেষ পর্যন্ত সে নিজের পকেট থেকে পাঁচ টাকা বের করে ওর হাতে দিল এবং বললো- লও, তুমি খাজার কাছে চাচ্ছ, খাজা কোত্থেকে দেবে? ফকীর সেই টাকা নিয়ে নিজের পকেটে রাখলো এবং আর একটি হুঙ্কর দিয়ে জোর গলায় বললো- খাজা, তোমার প্রতি চির কৃতজ্ঞ, দিয়েছতো দিয়েছ, একবারে ওলী বিদ্বেষীর পকেট থেকে দিয়েছ। (মলফুজাত- ৪১ পৃঃ, ১ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। চাওয়ার মত চাইতে জানলে, তাদের থেকে অনেক কিছু পাওয়া যায়।

কাহিনী নং ৫৩৩

মনের কথা

এক ওলীর দরবারে তখনকার বাদশাহ দেখা করতে গেলেন। তিনি হাদিয়া হিসেবে প্রাপ্ত আপেল থেকে একটি বাদশাহকে দিলেন এবং বাদশাহের অনুরোধে নিজেও একটি খেলেন। সেই সময় বাদশাহের মনে এ ধারনাটি আসলো যে এ আপেল গুলোর মধ্যে যেটা দেখতে সবচেয়ে সুন্দর, সেটা যদি নিজ হাতে উঠায়ে আমাকে দেন, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে উনি সত্যকার ওলী। ওলী সেই

সবচে উৎকৃষ্ট রং এর আপেলটি হাতে নিয়ে বললেন, আমি একবার মিসরে গিয়ে ছিলাম। সেখানে দেখলাম এক বিরাট জটলা, অনেক লোক চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে এক ব্যক্তি চোখ বাঁধা একটি গাধার পাশে দাঁড়িয়ে বলছিল, আপনারা একের জিনিস অন্যের কাছে লুকায়ে রাখুন। আমার এ গাধা তা খুঁজে বের করে দিবে। ঠিকই গাধাকে নির্দেশ দিলে, গাধা জটলার চারিদিকে চক্কর দিয়ে যার কাছে সেই জিনিস লুকায়ে রাখা হতো, ওর সামনে গিয়ে মাথানত করে দাঁড়িয়ে যেত। আমি এ কাহিনীটি এ জন্য বর্ণনা করলাম যে এ আপেলটি আমি না দিলে, ওলী প্রমানিত হবো না। আর দিতে পারলে, এতে সেই গাধা থেকে অধিক কামালিয়াত কিবা আছে? এ কথাটি বলে তিনি আপেলটি বাদশাহের দিকে নিক্ষেপ করলেন। (মলফুজাত ১০ পৃঃ, ৪ জিঃ)

সবক ঃ মনের কথা জানাটা আল্লাহর ওলীগনের কাছে বড় কোন ব্যাপার নয়। ওনারা এ গুলোকে মামুলি বিষয় মনে করেন।

কাহিনী নং ৫৩৪

চার পংক্তি কবিতার জবাব

হযরত আমীর খসরুর পিতা তাঁর দু'পুত্রকে নিয়ে খাজা নিজামুদ্দীন আওলীয়ার মুরিদ হওয়ার জন্য আসলেন। যে মাত্র খানকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে গেলেন, আমীর খসরু বেঁকে বসলেন এবং বললেন- আমি অন্ধ বিশ্বাসী হয়ে মুরিদ হতে চাই না। আপনি ও ভাইজান গিয়ে মুরিদ হয়ে আসেন, আমি গেইটের সামনে অপেক্ষা করছি। অতঃপর ওনারা দু'জন ভিতরে গেলেন এবং আমীর খসরু গেইটের সামনে বসে বসে কবিতার এ চার পংক্তি রচনা করেন–

تو آں شاہے کہ بر ایوان قصرت

کبوتر گرنشیند باز گردد

غریبے مستمندے بر در آمد

بیاید اندروں یا باز گردد

অর্থাৎ হে খাজা নিজামউদ্দীন, তুমি এমন বাদশাহ যে তোমার বালাখানার উপর

কবুতর বসলে, সেই কবুতর বাজ পাখী হয়ে যায়। এক মুসাফির ও হাজত প্রত্যাশী তোমার দুয়ারে এসেছে। ওর জন্য তোমার কি নির্দেশ- ভিতরে আসবে, নাকি ফিরে যাবে?

এ চার পংক্তি কবিতা আবৃতি করে আমীর খসরু মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন- যদি খাজা নিজামউদ্দীন বাতেনী শক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে কোন একটা জবাব দিবেন এবং জবাব পাবার পর আমি ওনার মুরিদ হয়ে যাব। এরই মধ্যে খাজা নিজামউদ্দীন তাঁর এক খাদেমকে বললেন- বাইরে একটি ছেলে একাকী বসে আছে। তুমি গিয়ে ওকে এ চার পংক্তি কবিতা শুনায়ে এসো–

بیاید اندرون مرد حقیقت

که باما یك نفس ہم راز گردد

اگر ابکه بود مرد نادان

ازاں را ہے که آمد باز گردد

অর্থাৎ আমীর খসরু যদি বাস্তবিকই বীর পুরুষ হয়ে থাকে, তাহলে ভিতরে আসুক, যাতে কিছুক্ষণের মধ্যে আমার সহকর্মী হয়ে যেতে পারে আর যদি সে কাপুরুষ হয়ে থাকে, তাহলে যে দিক থেকে এসেছে যেন সে দিকে চলে যায়।

আমীর খসরু এ পংক্তিগুলো শুনে হযরত খাজা নিজামউদ্দীনের খেদমতে হাজির হয়ে গেলেন। (মুগনিল ওয়ায়েজীন- ২২৪ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ বাতেনী শক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন। ওনারা মনের কথাও জেনে যান। ওনাদের সম্পর্কে কোন খারাপ ধারনা করতে নেই।

কাহিনী নং ৫৩৫

আত্মসাৎ

একবার লাহোরের শাসনকর্তা তাঁর বন্ধু শিহাবউদ্দীন গজনবীর মাধ্যমে হযরত বাবা ফরিদউদ্দীন গঞ্জে শকর (রহমতুল্লাহে আলাইহে) খেদমতে একশ দিনার পাঠিয়েছিলেন। শিহাব উদ্দীন ওখান থেকে পঞ্চাশ দিনার নিজের কাছে রেখে দিলেন এবং পঞ্চাশ দিনার হযরতকে দিলেন। তিনি তা কবুল করে বললেন, শিহাব

উদ্দীন, ভ্রাতৃশুলভ আধা আধি খুব সুন্দর বণ্ঠন করেছ। কিন্তু দরবেশদের বেলায় এটা উচিত নয়। শিহাব উদ্দীন খুবই লজ্জিত হলেন এবং অবশিষ্ট দিনার ওনার সামনে পেশ করলেন। বাবা ফরিদ উদ্দীন সব দিনার ওনাকে দিয়া দিলেন এবং বললেন- আমি কথাটা এ জন্য বললাম যে আত্মসাৎ করা বড় গুনাহ। আত্মসাৎকারীর কোন ইবাদত কবুল হয় না। শিহাব উদ্দীন পুনরায় তাঁর হাতে বায়াত হলেন। (মুগনীল ওয়ায়েজীন- ২২৪ পৃঃ)

সবক ঃ সত্যিকার মুসলমান কখনো কারো জিনিস আত্মসাৎ করে না। আল্লাহ ওয়ালাগণের কাছে সব কথা জানা হয়ে যায়।

কাহিনী নং ৫৩৬

গ্রেপ্তার

হযরত খাজা আজমীরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) হিন্দুস্থানের বেলায়েত লাভের পর কিছু দিন দিল্লীতে অবস্থান করেছিলেন। সে সময় রাজা পৃথ্বীরাজ শাসন করছিল। সে খাজা সাহেবের এক খাদেমকে বিনা দোষে শাস্তি দিয়েছিল। খাদেমটি খাজা সাহেবের কাছে অভিযোগ করলে খাজা সাহেব পৃথ্বীরাজের কাছে একটি চিঠি লিখলেন এবং শাসিয়ে দিলেন যে আগামীতে যেন ওনার খাদেমকে কোন কষ্ট দেয়া না হয়। কিন্তু বদবখত পৃথ্বীরাজ ওনার চিঠিকে কোন পাত্তাই দিল না বরং বেআদবী করে বললো- এ মুসাফির এখানে এসে অদৃশ্যের অনেক কথা বার্তা বলে কিন্তু আমি ওকে পরওয়া করি না। হযরত গরীবে নেওয়াজ ওর এ সব কথা শুনে নিজ পবিত্র মুখে বললেন– "আমি পৃথ্বীরাজকে জীবিত ধরে ফেললাম এবং ইসলামী বাহিনীর হাতে তুলে দিলাম।"

খাজা গরীবে নেওয়াজের মুখ থেকে যা বের হলো, তা বাস্তবায়িত হলো। ইসলামী বাহিনী গজনী শহর থেকে অমিত তেজী যোদ্ধা সুলতান শিহাব উদ্দীন ঘোরীর নেতৃত্বে দিল্লী এসে পৌঁছলো এবং যুদ্ধে হিন্দু বাহিনী পরাস্ত হলো। রাজা পৃথ্বীরাজকে গ্রেপ্তার করে পরে হত্যা করা হয়েছিল। এরপর থেকে ইসলাম প্রসারিত হতে থাকে এবং কাফিরদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। (একতেবাসুল আনোয়ার- ১৩৮ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মুখ থেকে যা বের হয়, তা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আল্লাহ ওয়ালাগণের অদৃশ্য জ্ঞানকে অস্বীকার করা কোন মুসলমানের মুখে শোভা পায় না।

কাহিনী নং ৫৩৭

এক বুজুর্গ সৈয়দ সাহেব

একদিন এক বুজুর্গ সৈয়দ সাহেবের কাছে কয়েকজন বিজ্ঞ আলেম আসলেন। তাঁরা এক এক জন এক এক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তাঁদের আসার উদ্দেশ্য হলো সৈয়দ সাহেবকে যাচাই করে দেখা, কারণ তারা শুনে ছিলেন যে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানে সৈয়দ সাহেব নাকি খুবই দুর্বল। তাঁরা সৈয়দ সাহেবকে বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তিনি কোন সময় ডান দিকে তাকিয়ে, কোন সময় বাম দিকে তাকিয়ে সব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিলেন। ওলামাগণ সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। কোন একজন তাঁর কাছে জানতে চাইলেন যে তিনি উত্তরদান কালে কোন সময় ডান দিকে, কোন সময় বাম দিকে তাকাচ্ছিলেন কেন? তিনি বললেন- যখন এ সব আলেমগণ আসলেন, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করলাম- হে আল্লাহ, আমি যেন অপমানিত না হই। তখন আল্লাহ তাআলা ইমাম আবু হানিফার রূহ আমার ডান দিকে এবং শেখ বু আলী সিনার রূহ বাম দিকে হাজির করে দিলেন। আলেমগণ যখন আমার কাছে প্রমান ভিত্তিক প্রশ্ন করলেন, আমি হযরত আবু হানিফার থেকে জেনে জবাব দিলাম এবং যুক্তি ভিত্তিক প্রশ্ন করলে শেখ বুআলী সিনা থেকে জেনে জবাব দিলাম। (মওলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেব রচিত রেসালাতুল ইল্‌কা)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ মৃত্যুর পরও বিপদের সময় সাহায্য করতে পারেন। এ কথা বাতিল পন্থীদের অনেক মুরুব্বিরাও স্বীকার করে।

কাহিনী নং ৫৩৮

আবদাল

হযরত শাহ আবদুল আজিজ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে কোন এক ব্যক্তি এসে অভিযোগ করলো- হুযূর, আজকাল দিল্লীর ব্যবস্থাপনা খুবই ঢিলে ঢালা। এর কারণ কি? তিনি বললেন দিল্লীর বর্তমান আবদাল নরম প্রকৃতির। সে জিজ্ঞেসা করলো- তিনি কে? শাহ সাহেব বললেন- কনজরা বাজারের অমুক তরমুজ বিক্রেতা, যিনি বর্তমানের আবদাল। লোকটি ওনাকে যাচাই করার জন্য গেল এবং

এ ভাবে যাচাই করলো যে ওনার তরমুজ গুলো কেটে কেটে টুকরা টুকরা করে কোনটাই পছন্দ হয়নি বলে টুকরিতে রেখে দিল কিন্তু উনি কিছু বললেন না।

কিছু দিন পর দেখলো যে দিল্লীর ব্যবস্থাপনা সব ঠিক মত চলতেছে। লোকটি পুনরায় শাহ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলো- এখন আবদাল কে? তিনি বললেন, চাঁদনী চকের অমুক পানিওয়ালা, যিনি এক গ্লাস পানির জন্য এক পাই পয়সা করে নেন। লোকটি ওনার কাছে গেল এবং এক পাই পয়সা দিয়ে এক গ্লাস পানি চাইলো। উনি এক গ্লাস পানি দিলেন। সে পানিটা ফেলে দিয়ে বললো এতে খড়কুটা ছিল, আর এক গ্লাস দাও। তিনি বললেন- আর এক পাই পয়সা দাও। সে বললো- দিব না। তখন তিনি ওকে এক থাপড় লাগিয়ে দিলেন এবং বললেন- আমাকে কি তরমুজ ওয়ালা মনে করেছ? (মওলভী আশরাফ আলী থানবী রচিত তাদিবুল মায়াসিয়া- ১২ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ রূহানী শাসক হয়ে থাকেন। আগে পরের সব বিষয় ওনাদের জানা হয়ে থাকে। থানবী সাহেবের বর্ণিত এ কাহিনী দ্বারা তা প্রমানিত হয়।

কাহিনী নং ৫৩৯

বন্ধুর খাতিরে জায়েয

মাওলানা জামী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) পীরের সন্ধানে হযরত খাজা ওবাইদুল্লাহ আহরারের দরবারে গেলেন। খাজা সাহেবের দরবারটা ছিল খুবই জাকজমক পূর্ণ এবং দুনিয়াবী নেয়ামতে ভরপুর। মাওলানা জামী তা দেখে খুবই আফসোস করলেন এবং আবেগের মাথায় খাজা সাহেবের সামনে অপ্রত্যাশিতভাবে মুখ থেকে বের হলো- نه مرد است انکه دنیا دوست دارد অর্থাৎ তিনি কামেল ব্যক্তি নন, যিনি দুনিয়াকে ভাল বাসেন। এ পংক্তিটি উচ্চারণ করে মনের দুঃখে খাজা সাহেবের দরবার ত্যাগ করে কোন এক মসজিদে গিয়ে শুইয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখলেন, তিনি হাশরের ময়দানে এবং কোন এক কর্জদাতার বিরক্তিতে তিনি খুবই পেরেশানী অবস্থায় আছেন। এ সময় দেখতে পেলেন একদিক থেকে খুবই শান শওকত সহকারে খাজা সাহেব তশরীফ আনলেন এবং

বললেন- দরবেশকে কেন বিরক্ত করছ। আমি আমার সংগৃহিত সম্পদ থেকে ওনার কর্জ আদায় করে দিচ্ছি। এর পর পর ওনার চোখ খুলে গেল। তিনি দেখলেন- সেই সময় খাজা সাহেব মসজিদের দিকে আসতেছেন। তিনি গিয়ে ওনার পায়ে পড়লেন এবং আরয করলেন- হুযূর, আমার সেই ধারনাটা ভুল ছিল। খাজা সাহেব বললেন, কবিতার সেই পংক্তিটা আমি পুনরায় শুনতে চাই। মাওলানা জামী আরয করলেন, এখানকার আসবাবপত্র দেখে আমার মুখ থেকে এটা অপ্রত্যাশিত ভাবে বের হয়ে ছিল نه مرداست انکه دنیا دوست دارر (যে দুনিয়াকে ভালবাসে, সে কামেল ব্যক্তি নয়) তিনি বললেন, বক্তব্য ঠিক আছে, তবে অসমাপ্ত। এর সাথে এ পংক্তিটা যোগ করে দাও—

اگر دارد برائے دوست دارد

(তবে বন্ধুর খাতিরে দুনিয়াকে ভালবাসলে ক্ষতি নেই)

(থানবী সাহেব রচিত দাওয়াতে আবদিয়াত)

সবক ঃ আল্লাহওয়ালাগণ বিপদের সময় কাজে আসে। এটাও জানা গেল, অভাবীদের সাহায্য ও দীনের খেদমতের জন্য যে সম্পদ জমা করা হয়, সেটা দুনিয়াধারী নয় বরং দীনধারী।

কাহিনী নং ৫৪০

জানাযা

হযরত সুলতান নিজাম উদ্দীন আওলীয়া (রহমতুল্লাহে আলাইহে) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর এক খলীফা জানাযার পিছে পিছে এ শেরটি পড়ছিলেন–

سرو سیمینا بصحرامے روي

سحت بے مہری که مامی روی

اے تماشه گاه عالم روئے تو

تو کجا بهر تماشه می روی

দেখা গেল যে কাফনের মধ্যে হাত উচু হয়ে গেছে। তখন লোকেরা ওনাকে শের পড়তে বারণ করলো। (থানবী সাহেব রচিত ওয়াজুল বাকী - ২১ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ মৃত্যুর পরও জীবিত।

কাহিনী নং- ৫৪১

গাউছে আযম

হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর রেফায়ী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) হযরত গাউছে পাকের সমসাময়িক একজন উচ্চ পর্যায়ের ওলী ছিলেন। তবে হযরত গাউছে আযম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর মত প্রসিদ্ধ ছিলেন না। একবার গাউছুল আযম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে এক ব্যক্তি মুরিদ হতে এসেছিল। গাউছে পাক বললেন, ভাই, তোমার চেহারায় বদবখতি প্রতীয়মান। তোমাকে কি মুরিদ করবো। লোকটি হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর রেফায়ী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর খেদমতে হাজির হলো। তিনি লোকটির চেহারা দেখে বললেন- 'এসো ভাই এসো, আমি নিজেও এ রকম'।

(থানবী সাহেব রচিত আল-এযাফাতুল এউমিয়া)

সবক ঃ থানবী সাহেব বড় পীর সাহেবকে গাউছুল আযম বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই তাঁর শিষ্যদের উচিত এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে একবাক্যে যেন স্বীকার করে নেয় যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ ফরিয়াদ শ্রবণ ও মুশকিল আসন করেন।